খেয়াল খুশির ছড়া

অর্ধেন্দু রায়

অর্ধেন্দু রায়ের জন্ম আসামের দরং জেলার রাঙ্গাপাড়াতে। ২৪শে জানুয়ারি ১৯৫৮ সন।

যে শ্রদ্ধেয় মানুষটাকে ছোটবেলায় জানতাম পুষ্পপ্রেমী তথা পুষ্প-বিশেষজ্ঞ হিসাবে। বয়স বাড়তেই জানলাম অঙ্কন শিল্প, সজ্জাশিল্প, ভাস্কর্য শিল্প সহ শিল্পকলার বিস্তৃত অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত এক সামগ্রিক শিল্পী হিসাবে। আমি ধন্য এমন সরল ও সুফল মানুষটি আমাকে তার কাছে আসার সুযোগ দিয়েছেন। পেশাগত দিক বিদ্যালয় হলেও বহির্জগতে তার প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। কবিতা আমার কাছে আমার অগভীরতার জন্য বার বার দুর্বোধ্য। কিছু বাঘা বাঘা শব্দের পরিবর্তে সহজ সরল ভাবে বর্ণিত এই বইতো আমার বোধগম্য ভাষা-তেই কথা বলছে।

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

প্রথম প্রকাশ ঃ- দুর্গা পূজা ১৪২৭

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ- অর্ধেন্দু রায় (গ্রন্থকার)
৯৪৭৪৭৩৭৩৭৪

নামাঙ্কন ঃ- অর্ধেন্দু রায়

গ্রন্থস্বত্ব ঃ- অর্ধেন্দু রায়, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

প্রকাশক ঃ- তপন পুস্তকালয়
ভবানী দত্ত লেন, স্টল নং-২৫
কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা -৭৩
চলভাষ -৯৮৩৬৯১৮৯২১

মুদ্রণ ঃ- কালার ডটস্
৩/ই নিরোদ বিহারী মল্লিক রোড,
কলকাতা-৬

মূল্য ঃ- ২২৫ টাকা মাত্র

গ্রন্থকার সম্পর্কে দু-চার কথা

কখনো কখনো কেউ কেউ গুণ মুগ্ধতায় কারো কাছে বড় প্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি আত্মার আত্মীয়রূপে আদৃতও হয়। আমার কাছে অর্ধেন্দু রায় এমনই একজন। অনুজপ্রতিম রূপে আমার চিত্তে ওর অবস্থান। ওর কথা বলতে গিয়ে প্রথম নাথ চৌধুরীর একটি বিশেষ বাণীর উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক-" সুশিক্ষিত হলেই স্বশিক্ষিত নয়।" অর্ধেন্দু একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী। সুশিক্ষিত না হলেও ব্যবহারিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ। পোশাক-পরিচ্ছদ আচার- আচরণে যথার্থ ভদ্র। বহুগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিটি বহুজনের পরিচিত ও প্রিয়। একদিকে অঙ্কনশিল্পী , রূপসজ্জায় সিদ্ধহস্ত ,অন্যদিকে পুষ্পচর্চার শৌখিন সাধক। সেই সঙ্গে তরুণ বয়স থেকেই ছিল ছড়া লেখার ঝোঁক।

প্রায় চার দশক আগে থেকেই একজন শিক্ষক হওয়ার সুবাদে ওর সাথে আলাপ। ওর অনুপম শ্রদ্ধাশীল ব্যবহারই মুগ্ধতার কারণ।

কিছু ছড়া নিয়ে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসত,অনেক দ্বিধা নিয়ে। তখন সেগুলো তত পরিপক্ক না হলেও আমি উৎসাহিত করতাম।

ফলশ্রুতি আজকের বলিষ্ঠ ছড়া। নানান সহজ ভাবনার সরল সাবলীল উচ্ছ্বাসে ছড়াগুলো হৃদয়গ্রাহী, আত্মনিষ্ঠ-মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল। ওর বাসনা ছিল. ছড়াগ্রন্থ মুদ্রণকালে আমি যেন মুখবন্ধ রচনা করি। ওর অভিবাসনার রূপ দিতেই এই প্রয়াস।গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ওরই সৃষ্টি। সহৃদয় পাঠককুলের কাছে গ্রন্থটি আদৃত হলে আমিও বিশেষ আনন্দিত হব।

চরৈবেতির মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হোক ওর অভিসার। ছড়াকার রূপে ওর প্রতিষ্ঠা একান্ত কাম্য।

শুভায় ভবতু।
নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী

কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রাক্তন শিক্ষক
কাশিবাটী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)
রায়গঞ্জ ,উত্তর দিনাজপুর
তাং-২০/০৫/২০২০

সহকর্মী অর্ধেন্দু রায়ের ছড়া গ্রন্থ মুদ্রণে শুভ কামনা

কিভাবে শুরু করব, ভাবতেই মনের ক্যানভাসে ফুটে ওঠে আমাদের কৈশোর কালের এক-একটা কর্মময় ছবি। আর সেই কারণেই আমার শৈশবের বন্ধু ও দীর্ঘদিনের সহকর্মী শ্রী অর্ধেন্দু রায়ের আগ্রহ উপেক্ষা না করে অপটু হাতে স্মৃতিচারণের চেষ্টা।

কৈশোরের প্রায় প্রথম দিকেই ও আমাদের আর পাঁচটা বন্ধুর থেকে একদমই আলাদা। ওর ভেতরের শিল্পীসত্বা সেই বয়স থেকেই ক্রমশ ডানা মেলতে শুরু করে। এগিয়ে যেতে থাকে ওর সাধনা, নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেই।

প্রকৃতির পাঠশালার হাতছানি যাকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, পুথিগত বিদ্যার ছোট্ট আঙিনা খুব বেশি দিন ধরে রাখবে কীভাবে?

দেখতে দেখতে ওর স্বাভাবিক নেশাগুলো যেমন ছবি আঁকা, ছড়া লেখা,নাটক, মেকাপ, ফুল বাগানের শখ ওকে খুব অল্প সময়েই আমাদের ছোট্ট শহরের সাংস্কৃতিক জগতে এক বিশেষ পরিচিতি এনে দেয়।

আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি। অর্ধেন্দু রায় অনেক দিন থেকেই রায়গঞ্জবাসীর কাছে যে শুধু পরিচিত ব্যক্তি তাই নয়, আজ ডালপালা বিস্তার করে একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানও বটে।

২০০৫ এর ২৮ শে জানুয়ারি গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠে যেদিন প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই, সেই দিন থেকেই আবার আমাদের পথ চলা শুরু। কর্মজীবনে ওর শৃঙ্খলাপরায়ণতা, ব্যবহার ও সর্বোপরি স্কুলকে সবদিক থেকে সাজিয়ে তোলার ঐকান্তিক ইচ্ছা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কীভাবে ভুলবো সেই সব দিন গুলোর কথা। যখন আমরা দুজন নিভৃতে প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও মন খুলে সুখ-দুঃখের গল্প করতাম। কালের নিয়মে বন্ধুকে অবসরজীবনে অব্যহতি দিলেও স্কুলের প্রতিটি আনাচেকানাচে হোক বা কোনো অনুষ্ঠানে ওর অনুপস্থিতি আজও ভীষণভাবে উপলব্ধি করি।

হে বন্ধু,আগামী দিনে তোমার লেখনী ও সৃষ্টির সুবাস ছড়িয়ে দিও বৃহত্তর জগতে। শুভেচ্ছা রইল।

সব্যসাচী গোস্বামী
প্রধান শিক্ষক
দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

তাং-৩০/০৫/২০২০

SHRI MOHIT SENGUPTA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Bimagar,
P.O. & P.S. : Raiganj
Dist. : Uttar Dinajpur
Pin : 733134
Ph. : 03523 - 252549
Mob. : 9434052549
e-mail : mohitsengupta2011@gmail.com

Ref. No. .....

Date 16.08.2020

মুখবন্ধ

'খেয়াল খুশীর ছড়া'র বইতে অর্ধেন্দু রায়ের সাহিত্য সৃষ্টির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে কিশোর-কিশোরী, বড়-বুড়োদের জন্য রচিত তার অনবদ্য নানা রঙের তুলিতে আঁকা বিভিন্ন বিষয়ের ও বয়সের ছড়াসমূহ। তাঁর ছড়ার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রায়গঞ্জ শহরের বিশিষ্ঠজনেদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান ও ভালবাসা উজাড় করা আবেগ ঝরে পড়েছে।যেসব পাঠকরা এই খেয়াল খুশীর ছড়ার স্বাদ পাবে,তারা তাদের আগামী জীবনে ভুলতে পারবেনা তাদের ছড়াপাঠের আনন্দ।সময়ের এই মধুর স্মৃতির সরনী বেয়েই পাঠকেরা ফিরে যাবেন সোনালী শৈশবে, দুষ্টুমি আর দস্যিপনার জগতে যেখানে কৌতুক ও কল্পনা মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। আবেগভরা কৈশোরের উজ্জ্বল ও উচ্ছল দিনগুলো বারংবার ফিরে ফিরে আসবে।

ছড়াকার অর্ধেন্দু রায় যখন তার রচনা সমূহ বই আকারে প্রকাশের ইচ্ছের কথা আমাকে জানান, তখনই আমি তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলাম। তাঁর রচনা শৈলীতে যে মুগ্ধতার ও আবেশের স্পর্শ রয়েছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা প্রতিটি বয়সের মানুষের হৃদয়কে ছুঁয়ে যাবে।

তাঁর রচিত ছড়া গুলি সুবোধ্য ছন্দলালিত যেমন আবেগ ও প্রকৃতি নির্ভর, তেমনি রায়গঞ্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যাক্তি মানুষের জীবনীনির্ভর।সেজন্য তার ছড়ার বই একটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

শ্রীরায়ের রচিত কয়েকটি ছড়া সম্পর্কে দু-চার কথা না বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে, যেমন :-

১) শিশু মনের ছড়া
২) ক্রেতা সুরক্ষার ছড়া
৩) প্রকৃতি ও গাছপালার ছড়া
৪) পথ নিরাপত্তা বিষয়ে ছড়া

আমি মনে প্রাণে আশা করব,বিশিষ্ট ছড়াকার অর্ধেন্দু রায়ের বয়স-ভোলানো মনোরম সুপাঠ্য ও সহজবোধ্য ছড়াগুলো অচিরেই সমস্ত বয়সের পাঠক পাঠিকাদের মন জয় করে নেবে।

মোহিত সেনগুপ্ত
(মোহিত সেনগুপ্ত)
বিধায়ক
৩৫ নং, রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র

Chairman : Fax : 03523 - 242542 (O)
Phone : 242542/242563 (O), [redacted]

পৌর কাউন্সিলরগণের কার্য্যালয়
রায়গঞ্জ পৌরসভা
পোঃ রায়গঞ্জ জেলা ঃ উত্তর দিনাজপুর

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS
RAIGANJ MUNICIPALITY
P.O.: RAIGANJ DIST.: UTTAR DINAJPUR

ফ্যাক্স ঃ ০৩৫২৩ ২৪২৫৪২, দূরভাষ ঃ ০৩৫২৩ ২৪২৫৪২, ২৪২৫৬৩ (কার্য্যালয়) Fax : 03523-242542, Ph. : 242542, 242563 (O)

পত্র নং / Ref. No..... তারিখ / Date.....

শুভ কামনা

রায়গঞ্জ শহর তথা জেলার গুনী মানুষদের মধ্যে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিয়েছেন বীরনগর নিবাসী শ্রী অর্ধেন্দু রায়। দীর্ঘ বহু বছর ধরে তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখছি। তাঁর বহু সৃষ্টিশীল কর্মকান্ড দেখেছি। বিশ্বকর্মা,সরস্বতী, কালী, দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে ভীড়ে ভীড়, কিন্তু নিষ্পলক দৃষ্টিতে সবাই দেখেছে তাঁর অসাধারন অঙ্কন শিল্প। এছাড়া বিয়েবাড়ির আল্পনা ও কনের রূপসজ্জা তো আছেই। তাঁর হাতে আঁকা মুগ্ধ করে চলেছে অসংখ্য মানুষকে। নাটক-যাত্রার রূপসজ্জাতে তাঁর অবাধ বিচরণ। অঙ্কন শিল্পী হিসেবেই তাঁর পরিচয় ছিল। সেই গন্ডি পেরিয়ে আজ ডানা মেলেছেন ছড়ার দুনিয়ায়। ঘড়ির কাঁটার চেয়েও দ্রুত যেন তাঁর ছড়া লেখার গতি। একবার বিষয়টা শুনলেই ছন্দে লিখতে পারদর্শী। সেই অর্ধেন্দু রায়ের ''খেয়াল খুশীর ছড়া'' বইটি আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। বাহারী সজ্জায় ছড়ার মাধ্যমে বইটিতে যেমন রায়গঞ্জের বিভিন্ন বিশিষ্টজনকে তুলে ধরেছেন, তেমন পরিবেশ -প্রকৃতি, পক্ষী নিবাস, ফুলের মেলা, রূপসজ্জা এমনকি পথ- নিরাপত্তা, ক্রেতাসুরক্ষা ও করোনা-র মতো গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি নিয়েও প্রানবন্ত সচেতনতার বার্তা দিতে চেয়েছেন তাঁর এই অনবদ্য ছড়ার সংকলনটিতে। আশা রাখি, আট থেকে আশি সবারই হৃদয় স্পর্শ করবে।

আন্তরিক শুভ কামনা রইল,

সন্দীপ 28/8/2020

(সন্দীপ বিশ্বাস)
পৌরপতি
রায়গঞ্জ পৌরসভা

তাং- ১৮ই আগষ্ট,২০২০

শুভেচ্ছাবার্তা

আমাদের প্রাক্তন সহকর্মী গ্রন্থকার শ্রী অর্ধেন্দু রায় মহাশয় জেলার সৃজনশীল নান্দনিক কর্মকাণ্ডে এক সুপরিচিত প্রাজ্ঞবিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। তাঁর শৈল্পিক সত্তা অঙ্কন প্রতিভা, ছড়াকার হিসেবে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা উত্তর-দিনাজপুরে সুবিদিত। শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অবাধ বিচরণ করেন। বিগত প্রায় চার দশকের অধিক সময় ব্যাপী তাঁর সৃষ্ট ছড়া গুচ্ছ সমকালীন সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিকে আবৃত করেছে। কখনো বা তিনি ব্যঙ্গের চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন সমাজের পঙ্কিলতাকে তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

ক্রেতা সুরক্ষা, বন, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, প্রভৃতি বিভাগকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত ছড়া সমূহ আক্ষরিক অর্থে অনবদ্য, প্রকৃতপক্ষে সময়ের দাবি ও সুষ্ঠ নাগরিক ও সামাজিক জীবনের জিয়ন কাঠি।

সাগ্রহে অপেক্ষমাণ শ্রীরায়ের সৃষ্টি "খেয়াল খুশির ছড়া" বইটিকে মুদ্রিত আকারে দেখব বলে।

বিনয়াবনত-

তাং-২৫/০৫/২০২০

সৌমেন ধর (সোম)
সহ শিক্ষক
দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠ
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর (উঃ মাঃ)

সূচিপত্র

ক্ষণকাল ৯
বিজ্ঞানী ঠাকুর ১০
শ্রীমা ১১
স্বামীজি ১২
বিবেক কথা ১৩
ঠাকুর,মা,স্বামীজির কৃপায়-
সমবেত প্রার্থনায় আজ মিশন ১৪
ভাই বোন করচা (পরিবার পরিচিতি) ১৬
শ্রদ্ধার্ঘ্য ১৮
আকাঙ্ক্ষা ১৯
রত্ন ২০
সবার প্রিয় আচার্য ২১
সুরসাধক অচিন্ত্য সেন ২২
জনপ্রিয় দুলু নাগ ২৩
তপস্যী তাপস ২৪
সুব্রতবাবু শান্তি পান
করে রোগী সেবা ও রক্তদান ২৫
উত্তরের ধ্রুবতারা ২৬
বহুমুখী বিধায়ক শ্রীমোহিত সেনগুপ্ত ২৭
সার্থক পৌরপতি ২৮
নাট্যসুধা সুধাংশু দে ২৯
জয়ী জয়ন্ত,নেই অন্ত ৩০
তুহিন বাবুর মনের খেলা
প্রতি বছর বইমেলা ৩১
মাননীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস
রায়গঞ্জ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন(উ মাঃ) ৩২
সহশিক্ষক মাননীয় ডঃ উত্তম মিত্র
রায়গঞ্জ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন (উমাঃ) ৩৩
গ্লানি ৩৪
দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠ (উ মাঃ)
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী জীমূত ঝা -এর বিদায় বেলা ৩৫
দীপুবাবুর আজকাল-উপশম ৩৬
অজন্তার কচিকাঁচা ৩৭
প্রাণপুরুষ ৩৮
জনদরদি কাছের মানুষ (মন্টাদা) ৩৯
শিক্ষক শ্রীঅমল মিত্র ও মাননীয়
শ্রী তিলকতীর্থ ভৌমিক কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ৪০
পবিত্র ফোরাম
(কালচারাল ফোরাম) ৪১
করুণাময়ী মা ৪২
দেশ বরণ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ ৪৩
রক্তে ঝরা স্বাধীনতা ৪৪
শুভবিজয়া ৪৫
বাবা মায়ের রাগ ও স্নেহ ৪৬
দশের লাঠি,একের বোঝা ৪৭
অকৃতজ্ঞ বাঘ উপকারিকে করলো রাগ ৪৮
রাখালের মজা বাঘ দেয় সাজা ৪৯
কাকের তেষ্টা, মেটার চেষ্টা ৫০
খরগোশের দম্ভ ভারি
কচ্ছপ দেয় জবাব তারই ৫১
পুষ্পপ্রেমিক সংস্থা-নন্দনের স্মৃতিকথা ৫২
ছোট্ট স্মৃতি - অর্ণব রায় ৫৫
ছন্দ প্রিয় ছড়ার গুরু ৫৬
ফুলের গুরু মৃণাল কান্তি বিশ্বাস (সাটুবাবু) ৫৭
মেকাপ গুরু শান্তিগোপাল ৫৮
মুছে যাওয়া দিনগুলি ৫৯
প্রিয় ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৬০
পরপারে প্রভু ৬১
বিশ্বকবি ৬৩
'নন্দন' নামকরণ-১৯৮৩ ৬৫
ছয় কন্যা সেবায় অনন্যা ৬৮
ফুল চর্চা ৬৯
প্রাণের গাছ ৭০
পাতাবাহার ৭১
গোলাপ ৭২
গাঁদা ৭৩
ডালিয়া ফুল ৭৪
চন্দ্রমল্লিকা ৭৫
মরশুমি ফুল ৭৬
বনসাই ৭৭
সবার প্রিয় প্রজাপতি ৭৮
ফুলেই রোজগার ৭৯
টবে ফল ও সবজি ৮০
ঘর বন্দি থাকলে তবে,
করোনা যুদ্ধে জয়ী হবে ৮১
সতর্ক হুঁশিয়ারি,নইলে কিন্তু মহামারী ৮২
কোভিড-১৯ -করোনা ভাইরাস ৮৩
অচল লিপস্টিক ৮৪
ঠকবো কেন ৮৫
বারমাস্যা ৮৬
মায়ের রান্না ৮৮
কাকু, ফুলদা ও আমি ৮৯
প্রিয় দুই জোড়া আমার প্রাণ ভরা ৯০
রবির আলোয় ৯১
নও কেবলই ছবি
কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২
মনের মানুষ কল্লোলদা ৯৩
শোনা কথা ৯৪
রবি শশী ৯৫
শুভ জন্মদিন ৯৭
হ্যাপি বার্থ ডে ৯৮
জন্মদিনের শুভেচ্ছা ৯৯
অনাহারে মৃত্যু ১০০
একটু ভুলে শোকের ছায়া ১০১
সাবধান ১০১
রক্ষাকবচ হেলমেট ১০২
সেবায় ব্রতী ট্রাফিক পুলিশ ১০২
পথ চলার সাবধানতা ১০৩
ট্রাফিক আইন ১০৩
সময়ের চেয়ে জীবন বড় ১০৪
তুলোর আল্পনা ১০৫
পাঁপড়ে আল্পনা ১০৫
সবজির আল্পনা ১০৬
পলিথিন যুগ ১০৭
লজেন্স বিস্কুটে আল্পনা ১০৭
বহুরূপী ধান ১০৮
নেশায় মাতা ১০৯
অবিশ্বাস ১০৯
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ১১০
বন্যা ও ভাঙন রোধে গাছ ১১০
অরণ্য ১১০
শোভা ১১১
ষড়ঋতু ১১২
গ্রীষ্ম ১১৩
বর্ষা ১১৩
শরৎ ১১৪
হেমন্ত ১১৪
শীত ১১৫
বসন্ত ১১৫
ইংরাজিতে কাকে কী বলে
শেখা যাবে খেলার ছলে ১১৬
মানুষ ১১৭
ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত ১১৭
লিমেরিকে না ১১৮
ভূত ১১৯
আজব ওঝা ১২০
খুকুর ভয় ১২১
পুষি যাদের ১২২
সুমো পালোয়ান ১২৩
সবার মামা ১২৩
বাদলা দিনের মজা ১২৪
সাধেই শিশুশ্রম ১২৫
অঙ্কশেখা ১২৬
মানে কেন হয় ১২৭
কলকাতার মজা ১২৭
দুরাশা ১২৮
পোষ্য খেতে নাই ১২৯
সাধনা ১৩০
দাদুর ভাবনা ১৩১
শিক্ষার মূল্য ১৩২
ছড়ায় চিঠি তেজপুর -আসাম ১৩৩
শুভেচ্ছা পত্র ১৩৪
এক থেকে একশো ১৩৫
মনভার ১৩৬
মায়ের শিক্ষা ১৩৬
দশে দিক ১৩৭
পাখি ১৩৮
কুলিক পক্ষীনিবাস ১৩৯
হোলি ১৪০
দিয়েছি যা, পেয়েছি অনেক বেশি ১৪১
কীর্তির মরণ নেই ১৪২
প্যারাটিচার ১৪৩
আদর্শ গ্রামীণ শিক্ষা নিকেতন ১৪৪
আমার বিদ্যালয় ১৪৫
সবাই সমান ১৪৬
সেকাল-একাল ১৪৭
মেনু ১৪৮
আতঙ্ক ১৪৯
ভয় ১৪৯
ইচ্ছে ডানা ১৫০
কার্যেই সিদ্ধি ১৫০
আমার উৎসাহের উৎস ১৫১
ছবি সংগ্রহে যাদের সাহায্য পেয়েছি ১৫২

ক্ষণকাল

জন্মালে মৃত্যু হবে
জানে জগৎময়
সৃষ্টি যখন হয়েছে
একদিন তো হবেই লয়।
কেউ জানিনা সেই দিনটা
আসবে কবে
সবাই জানি একদিন ঠিক
মরতে হবে।

মানুষের জীবনটা
পদ্মপাতায় জল
সারাক্ষণ করে চলে
শুধু টল-মল।
প্রবেশ প্রস্থান হয়
নাটকের মত
কাজ করে যেতে হবে
এরই মাঝে যত।

তাং-০৭/০২/২০১৫

"মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত।
মরার পর কিছুই থাকবে না।
এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

বিজ্ঞানী ঠাকুর

কল্পতরু হলেন ঠাকুর
কাশীপুর উদ্যানে
উদ্যানবাটী খ্যাত হল
শ্রীরামকৃষ্ণ নামে।
যত মত তত পথ
ছোট্ট কথা বলে
ব্যাপক অর্থে মানবেরে
শিক্ষা ভীষণ দিলে।
টাকা মাটি, মাটি টাকা
ঠাকুর বলেছিল
চাওয়া পাওয়া সবই ঠাকুর
মাকেই সঁপেছিল।
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য
সর্বধর্ম স্বরূপিণে
সর্ব ধর্মে শ্রদ্ধা ঠাকুর
প্রথম আসে তোমার মনে।
তোমার মুখের কথাই শেষে
হল কথামৃত
পাঠককুলে যুগে যুগে
হল সমাদৃত।

কথ্য ভাষায় মুখে তোমার
অমূল সব বাণী
বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম কথায়
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী।

০১/০১/২০

যত মত তত পথ। যেমন এই কালী বাড়িতে আসতে হলে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে,সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

শ্রীমা

গদাধরের কামারপুকুর
সারদা জয়রামবাটী
দুই গ্রামের খনি থেকে এল
রত্ন দুটি খাঁটি।
ছয় বছর বয়সে মাগো
ঠাকুর তুমি পেলে
ষোড়শী পুজো পেয়ে তুমি তাঁর
কত কী শিক্ষা পেলে।
মাতৃরূপে পূজিত তুমি
গদাধরের কাছে
সেদিনই ঠাকুর বুঝতে পারেন
কী গুণ তোমার আছে।
ভাসুর -ঝি লক্ষ্মী শেখায়
বর্ণ-পরিচয়
এই টুকুতেই মাগো তোমার
অসীম জ্ঞান হয়।
আমজাদ পেল পুত্র স্নেহ
তাঁর এঁটো মুছেছ তাই
সেই থেকেই জগৎ জননী
তোমায় আমরা পাই।
"সতেরও মা, অসতেরও মা"
তুমিই বলেছিলে
তোমার আশিসে বিবেকানন্দ
হয়েছিল সেই বিলে।

"যখন যেমন, তখন তেমন,
যেখানে যেমন, সেখানে তেমন"
এটাই হওয়া চাই,
তোমার মুখের অমর বাণী
সবাই মানি তাই।
শ্যামা সুন্দরী, রামচন্দ্রর
রত্ন উপহার
কোটি সন্তান ধন্য হয়েছে
শ্রীমা সারদার।

লকডাউন অবকাশে ১৫/০৬/২০২০

"কাজ করা চাই বইকি! কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়।"

শ্রীমা সারদা

স্বামীজি

ছোট্টবেলার বিলে
বিবেকানন্দ রূপে
আজও আমরা স্মরণ করি
মালা, চন্দন, ধূপে।
শ্রীরামকৃষ্ণের দীক্ষা পেয়ে
দক্ষিণেশ্বরে
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন
বহু পরীক্ষা করে।
তাইতো তাঁকে মানেন সবাই
বিশ্ব জগৎ জুড়ে।
জীবে প্রেম করলে তবে
ঈশ্বর সেবা হয়
হে স্বামীজি তোমার বাণী
হৃদয় করেছে জয়।
হিন্দু ধর্ম জাগিয়ে তোল
শিকাগোতে গিয়ে
ধর্মসভা মাতিয়ে তোল
মধুর বাণী দিয়ে।
শিকাগোতে সম্বোধনেই
ভাই,বোন, মা বলে
প্রথম কথায় মন কেড়েছেন
বাংলার সেই বিলে।
হে স্বামীজি প্রণাম তোমায়
জানাই বারে বার
স্বপ্নের এই ভারত তোমার
ভাঙবে না তো আর।

০১/০১/২০০৮

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না নানাবিধ বেগ ও স্ফূর্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। যাতে চরিত্র তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ

Money is lost nothing is lost,
Health is lost something is lost,
When character is lost
Everything is lost.

Swami Vivekananda

বিবেক কথা

টাকা পয়সা খোয়া গেলে
কী আর এমন যায়
স্বাস্থ্য ক্ষতি হলে পরে
ক্ষণিক কষ্ট পায়,
কিন্তু চরিত্র যবে যাবে খোয়া
চোখে দেখবে সবই ধোঁয়া।
স্বামীজির এই বাণী
চলবো সবাই মানি।

উপরের বাণীটি বাংলা ছড়ায়
লেখার চেষ্টা -

অর্ধেন্দু

" নিজের উপর বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কাজের জনক।"

স্বামী বিবেকানন্দ

" সত্যের জন্যে সবকিছু বর্জন করা যায়,
কোন কিছুর জন্য সত্যকে বর্জন করা যায় না।"

স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুর, মা, স্বামীজির কৃপায়-
সমবেত প্রার্থনায় আজ মিশন

রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম
পার হয়েছে সত্তর বর্ষ
শিষ্যরা সব আনন্দিত
মুখে সবারই হর্ষ।
উত্তর দিনাজপুরে হ'ল
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন
রায়গঞ্জ তথা এই জেলাতে
আনন্দ আজ ভীষণ।
করোনা কারণে অধিগ্রহণে
বিলম্ব যদিও হল
সম্পাদকের রোজ প্রার্থনা
মান্যতা ঠাকুর দিল।
বাল্যবন্ধু প্রদীপ ঘোষের
বুদ্ধি মাথায় আসে
মিশন হওয়ার প্রার্থনা করি
ঠাকুর, মায়ের কাছে।

দীর্ঘদিনের প্রার্থনার ফল
ঠাকুর তাকে দিল
অবশেষে মিশন ঠিকই
অধিগ্রহণ নিল।
ঠাকুর যেমন ধ্যানের ফলে
মাকে দেখেছিল
সমবেত প্রার্থনার ফল
ঠাকুর ঠিকই দিল।
লকডাউনে প্রথম যেদিন
শুভ খবর পাই
আনন্দিত শহরবাসী
খুশির সীমা নাই।
দীর্ঘজীবী হয়ে থাকো
বন্ধু প্রদীপ ভাই
তোমার মতো ভক্ত মানুষ
সব সময়ে চাই।

১৯/০৮/২০২০

আমার পরিবার

ভাই বোন করচা (পরিবার পরিচিতি)

আমরা হলাম সাত ভাই
আর বোন হল তিন জন
অবাক হবে সবাই দেখে
দশজনার এক মন।
বড়দা হলেন লোকপ্রিয়
লোকের জন্য করে
তাইতো দাদা বড় হলেন
গুরুজনদের বরে।
মেজদার একটু বেশি শিক্ষা
ভালোবাসেন পড়া
তিনি তাদের আদর করেন
পড়ায় ব্যস্ত যারা।
চিনিদাটা শিল্পী মনের
শিল্প জ্ঞানে ঠাসা।
মাউথঅরগান, বাঁশি বাজান
ছবিও আঁকেন খাসা।
মিশ্রীদাটা মজার মানুষ
আসর মাতিয়ে রাখে
সুরেলা গান, মজা করে দান
সব্বাই চাই তাঁকে।
উদুদাটা শান্ত ছেলে
তিনটে আছে ছেলেপুলে
লখনউতে থাকে, বাড়ি এসে
দেখা করে ছুটির ফাঁকে ফাঁকে।
আমি বাবার ষষ্ঠ ছেলে
আঁকি ছবি-টবি
ফুল করাটা ছেলেবেলার
ওটাই আমার হবি।
ছোট ভাইটা পূর্ণেন্দু
দারুণ ভালো ছেলে
মিথ্যে কথার ধার ধারে না
সত্য কথাই বলে।
আবৃত্তি সে ভালোবাসে
এটাই পেশা অবশেষে।
দিদিয়া আছে ঘরে
মাস্টারি সে করে
বর্তমানে ওই আছে
গোটা সংসার ধরে
মেজদিটার বিয়ে হয়েছে
হাওড়া শিবপুরে
ছোড়দি হল ধর্মভীরু
পুজা-পার্বণ করে ।

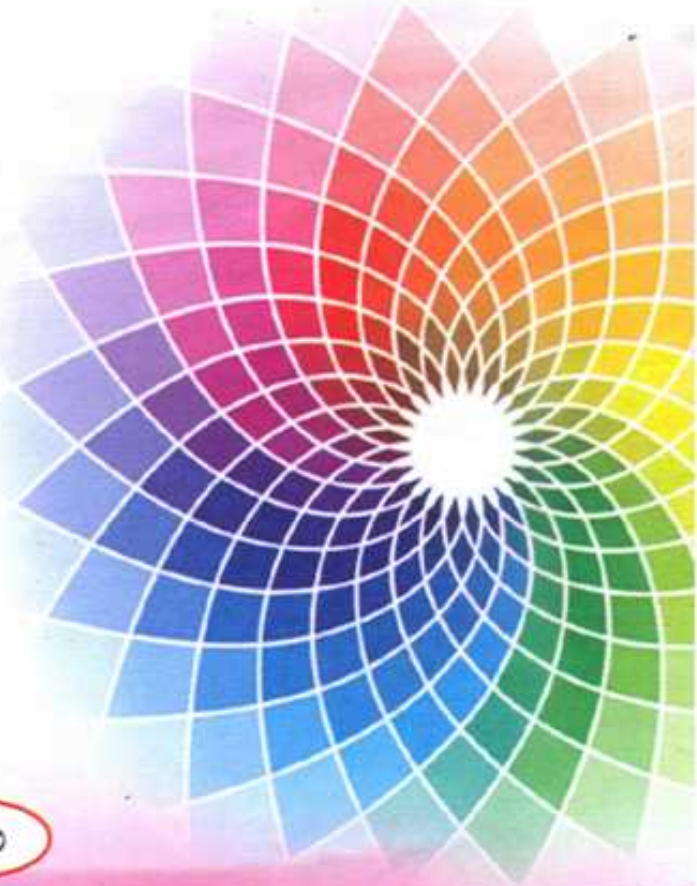

রায়গঞ্জের গর্ব যারা তাদের নিয়ে লিখছি ছড়া

শ্রদ্ধার্ঘ্য

হে আচার্য এসেছিলে
করোনেশন স্কুলে
এ বিদ্যালয় শীর্ষে যখন
তখন গেলে চলে।
পাঠ ভবনের পূজারি হলে
শান্তিনিকেতনে
বিরহ ব্যথা তবুও বলি
থেকে সযতনে।
পূজারি ঠাকুর যাচ্ছ চলে
মন্দির ত্যাগ করে।
গেলেও তুমি থাকবে জানি
সবার হৃদয় ভরে।
যেমন তোমার শাসন ছিল
তেমন ছিল স্নেহ
তোমার ছায়ায় ছিল যারা
ভুলবে না তা কেহ।
শৃঙ্খলা আর নিষ্ঠা হলে
শীর্ষে ওঠা যায়।
তোমার কাছে ছাত্রছাত্রী
শিক্ষা এটাই পায়।
হে গুণীজন মহান তুমি
মহান হয়েই থেকো
রায়গঞ্জ আর করোনেশন
সদাই মনে রেখো।
চঞ্চল তুমি তাইতো তোমায়
রাখতে নাহি ধরে
গুণমুগ্ধ আমরা তোমার
থেকো অন্তরে অন্তরে।

রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় চঞ্চল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অর্ধেন্দু রায়

১৭/১১/১৯৮৫

আকাঙ্ক্ষা

চাঁদের মতো স্নিগ্ধ আলো
শুভেন্দু তুমি তাই
নিরপেক্ষ সু-প্রশাসক
ব্যক্তিত্ব দেখতে পাই।
বাগ্মী তুমি, কবি তুমি
বক্তব্য ক্ষুরধার
সভায় সভায় প্রমাণ পেয়েছি
বহুদিন, বহুবার।
রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত হলে তুমি
ধন্য হল উত্তরবঙ্গ রায়গঞ্জের ভূমি।
উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম স্থান
এটা যেন তোমারই দান।
করোনেশনের ইতিহাসে (তুমি)
জুড়লে নতুন পালক
সম্ভব এটা করলে তুমি
দক্ষ পরিচালক।
পশ্চিমবঙ্গে প্রথম হওয়ার
বিরল সম্মান
করোনেশন ও রায়গঞ্জের
বাড়িয়েছে মান।
সুযোগ পেয়ে ধন্য আমি
তোমার কাছে এসে
হে শিক্ষক, শিক্ষা দিও
আমায় ভালোবেসে।

শব্দ ভাণ্ডার শূন্য আমার
শিক্ষা বিশেষ নাই
সহজ কিছু শব্দ দিয়ে
ছন্দ গড়তে চাই।
হে আচার্য ভালোবেসে
দিও আমায় শিক্ষা
লেখার সাহস পাই যেন গো
পেয়ে তোমার দীক্ষা।

১০/০৬/২০০৫

মাননীয় বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রী শুভেন্দু মুখার্জী
রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল (উঃ মাঃ)
রায়গঞ্জ ,উত্তর দিনাজপুর

রত্ন

সুন্দরভাবে জয়ী তুমি
সার্থক শ্রীরায়
সংস্কৃতিবান বহুমুখী
সবাই তোমায় চায়।
সাংস্কৃতিক মঞ্চগুলি
তুমি ছাড়া শূন্য
হে আচার্য থাকলে তুমি
মঞ্চের রূপ অন্য।
সংগীতের সাধক তুমি
শিক্ষার্থীর গুরু
রায়গঞ্জের সংস্কৃতি
তোমায় নিয়ে শুরু।
বাগ্মী তুমি, কবি তুমি
ধর্ম তোমার ধ্যান
কি সাহিত্য কি বা ধর্ম
সকল দিকেই জ্ঞান।
শিল্পী তুমি, নম্র তুমি
স্বর্ণাক্ষর তব লেখা
থাকলে তোমার পাদস্পর্শে
অনেক যাবে শেখা ।

নিরক্ষরে সাক্ষর করে
হয়েছ তুমি ধন্য
দিন-রাত্রি শ্রম দিয়েছ
নিরক্ষরদের জন্য।
বিশেষণে বিশেষণে
অলংকৃত তুমি
রত্ন তুমি, তোমায় পেয়ে
ধন্য মাতৃভূমি।
দেবীনগরের দীপাবলি
রাঙায় তোমার তুলি
প্রতি বছর বিকশিত
শিশু কতকগুলি।
এই শিশুরাই ভবিষ্যতে
খ্যাতির ছোঁয়া পায়
সবার প্রিয় থাকবে অমর
সুজিত ভূষণ রায়।

০১/০১/১৯৮৫

স্যারের জীবদ্দশায় লেখা ও
প্রদত্ত এই ছড়া।

প্রধান শিক্ষক শ্রী সুজিত ভূষণ রায়
দেবীনগর মহারাজা জগদীশনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
রায়গঞ্জ -উত্তর দিনাজপুর (উঃ মাঃ)

সবার প্রিয় আচার্য

করোনেশন, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাচক্র স্কুলে
শিক্ষাদান করে তুমি সম্মানিত হলে।
মিষ্টভাষী,শান্ত,সৌম্য, বিরক্ত ভাব নাই
তোমার মধ্যে একই জিনিস সবাই দেখতে পাই।
কার কথা বলতে চাইছি
বোঝাতে পারলাম আমি?
প্রাজ্ঞ এই ব্যাক্তিত্ব শ্রী সুশীল গোস্বামী।
শান্ত ভাষায় বক্তৃতা দান
শুনে সবাই শান্তিও পান।
নিরপেক্ষ এই শিক্ষাবিদের ছাত্র শত শত
রায়গঞ্জের সব স্কুলেরই আছে যারা যত।
সবার একটাই কথা, তাঁর মতো মানুষ নাই।
সদা হাস্য স্নেহ এবং ভালোবাসা দেখতে পাই
রায়গঞ্জ ইন্স্টিটিউট কিংবা খেলার মাঠে
যেখানেই তিনি যান
সর্বত্র সবার কাছে পান বহু সম্মান।
বিরোধ ভাব নেই কখনো, সবাই যেন সমান
রাগহীন এই মানুষটাই করলো সেটা প্রমাণ।
মহীরূহ সজ্জন তিনি, তাঁকে নিয়ে গড়া
আমার পক্ষে লেখা কঠিন এমন লোকের ছড়া।

লোকডাউন অবকাশে- ২৪/০৭/২০২০

অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক
সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

সুরসাধক অচিন্ত্য সেন

রবীন্দ্রসঙ্গীতে দক্ষতায়
অচিন্ত্য সেন-এর গান
আজও মনের মণিকোঠায়
তাঁর অবদান।
অভিনয়ে পারদর্শী,
অনেক নাটক করেছেন
নাটক দেখে দর্শকেরা
মনও ভরেছেন।
গোপালবাবু নামেতে তিনি
ছিলেন বিশেষ খ্যাত
তাঁর কাছে গান শিখেছেন
শিষ্য শত শত।
দুটি স্কুলে শিক্ষকতায়
রত ছিলেন তিনি
বিদ্যাচক্র, করোনেশনে
পড়িয়ে গেছেন ইনি।
পিনাকিতে লাগে টংকার
তার বিখ্যাত গান
শুনেছেন যারা হৃদয় দিয়ে
ভরে গেছে তাদের প্রাণ।
দীর্ঘদেহী, সুদর্শন আর
ব্যক্তিত্ব অনন্য
দর্শক শ্রোতা মুখিয়ে থাকে
তাঁকে শোনার জন্য।
তার কণ্ঠে জনপ্রিয়
বিশ্বকবির গান
সেই সময়ে পেয়েছিলেন
হাজারো সম্মান।

লোকডাউন অবকাশে- ২৯/০৫/২০২০

জনপ্রিয় দুলু নাগ

রোহিণী স্মৃতি নাসরী স্কুল
তারই কর্ণধার
স্রষ্টা স্বপনবাবু ওরফে
দুলু নাগ নাম তাঁর।
রায়গঞ্জে কবিগুরুর
প্রতি জন্মদিনে
নৃত্যনাট্য করার ফলে
সবাই তাঁকে চেনে।
শিক্ষকতায় ছিলেন তিনি
মোহনবাটী স্কুলে
স্বনামধন্য পরিচিতিও
ব্যাঙ্গা নাগের ছেলে।
ভুলিনি কেউ আজও তাঁকে
বেঁচে আছেন স্মৃতির ফাঁকে।
সত্তরের দশক ছিল
কেবল দুলুময়
রবীন্দ্র গীত তাঁর কণ্ঠে
জনপ্রিয় হয়।
সূচি শিল্পে, উলের কাজে
তুলনা তাঁর নাই
বহুমুখী প্রতিভাময়
তাঁকেই দেখতে পাই।

সেলাই এবং গানের গুরু
ছবিও আঁকেন খাসা
জীবনটা তাঁর রবীন্দ্রময়
শিল্প জ্ঞানে ঠাসা।
পরিচালনা, নৃত্য শিক্ষা,
পোশাক পরিধান,
মেকাপ শিল্পে পারদর্শী
আর গাইতেন গান।
তাঁর মতো বহুমুখীগুণ
দেখা পাওয়া ভার
স্মৃতি থেকে যায়নি খোয়া
গুণপনা তাঁর।

লোকডাউন অবকাশে- ২৮/০৫/২০২০

প্রয়াণ-১২/০২/২০১১

শিক্ষক শ্রীঅমল মিত্র ও মাননীয় শ্রীতিলকতীর্থ ভৌমিক কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

শিক্ষাক্ষেত্রে দুই নক্ষত্র
তিলকতীর্থ অমল মিত্র
তাঁরা করোনেশনের প্রাণ
ছড়ায় লিখে শেষ হবে না
তাঁদের অবদান।
হৃদয় দিয়ে শিক্ষা দানে
ছাত্র/ছাত্রী বাগে আনে
বাড়ায় স্কুলের মান
ছাত্রদরদি তাই তো তাঁরা
পায় বহু সম্মান।
অমলবাবু মিষ্টভাষী
নম্রতা তার স্বভাব
স্নেহপ্রবণ এমন মানুষ
বর্তমানে অভাব।
তিলকবাবু সাংগঠনিক
বিরক্ত তার নাই
দীর্ঘকাল তাঁর সংস্পর্শে
এ গুণ দেখতে পাই।
স্কুলেই তাঁদের তীর্থস্থান
বিদায়বেলা করেন প্রমাণ
উপরিউক্ত এ দুই জনে
স্থান করেছেন সবার মনে।
অমলবাবু অনুষ্ঠানে
অন্য মাত্রা পায়
অ্যাংকারিং-এ সবাই যেন
তাকেই মঞ্চে চায়।
মুখে ঝরে মধুর বাণী
ছাত্র যারা সবাই জানি
তিলকতীর্থ অমল মিত্র
অবসরের ফলে
স্কুলটা যেন থমকে গেল
সবাই এটা বলে।
বিদায়বেলা ভারাক্রান্ত
সবার চোখের জলে।
সম্মানিত হতে গেলে
সম্মান দিতে হয়
তবেই কিন্তু সম্মান তাঁর
সবার চিত্তে বয়
এ দুজনার সে গুণ আছে
তাই তো প্রিয় সবার কাছে।

সুব্রতবাবু শান্তি পান করে রোগী সেবা ও রক্তদান

যে মানুষটি মনে করেন
বিপদেই ত্রাণ দরকার
প্রচার বিমুখ,নিরহংকার
সাংবাদিক শ্রী সুব্রত সরকার।
সংবাদপত্র 'প্রচার' ছেপে
হয়েছিলেন খ্যাত
নিজের প্রচার কখনোই নয়
সুযোগ এসেছে কত।
চার দশকের বেশি হল তাঁর
সেবা দান করা আমজনতার
রক্ত কারণে কারও যেন আর
প্রাণহানি না ঘটে
সদা তটস্থ থাকেন তিনি
দিবা-রাত্রিই বটে।
রক্ত দানের আয়োজন তিনি
সুযোগ পেলেই করেন
রক্তের অভাবে একজনও যেন
অকালেই না ঝরেন।
জাত- পাত আর বর্ণ বিভেদ
নেই যে রক্তদানে
হিন্দু-মসলিম আর খ্রিস্টান
সবারই রক্ত টানে।

রক্ত দিলে ক্ষতি নেই কারো
রক্ত তৈরি হবে তার আরও।
সবাকার এই রক্তদানে
মরণাপন্ন বেঁচে যায় প্রাণে
রক্ত দানই তো পরম ধর্ম
রক্ত দিয়ে বাঁচান যিনি
তিনিই বোঝেন সেই মর্ম।
ভয়ে ভীত না হয়ে পিছিয়ে না গিয়ে
বক্ত করহে দান -
নিজ রক্ত দিয়ে বাঁচাও রোগীর
অমূল্য এই প্রাণ।
থ্যালাসেমিয়ায় ভুগছেন যারা
কোনো প্রলোভনে খুশি নয় তারা
বাঁচায় কেবলই রক্ত
ঠিক সময়ে না পেলে তা
বাঁচানোই হয় শক্ত।
তাইতো রক্ত জোগান দিতে
প্রাণ পাত করে গ্রীষ্মে-শীতে,
সেবা দানে করে যত্ন
তাতেই পেলেন নব উপাধি
অনেকেই বলে রত্ন।
মনে করে তিনি এ কাজে সবার
এগিয়ে আসাটা দরকার
নিজে বেঁচে থেকে বাঁচাও ওদের
সবার প্রিয় শ্রী সরকার।

উত্তরের ধ্রুবতারা

উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গের
ফিরিয়েছ মান
ভারতের মানচিত্রে
করে দিলে স্থান।
উত্তরের আকাশে
তুমি ধ্রুবতারা
গ্রাম্য আলোক ছড়ালে তুমি
ভারতবর্ষ জোড়া।
মালদহের গণিখান আর
রায়গঞ্জের প্রিয়
আবার তোমরা জন্ম নিয়ে
শান্তি এনে দিও।
উত্তরের রূপকার তুমি
রায়গঞ্জের হীরে
জনপ্রিয়তায় প্রিয়রঞ্জন
কোটি কোটির ভিড়ে।
রাজনীতিতে মন কেড়েছ
সারা ভারতময়
আজও সবাই একই সুরে
গাই তোমারই জয়।
ছোট্ট শহর রায়গঞ্জকে
চিনতো কি আর কেউ?
সাগর জলে মেলালে তুমি
কুলিক নদীর ঢেউ।
রায়গঞ্জের পরিচয়
সারা দেশে দিলে
গ্রহের ফেরে তোমার শক্তি
গ্রাস করে কে নিলে।
নজরুলের মতো তুমি
হয়ে গেলে স্থবির
ছড়াতে আর পারলে না গো
যুদ্ধজয়ের আবির।
সাধ হলোনা পূর্ণ তোমার
থেমেই গেল সব
বাগ্মী তোমার বন্ধ হল
দৃপ্ত কলরব।
প্রিয়দা তোমায় ভুলব না কেউ
সবারই আছো মনে
তোমার দেখানো পথেই চলবে
যারা ছিল তোমার সনে।
মোহিত সেনগুপ্ত সহযোদ্ধা
রেখে গেছ তুমি
রক্ষা করবে তিনিই তোমার
সাধের জন্মভূমি।

০৫/০৮/২০২০
লকডাউন অবকাশে

বহুমুখী বিধায়ক
শ্রী মোহিত সেনগুপ্ত

দু-হাজার সতের বন্যা ত্রাণে
বিধায়কই জোয়ার আনে
দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান
বন্যায় যারা সবই হারান।
খাদ্য, বস্ত্র প্রচুর দানে
বানভাসিরা বাঁচেন প্রাণে।
শিক্ষক দিবসে প্রতিবারই
শিক্ষক পান শ্রদ্ধা তারই।
এ যেন তার পণ,সাম্মানিক আর
শংসাদানের করেন আয়োজন।
ভাষা দিবসে সাহিত্যিক আর
লেখক কবির সম্মান দান
লেখার গতি বাড়ুক তাদের
তাতেও তারা তৃপ্তি পান।
প্রতি বছর মেধা তালিকায়
শীর্ষস্থানে থাকেন যারা
বিধায়কের প্রশংসাতে
উৎসাহ পান আরও তারা
শীতকালে স্টেশন কিংবা
পথেই যারা থাকে
কষ্ট তাদের লাঘব করতে
কম্বলে গা ঢাকে।
এত দিকের চিন্তা তিনি
মাথায় পুষে রাখেন
দুঃস্থ পীড়িত মানুষগুলো
অভাব ভুলে থাকেন।
এমন বহুমুখী দানে
মোহিতদাকে সবাই মানে।
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাদের
আছেন তিনি মনে প্রাণে।
নিষ্কলঙ্ক,স্বচ্ছ বলেই
রাজ্যে সবাই তাকে মানে।

সার্থক পৌরপতি

পৌরপতি মোহিতবাবু দারুণ নিষ্ঠাবান
পরিচ্ছন্ন পৌরসভা তাঁরই অবদান।
রায়গঞ্জই সেরার খেতাব জিতবে বার বার
সবাই জানে কার কৃতিত্ব, কে এর রূপকার।
রাজ্যে বহু পুরসভা দেখুন ঘুরে ঘুরে
রায়গঞ্জই সেরার সেরা বলবে একই সুরে।
যেখানে সবার শেষ যাত্রা, শ্মশান বলি যাকে
সেটার দিকে মোহিতবাবু নজর সদাই রাখে।
নিকাশি আর পানীয় জল রাখেন টল-টল
রাতের রাস্তা দেখুন ঘুবে, আলোক ঝলমল।
রাজনীতির রং সরিয়ে রেখে মোহিত দাকেই চাই
সমস্যাতে পড়লে কেউ তাকেই কাছে পাই।
জন্ম-মৃত্যু প্রমাণপত্র পাবেন তাড়াতাড়ি
কারও মারফত যাবেন না কেউ, যাবেন সরাসরি।
রাজ্য সেরা পৌরনিগম রায়গঞ্জেই হবে
স্বীকার করতে বাধ্য হন বিরোধীরা সবে।
কাউন্সিলার সবাই যেন সহ যোদ্ধা তার
এদের কাছে পেলে পরে চিন্তা তো নেই আর।
কেউ যদি অসুস্থ হন কিংবা মারা যান
তৎক্ষণাৎ কাউন্সিলার সেবা করেন দান।
প্রাপ্য সেবা পেতে হলে কেন পাবেন ভয়
ভায়া মারফত করেন যারা দেরি তাদের হয়।
পৌর পরিসেবা যদি সঠিক পেতে চাই
রায়গঞ্জে মোহিতবাবুর বিকল্প কেউ নাই।

নাট্যসুধা সুধাংশু দে

দীর্ঘ জীবন নাট্যসুধা
পান করেছ তুমি
সুধা নামের সার্থকতা
খুঁজে পেলাম আমি।
বহু ঘুরে নাটক করে
ষাটের দশক ধরে
'ছন্দম'কে স্থায়ী করেছ
নিজ অন্তপুরে।
বাড়ির কাছে মঞ্চ গড়ে
পুরলে মনের আশা
অকালে গেলে পরপারে
ফেলে সব প্রত্যাশা।
ফেরারি ফৌজ, শাস্তি
এবং ফুলমোতিয়ার মতো
নাটক করে নাম করেছ
মুগ্ধ শত শত।
পদ্য-গদ্য প্রবন্ধ আর
দহন অভিনয
দর্শকদের মন ভরেছ
তোমার হয়েছে জয়।

ছন্দমের অর্ধশত
বর্ষ করলে পার
তার পরই তো ভাঙল স্বাস্থ্য
সুখ পেলেনা আর।
চোখটা তোমায় সাথ দিল না
ক্ষীণ করেছে আলো
তবুও তোমার শেষ নাটকে
আশার প্রদীপ জ্বালো
কাল প্রধানমন্ত্রী আসছে
তোমার শেষের নাটকখানি
নাট্য সুধা মঞ্চজুড়ে
থাকবে বেঁচে জানি।
দুইটি নাটক হিন্দি ভাষায়
ফুলমোতিয়া, দহন
বাঙালি হয়ে হিন্দির ভার
কেমন করে করলে বহন।
তাইতো তুমি নটসূর্য
থাকবে মধ্য গগনে
অভিনয় যারা দেখেছে তোমার
মুগ্ধ হয়েছে মগনে।

২০/০৭/২০২০
লকডাউন অবকাশে

জয়ী জয়ন্ত,নেই অন্ত

বসন্ত উৎসবের মাথয়
কে পরালো আজ?
কোন মাত্রায় পৌঁছে দিলেন
ডাঃ জয়ন্ত ভটচাজ!
চার দশক আগে আসে
আইডিয়াটা তার
সময়তো তাঁর নেই যে মোটে
পেষাতে ডাক্তার।
জনপ্রিয়তা এ উৎসবের
বাড়ছে কালে কালে
আবির রাঙা রায়গঞ্জ আজ
নাচছে ফাগের তালে।
ডাক্তাববাবু ভাবেননি তো
প্রথম দিন এর ফল
এতদূর গড়িয়ে যাবে
ফাগুয়ার এই জল।
রবীন্দ্রময় করে তোলেন
করোনেশন প্রাঙ্গণে
ক্ষণিকের তরে মনে হয় যেন
আছি শান্তিনিকেতনে।

ছন্দের কারণে ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য কে
ডাঃ জয়ন্ত ভরচাজ করা হলো।

এই উৎসবের তীর যে আবার
এত দূরে যাবে
রায়গঞ্জ তা ভাবে নি তো
কোনও দিনই আগে।
এ উৎসবের জনক তোমায়
মনে রাখবে শহর
দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবে
এ উৎসবের বহর।
বাসন্তী রং শাড়ি পরে
খোঁপায় পলাশ ফুলে
সব বয়সের ভাই বোনেরা
নাচছে দুলে দুলে।
বসন্ত গান কি কলতান
কবির ছোঁয়া পায়
এই উৎসব শতবর্ষে
পৌঁছে যেন যায়।
এই কামনা করছি আমি
অর্ধেন্দু রায়।

২০/০৭/২০২০
লকডাউন অবকাশে
এই ছড়াটা মনে আসে।

তুহিন বাবুর মনের খেলা
প্রতি বছর বইমেলা

বই বই বই বই প্রিয় তাঁর
সাহিত্য রস ঠাসা
বলছি পরে নামটা আমি
ছড়াও লেখেন খাসা।
বেড়াল খুবই ভালোবাসেন
বেড়ালই তাঁর প্রিয়
বেড়াল নিয়ে ছড়া লিখে
হলেন জনপ্রিয়।
প্রতি বছর করোনেশনে
করেন বই- এর মেলা
সাত দিন বেশ জমে ওঠে
প্রতি সন্ধেবেলা।
এই মেলাতে প্রথম প্রকাশ
অনেক কবির বই
তুহিন চন্দ আয়োজক তার
সবাই তৃপ্ত হই।
নামজাদা সব প্রকাশনী
তাঁর টানেতেই আসে
ব্যাবসা তেমন না হলেও
আসতে ভালোবাসে।
আঁকা, ছড়া, গল্পে ভরা
নানান স্বাদের বই
ক্রয় করি মজাও করি
আর করি হই চই।
সাংস্কৃতিক মঞ্চে রোজই
চলে নাচ, গান
এই মেলাটা সবার প্রিয়
তুহিনবাবুর জান।

০৮/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

মাননীয় অবসর প্রাপ্তশিক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস
রায়গঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন (উঃ মাঃ)

নারায়ণবাবু সু- শিক্ষক
শ্রদ্ধার পাত্র
আজীবন গড়ে তোলে
শত শত ছাত্র।
আমার অতি কাছের মানুষ
শ্রীনারায়ণ দাস
সুখে, দুখে মিলে মিশে
কাটে বারো মাস।
কারো কাজে আহত হলে
শোধ তার নেন না
একই ভুল করে তিনি
প্রতিশোধ চান না।
দীর্ঘ জীবন কাটে
শিক্ষা দান করে
অবসর বিনোদনে
আজ বসে ঘরে।
সমাজের ভালো মন্দ
খোঁজ তিনি রাখে
ভগবান চিরদিন
সুখ দিও তাঁকে ।
কখনো বিপদে পড়ে
তাঁর কাছে ছুটে যাই
সমাধান করে দেন
কথা বলে সুখ পাই।
এক দিন সব ফেলে
চলে যেতে হবে
রেষারেষি হানাহানি
করি কেন তবে।
নারায়ণদা বলে প্রায়ই
ভালো কাজ করে যাও
আপামর জনতার
ভালোবাসা কেড়ে যাও।
সঙ্গে এটাই যাবে
আর কিছু যাবে না
টাকাকড়ি টানলেও
মান্যতা পাবে না।

সহশিক্ষক মাননীয় ডঃ উত্তম মিত্র
রায়গঞ্জ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন (উঃ মাঃ)

উত্তম স্যার রামকৃষ্ণ স্কুলে
ছাত্রদরদি প্রাণ
ছাত্ররা বিপদকালে
তাঁকেই কাছে চান।
যদি কোনো ছাত্র ভালো কাজ করে
এগিয়ে যেতে চায়
অর্থ দিয়ে সাহস দিয়ে
আনন্দ সে পায়।
ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক
হারিয়ে যাচ্ছে আজ
ভালো ছাত্র তৈরি করা
শিক্ষকেরই কাজ।
এই কথাটা মাথায় রেখে
সচেষ্ট হন তিনি
ছাত্রদরদি শিক্ষকরূপে
তাইতো তাঁকে চিনি।
অভাবী কোন ছাত্র যদি
ভালো রেজাল্ট করে
বই-পুস্তক অর্থ দানে
উৎসাহ দেন তারে।
রায়গঞ্জের কোনো স্কুলে
কারও প্রয়াণ হলে
অশ্রুসজল চোখেই তিনি
যাবেই অকুস্থলে।
সহকর্মী কিংবা কোন
পরিচিত লোক
ছুটে গিয়ে লাঘব করেন
পারিবারিক শোক ।
শ্রদ্ধা জানান, শোক সামলান
গড়িয়ে আনেন ছবি
প্রথম থেকেই দেখছি তাঁকে
এ যেন তাঁর হবি।

কারো প্রয়াণে ব্যথিত হয়ে
সেবা করেন দান
পরিবারের পাশে থেকে
তাকে দেন সম্মান।
রসায়নের গবেষক তিনি
তাঁর কাছে আমি তুচ্ছ
যে সম্মানে দেখেন আমায়
নেচে ওঠে যেন পুচ্ছ।
শম্ভু নামেও পরিচিত সে
বাস্তবে ডঃ মিত্র
আমার জানা আচরণ তাঁর
ছড়ায় আঁকি সে চিত্র।

২৫/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

গ্লানি

বিপুল বিপুল মহান বিপুল
সংবর্ধিত হচ্ছে আজ
সবাই মিলে বলছি যখন
করে গেছেন ভালোই কাজ।
সবই তাঁর ছিল ভালো
আছে ভালো, হবেও ভালো,
আমার কিন্তু এসব কথায়
মন হয়ে যায় ভীষণ কালো
আমার একটা কথা আছে
ছোট বড় সবার কাছে
তবে কেন পারলাম না
তার যাওয়া এড়াতে
সবাই তখন এক হয়েছি
এখান থেকে তাড়াতে।
মাসে মাসে মিটিং ডেকে
মান করেছি ধ্বংস
দুঃখ আমার ওই মিটিং- এ
নিয়েছিলাম অংশ।
হে শিক্ষক, এই বয়সে
উঠে গেছে শীর্ষে
তাইতো বোধহয় তোমার জয়ে
ভুগছি সবাই ঈর্ষে।
যা হবার তা গেছে হয়ে
সবই গেছি মনে সয়ে।
নিজ গুণে ক্ষমা করে
দিলে তুমি শিক্ষা
বিপদকালে সহ্য করার
পেলাম দারুণ দীক্ষা
ধূপের সম তুল্য তুমি
সু-বাস দিয়েছ পুড়ে
অনেক দূরে গেলেও তুমি
যাওনি মনের দূরে।

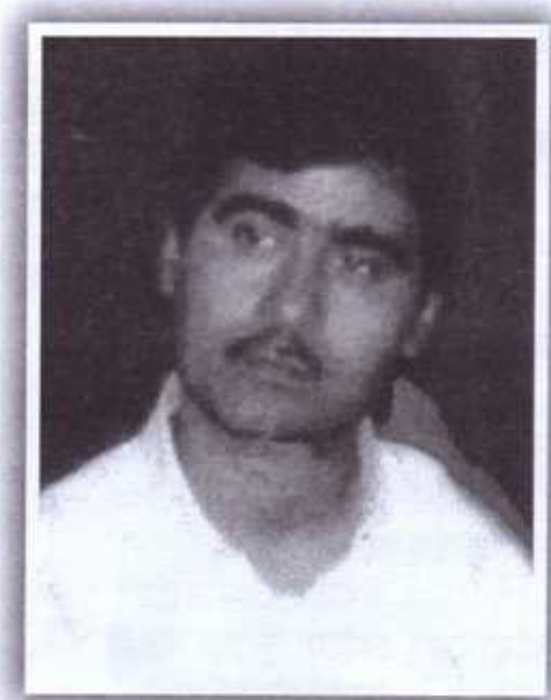

দেবীনগর গয়ালাল রামহরি উচ্চ বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী জীমূত ঝা-এর বিদায়বেলা

জীমূতবাবুর চাকরি জীবন
সাঙ্গ হল আজ
এক হয়েছি সবাই মিলে
ফেলে সকল কাজ।
বিদাযবেলায় জানাই সবাই
প্রণাম শতবার
তোমার মতো মানুষ যেন
আসে বারংবার।
ঘণ্টা ধরে হয় না পড়া
বুঝতে তুমি বেশ
ঘণ্টা পড়ে গেলেও তোমার
বোঝানো হয় না শেষ।
সরল ভাষায় সহজ করে
কঠিন করেছ তরল
শিক্ষক তো আছেন অনেক
তোমার মতো বিরল।
হে গুণী জন শ্রদ্ধেয় তুমি
দীর্ঘ জীবন পেয়ো
বাকি জীবন কাটুক সুখে
প্রার্থনা করি এও।

শ্রদ্ধাবনত শিক্ষাকর্মী বৃন্দ
ও ছাত্ররা/শিক্ষক/শিক্ষিকা

দীপুবাবুর আজকাল-উপশম

জিরো থেকে বুদ্ধি বলে
হীরো হওয়া চলে
রায়গঞ্জবাসী সে কথাটা
একবাক্যে বলে।
সৎ ব্যবসায়ী তিনি অনন্য
ব্যাবসা ক্ষেত্রে অতীব ধন্য।
দীপুদাকে সবাই জানে
তাঁর নিরপেক্ষতা সবাই মানে।
আজকাল আর শুধু নয় তাঁর
রায়গঞ্জের সব জনতার।
শূন্য থেকে কেমন করে
গড়েন প্রতিষ্ঠান
বহু কর্মীর জীবন বাঁচে
উন্নীত হয় মান।
ঠাকুর, মা, স্বামীজির স্নেহ ধন্য
সেবায় ব্রতী সবার জন্য।

দান, ধ্যান আর সেবা করে
জীবন চলছে তাঁর
আশীর্বাদী হাত মাথাতে
ভবতারিণী মার।
সকলকে সেবা করে
দীর্ঘজীবী হোক
সেটাই সবাই চায় জানি আমি
রায়গঞ্জের লোক।
মানব সেবায় গড়েন তিনি
চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
রোগ মুক্ত বহুমানুষ
গায় তার গুনগান।
কর্মীদের পাশে তিনি
নিবেদিত প্রাণ
দীর্ঘস্থায়ী হোক আজকাল
উপশম তাঁর দান।

০৬/০৮/২০২০
লকডাউন অবকাশে

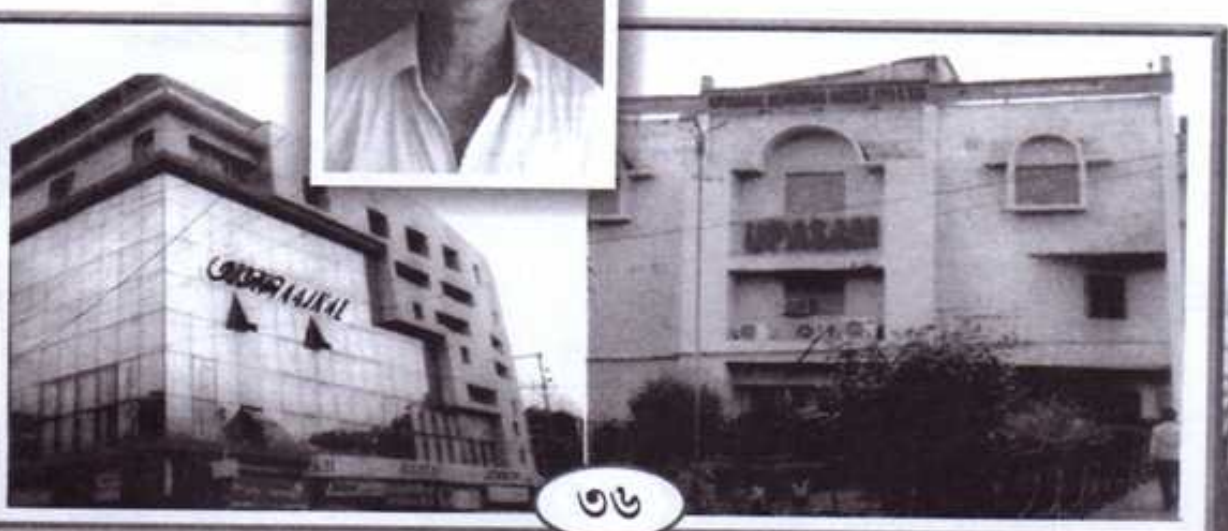

অজন্তার কচিকাঁচা

কচিকাঁচা সবার প্রিয়
অজন্তারও তাই
বললো আমায় একদিন এসে
প্লে-স্কুল খুলতে চাই।
ছেলেমেয়ে একা রেখে
অফিস যে মা করে
ক্রেশও একটা খোলার ইচ্ছা
সেই মায়েদের তরে।
২০১১ সনের ১লা এপ্রিল
সাড়ম্বরে খোলা হল
প্লে-স্কুলের ওই গ্রীল।
১০টা কচিকাঁচা থেকে
১০০ হল পার
নিজ চোখে দেখেছি আমি
ধৈর্য অজন্তার।
নীশিথ আগ্রহে অজন্তা তাই
চালায় প্রতিষ্ঠান
দিনে দিনে অগ্রগতি
উন্নীত হয় মান।

দিদি নং ওয়ানে গিয়ে সে
করে শহরের গুনগান
আরও একবার সম্মানিত
রায়গঞ্জের মান।
প্রতি বছর কচি-কাঁচাদের
নাচ, গান, অভিনয়
দর্শক আর অভিভাবকের
মন করেছে জয়।
সদা সর্বদা থাকবো আমি
কচি-কাঁচাদের পাশে
যদ্দিন বেঁচে থাকবো আমি
থাকবো ওদের কাছে।
শৃঙ্খলা আর সেবা দানে
স্কুলটা যেন চলে
ছড়াটা আমি শেষ করছি
এই কথাটা বলে।

০৪/০৮/২০২০
লকডাউন অবকাশে

প্রাণপুরুষ

বীরনগরের প্রাণপুরুষ সন্দীপ বিশ্বাস
তাঁকে কাছে পেলে ফেলি স্বস্তির নিঃশ্বাস।
দেখা হলে হাত তুলে হাসি মুখে সারা দেন
যত থাক ব্যস্ত তবু তিনি খোঁজ নেন।
অসুস্থ হলে কেউ রাত দুটো-তিনটা
হাজির হয়েই বলে দেন নেই কোনো চিন্তা।
মনে হয় এসে গেছে ঠিক কোন দেবদূত
সমাধান করে দেন লাগে খুব অদ্ভুত।
সঙ্গে আসেন তাঁর কর্মঠ ছেলেরা
হোক না ছোঁয়াচে তা করোনা বা কলেরা।
যদি কেউ মারা যান শব গাড়ি পৌঁছান
শোককে আড়াল করে শুরু করে সেবা দান।
দাহ থেকে শুরু করে পারলৌকিক ক্রিয়া
সমস্ত খবর রাখে তাদের বাড়িতে গিয়া।
রাজনীতি বাদ দিয়ে বিপদ হলে কারো
সেবা দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন আরও।
সবার তিনি শ্রদ্ধা পান,পান ভালেবাসা
সাধ্যমতো পূরণ করে সবার প্রত্যাশা।
সুস্থ থেকে তিনি যেন দীর্ঘ জীবন পান
রাখবে মনে শহরবাসী তাঁর অবদান।

১৪/০৪/২০২০
(১লা বৈশাখ)

শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ
লকডাউন অবকাশে

জনদরদি কাছের মানুষ
(মন্থাদা)

আমার ছিলেন কাছের মানুষ
সহকর্মী শ্রী রায়
বিলম্বে হলেও রায়গঞ্জ তাকে
উপ-পৌরপতি পায়।
খেলা ধুলা, শিক্ষকতা
শিক্ষা, মাঠে মন
জনপ্রিয়তার শীর্ষে তবু
সবাই আপনজন।
রাজনীতিতে দক্ষ ছিলেন
জনদরদিও তিনি
সর্বদা লোক থাকতো ঘিরে
এ ছিল প্রতিদিনই।
ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগ
আর প্রাতঃভ্রমণ করে
তখন থেকেই লোক জন তার
পেছন পেছন ঘোরে।
যার যা চাওয়ার ছিল তার কাছে
নিরাশ করেন নাই
তার সান্নিধ্যে থাকার জন্য
এটা দেখতে পাই।
শিশু সদনের অনাথেরা
মন্থা স্যারকে চায়
সু-দীর্ঘ কাল ওই শিশুরা তার
আদর যত্ন পায়।
সারা জীবন ধরেই তিনি
কংগ্রেস করে যান
যে কোনো পার্টি ভালোবেসে তারে
দিয়েছেন সম্মান।
সেবা ক্ষেত্রে ডান-বাম তিনি
বিচার করেন নাই
সেই ক্ষেত্রে পক্ষপাত দোষ
কেউ কি দেখতে পাই!

২০০৯ পাঁচ সেপ্টেম্বর
শিক্ষক দিবসেও ছিলেন
ছয় সেপ্টেম্বর নিয়তি তার
ভোরেই প্রাণটা নিলেন।
মধুমেহ রোগের ফলে
অকালেই তিনি গেলেন চলে
খবর ছড়ালে সাত সকালে
হাসপাতালে ভিড়
এমন খবর শুনতে পেয়ে
কেউ থাকেনি স্থির।
এমন বিদায় শেষ যাত্রায়
কম মানুষই পান
সুব্রত রায় পেলেন সেদিন
সহস্র সম্মান।

তপস্যী তাপস

বহু দিনের তপস্যাতে হয়েছিলে তাপস
অন্যায়কে কোনোদিনই করোনি তো আপস।
ছেলেবেলার দিনগুলো মনে যখন আসে
আজও ভাবি তুমি যেন আছো আশে পাশে।
পরিশ্রম আর মনের জোরে প্রতিষ্ঠিত হলে
অকাল মরণ করলে বরণ, নিয়তির ছলে।
যুদ্ধ করে রোগের সাথে শেষটা গেলে হেরে
কেউ তোমার বলিষ্ঠতা পারেনি নিতে কেড়ে।
চিকিৎসার প্রয়োজনে অঙ্গ করেছ দান
মরোণোত্তর কালেও তুমি বাড়িয়েছ মান।
পরিবারকে যাওনি ফেলে অতল গভীর জলে
জন্ম দিয়েছ শান্ত- সৌম্য হীরের টুকরো ছেলে।
আশা সবার পুত্র তোমার প্রতিষ্ঠিত হোক
কামনা করি হয়ে উঠুক গণ্যমান্য লোক।
ডাক্তার হয়ে জানে যেন তোমার রোগের কারণ
অঙ্গদানের কথা সেদিন করবে সবাই স্মরণ।
সাংগঠনিক শক্তি পেতেই "বন্দেমাতরম্" বলেই
মনে থাকবে চিরদিনই সম্মেলন হলেই।
জন্মালে মৃত্যু হয়, সবাই সেটা জানে
কেউ জানে না কার যে কখন অকাল মরণ টানে।

বন্ধু তোমার অবিনশ্বর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বাল্যবন্ধু অর্ধেন্দু রায়।
১৭/০৩/২০১৫

মৃত্যু-০২/০৩/২০১৫

পবিত্র ফোরাম
(কালচারাল ফোরাম)

কালচারাল ফোরাম আর
অচেনা নয় আর
দেখতে দেখতে
বহু বছর পেরিয়ে গেছে তার।
প্রতিবারই শিশুদিবসে
প্রোগ্রাম সে করে
নেহেরুজির জন্মদিনে
বকুলতলা মোড়ে।
পবিত্র চন্দ আন্তরিকতায়
যাচ্ছে একে টেনে
নব তারকার প্রতিষ্ঠা দেন,
চয়ন করে এনে।
কালীবাড়ির আল্পনা কুণ্ডু
তৈরি তার জন্য
আবৃত্তি, নাচ, অ্যাংকারিং এ
পরিচিতি তার ধন্য।
বিবেকানন্দ, রবিঠাকুরের
জন্মদিন এলে
শহরটাকে মাতিয়ে রাখেন
অন্তরটা ঢেলে।
অনুষ্ঠান আর প্রভাত ফেরি
আয়োজকদের হয় না দেরি।

সমারোহে স্টেডিয়ামে
প্রজাতন্ত্র দিবস
উন্মাদনায় দর্শকেরা
দেখেন হয়ে বিবশ।
ক্যুইজও আজ জনপ্রিয়
তার চেষ্টার ফলে
কিশোর, যুবা সেই কথাটা
একবাক্যে বলে।
সুজিত রায়ের সংস্কৃতিকে
বহন করেন তিনি
রায়গঞ্জের সংস্কৃতিবান
সবাই তাকে চিনি।
মহারথী তোমার ফোরাম
দীর্ঘস্থায়ী হোক
তোমার কৃত কর্ম দেখে
আনন্দে থাক লোক।
শহরের এই ঐতিহ্য
এগিয়ে নিয়ে যাও
দেখতে পাবে সাধারণের
শ্রদ্ধা কেমন পাও।

২১/০৮/২০২০
লকডাউন অবকাশে

করুণাময়ী মা

মা শব্দটা ঝংকার দেয়
সবার মনে প্রাণে
মা-ই শুধু সন্তানদের
সুস্থ রাখতে জানে।
পথের পাশে আর্ত পীড়িত
বেঁচে আছেন বহুলোক
স্নেহের পরশ দিয়ে মাতা
চাইতেন সব সুস্থ হোক।
সংকল্প করেছিলেন
মা টেরিজা এমনটাই
এগিয়ে যান এদের কাছে
যাদের কোনো সাধ্য নাই।
পচা গলা কুষ্ঠ রোগী
পথের পাশেই থাকেন যারা
বিশ্বমায়ের প্রতিষ্ঠানে
স্থান পেয়েছেন তারা।
পীড়িত-নিপীড়িত যারা
থাকেন পথের ধারে
তুলে এনে সেবা দিয়ে
বাঁচিয়ে তোলেন তারে।
অলৌকিক সব কার্যকলাপ
করে গেছেন মাতা
আবাল-বৃদ্ধ বনিতাদের
মাথায় ধরে ছাতা।
বিশ্বজোড়া ছড়িয়ে আছে
মায়ের প্রতিষ্ঠান
সুস্থ হয়ে কর্ম করে
বেঁচে আছে প্রাণ।

বাংলা তথা বিশ্বজোড়া
চলছে খুশির গান
মা টেরিজার প্রাপ্য ছিল
'সন্তর' সম্মান।

বিজ্ঞানকে হার মানালো
অলৌকিক সব কাজ
মরণোত্তর এই খেতাবে
বিশ্ব মেতেছে আজ।

০২/০৯/২০১৬

দেশ বরণ্যের প্রতি শ্রদ্ধার্পণ

বিদ্যাসাগর সংখ্যা শেখেন
মাইল স্টোন দেখে
বর্ণপরিচয়,শিশু শিক্ষায়
খ্যাতি গেলেন রেখে।
মাইকেল মধুসূদন সনেট লিখে
বিলেত ছেড়ে ফিরে দেশে
বঙ্গ ভাণ্ডারে রত্ন পেয়ে
তৃপ্ত হলেন শেষে।
শ্রীরামকৃষ্ণ কালী নামেই
পাগল দক্ষিণেশ্বরে
গিরিশ ঘোষের নাটক দেখে
অচৈতন্য ষ্টারে।
শিকাগো ধর্ম মহাসভায়
বক্তৃতা না দিলে
বিবেকানন্দ হতে পারতেন?
বাংলার সেই বিলে!
রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেলেন
গীতাঞ্জলি লিখে
বিশ্বকবি বাংলার মান
ছড়ান দিকে দিকে।
একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান
দুই বাংলার সেতু বন্ধন
নজরুলের এই গান।

পূর্ণিমার চাঁদ যেন
ঝলসানো রুটি
কবি সুকান্ত বলে গেছেন
সত্য কথাটি।
রাণারের জীবন কাটে
দুঃখ ব্যথাতে
জানিয়ে গেছেন তিনি
তাঁরই লেখাতে।
একবার বিদায় দে মা
ঘুরে আসি বলে
ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়ি
পরেছিলেন গলে।
আমি দেব স্বাধীনতা
তোমরা রক্ত দিও
নেতাজীর সেই ব্যথা
আজও স্মরণীয়।
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা
আমার জন্মভূমি
ডি.এল. রায় এই গানে
আজও বেঁচে তুমি।
ছড়ায় আমি শ্রদ্ধা জানাই
হে প্রাতস্মরণীয়
পারলে তোমরা হে বাংলায়
জন্ম আবার নিও।

১৫/০৮/২০০০

রক্তে ঝরা স্বাধীনতা

বণিকের মানদণ্ড
রাজদণ্ডে শেষে
ভারতবর্ষ গ্রাস করলো
ব্রিটিশেরা এসে
ভাবলো তারা এদেশটাকে
করবে ছারখার
ভারতবসীর এ অত্যাচার
সহ্য হল না আর।
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতে
যে যেখানে আছে
মাথা নত করেনি কেউ
ইংরেজদের কাছে।
পাঞ্জাব ও এর শামিল হলো
ভাবলো আমার দেশ
সবাই রুখে না দাঁড়ালে
করবে ওরা শেষ।
হিন্দু মুসলিম গর্জে ওঠে
ঐক্যবদ্ধ হয়ে
দেশ ভক্তি দেখে ব্রিটিশ
কাবু হলেন ভয়ে।

স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য
বিপ্লবীদের দল
মৃত্যু বরণ করে তারা
দেখিয়ে দিলেন বল।
ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে ভাবে
এবার পাবেই ভয়
অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের
ঠেকান সহজ নয়।
একের এক শহিদ হলেন
ভারতবর্ষ জুড়ে
শত বিপ্লবী জন্ম নিলেন
ভারতের ঘরে ঘরে।
অত্যাচারিত হয়েছি আমরা
দুশো বছর ধরে
ছিনিয়ে আনা স্বাধীনতা এই
অনেক রক্ত ঝরে।

১৪/০৮/২০১৪

"যাহারা আপনার দেশকে সকলের চেয়ে বড় মনে করে তাহাদের আশীর্বাদ করি।"

- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শুভ বিজয়া

প্রতি বছর শুভ বিজয়া
ঘুরে ফিরে আসে
তবুও মন ভারাক্রান্ত
অজানা কোন ত্রাসে।
গত বারই ছিলেন যিনি
এবার সে আর নাই
মিলন মেলায় তাদের স্মরণ
মনে আসে তাই।
অকাল মরণ যায় না মানা
তবুও মানতে বাধ্য হই
সবাই থাকে আতঙ্কিত
ডাক এলো বুঝি ওই।
এখন আছি বেঁচে, কখন
প্রাণটা নেবে কেড়ে
কে যে কখন যাবো চলে
এই দুনিয়া ছেড়ে।
মরি বাঁচি ভাববো না আর
যা হবার তা হবে
আনন্দে সব উঠবো মেতে
উৎসবে উৎসবে।
আলিঙ্গনে, মিষ্টি মুখ
প্রণাম, ভালোবাসা
সবাই যেন সুস্থ থাকে
এটাই সবার আশা।

২২/১০/২০০১

বাবা মায়ের রাগ ও স্নেহ

মা বাবারা ছেলের উপর
করেন যখন গোঁসা
বলে কিচ্ছু হবে না তোর দ্বারা
শুধুই হাতি পোষা।
রাগ কমে যায় যখন
তখন হীরের টুকরো ছেলে
সব বাবা-মা মাঝেমধ্যে
সন্তানদের বলে।
হাতি না হীরে তখন ছেলে
বুঝতে পারে না যে
রাগলে হাতি, হাঁদা, গাধা,
হতচ্ছাড়া, বাজে
রাগ কমলে ওই ছেলেটা
হীরে,মানিক, রতন
মা হেসে কন কেউ হবে না
আমার ছেলের মতন।
রাগ হলো তো সব বাবা মাই
এমন কথাই বলে
বাবা মায়ের উপর কি তাই
রাগ করলে চলে!

০১/০৫/২০২০

দশের লাঠি, একের বোঝা

এক বৃদ্ধের পাঁচটা ছেলে
ঝগড়াঝাঁটি করে
প্রতিটা দিন গণ্ডগোলে
শান্তিই নেই ঘরে।
এসব দেখে বৃদ্ধ ওদের
কাছে ডেকে বলে,
রোজই যদি এমনটা হয়
কেমন করে চলে?
একটা করে দিচ্ছি লাঠি
ভাঙতে শুরু করো
অনায়াসে ভাঙবে এটা
লাগবে না জোর কারো।

কিন্তু যদি লাঠিগুলো
একত্রিত করো
ভাঙা সেটা সম্ভবই নয়
করে দেখতে পারো।
সবাই তখন বুঝতে পারে
বাবার যুক্তি খাঁটি
সেদিন থেকে মিটে গেল
তাদের ঝগড়াঝাঁটি।
আগের মতো থাকতো যদি
বিপদ আসতো সবার
তাইতো সবাই মেনে নিল
সত্যি কথা বাবার।

১৮/০৭/২০২০

লকডাউন অবকাশে

অকৃতজ্ঞ বাঘ উপকারীকে করলো রাগ

বাঘ বাবাজির মাংস খেতে
ফুটলো গলায় হাড়
বের করার চেষ্টা করেও
ফল হলনা তার।
এমন সময় দেখতে পেল
সারস নদীর ধারে
বাঘ ভাবলো সারসই তো
কাঁটা তুলতে পারে।
সারসটাকে ডেকে কাছে
বললো সারস ভাই
গলায় একটা হাড় আটকে
শান্তি আমার নাই।
তোমার লম্বা ঠোঁট দিয়ে
হাড়টা তুলে দাও
তার বদলে আমার কাছে
যা নেবে তা নাও।

লোভের বশে হাড়টা গলার
ঠোঁট দিয়ে সে তোলে
বাঘভায়া আরাম পেয়ে
প্রতিশ্রুতি ভোলে।
সারস বলে বাঘমামা
পাওনাটা তো দাও
বাঘ বললো কোত্থেকে
সাহস তুমি পাও!
আমার মুখে গলা যখন
দিলে তুমি পুরে
বিপদটা কি পারতো হতে
ভেবেছ চিন্তা করে?
বাঁচতে চাইলে এখান থেকে
দূরে চলে যাও
লোভ তো তোমার ভালোই দেখি
পাওনা আবার চাও!
মনের কষ্টে সারস ভায়া
উড়ে গেল যেই
বাঘ বলে শান্তি পেলাম
যন্ত্রণা আর নেই।

রাখালের মজা বাঘে দেয় সাজা

একটা রাখাল মজার ছলে
মিথ্যা কথা বলে
বাঘ এসেছে বাঁচাও বাঁচাও
আমার গোরুর পালে।
গ্রামবাসী সব লাঠিসোটা
মশাল নিয়ে ধায়
ওদের বোকা বানিয়ে রাখাল
আনন্দ খুব পায়।
বেশ কিছুদিন যাবার পরে
সত্যি এল বাঘ
রাখলের চিৎকারে এবার
সবারই হল রাগ।

ভাবলো সবাই রাখাল বোধহয়
আবার মজা করে
এবার কিন্তু মজা নয় আর
সত্যি বাঘেই ধরে।
এবার কোনো মানুষ ছুটে
এলো না আর তেড়ে
বাঘে অসে ঘাড় এ মটকে খেল
রাখাল গেল মরে।
তাই তো বলি অকারণে
মিথ্যা কথা নয়
মিথ্যা বলে মজা করে
এমন দশাই হয়।

লকডাউন অবকাশে
১৮/০৭/২০২০

কাকের তেষ্টা, মেটার চেষ্টা

হঠাৎ করে কাকবাবাজির
তেষ্টা পেল ভারি
কী করে তেষ্টা মেটায়
গল্প শোন তারই।
রৌদ্র তাপ আর খরার জন্য
জল খুঁজতে হল হন্যে
এদিক ওদিক উড়ে উড়ে
খুঁজছে তাড়াতাড়ি
এমন সময় পড়ে চোখে
ছোট্ট একটা হাঁড়ি
হাঁড়ি দেখে তবু একটু
আশার আলো পেল
হাঁড়ির তলায় একটুখানি
জলও দেখা গেল।
কেমন করে ঠোঁট ঢুকিয়ে
করবে জল পান
ওইদিকে তো তেষ্টাতে ওর
বেরিয়ে গেল জান।
পাশেই ছিল বেশ কিছুটা
টুকরো পাথর দানা
ঠোঁট দিয়ে শুরু করে
পাথরগুলো আনা
পাথরগুলো ফেলার ফলে
নাগাল পেল হাঁড়ির জলে।
যেই না জলে নাগাল পেল
জল পানে তার শান্তি হল।
প্রয়োজনে বুদ্ধি বাড়ে
বোঝা গেল দেখে তারে।

১৯/০৯/১৯৭৬

খরগোশের দম্ভ ভারী
কচ্ছপ দেয় জবাব তারই

খরগোশ আর কচ্ছপের
গল্প সবাই জানি
ইচ্ছে হল গল্পটাকে
ছড়ায় তুলে আনি
খরগোশ বলে কচ্ছপকে
দৌড়ে যদি আমার সাথে
প্রথম হতে পারো-
দশটা স্বর্ণমুদ্রা দেবো
চাইলে দেব আরও।
কচ্ছপ বলে, আমি কি আর
পারবো তোমার সাথে
সকালে দৌড় করলে শুরু
পৌঁছাবো ভোর রাতে।
তবু খরগোশ অহংকারে
ধরতে থাকে বাজি
অনুরোধের বহর দেখে
কচ্ছপ হয় রাজি।
দিন কয়েক যাবার পরে
তৈরি হল দুজন
ওদের দৌড় দেখবে বলে
পশু হল বেশ ক'জন।
শিয়াল ভায়া বিচারক তার
বাজালো যেই বাঁশি
অহংকারী খরগোশটা
হাসলো অট্টহাসি।
মনে মনে ভাবছে শুধু
কচ্ছপ কী বোকা
ওর কাছেই অহংকারী
শেষটা খেল ধোঁকা।

অলসতায় থাকলো বসে
ভাবে, আধা তো হোক পার
ওর সাথে পাল্লা দিতে
চিন্তা কীসের আর।
নানা কথা চিন্তা করে
সময় নষ্ট করে
এই সুযোগে কচ্ছপ ভাই
লক্ষ্যে পৌঁছে পরে।
ছোট ভেবে কোনোদিনই
অবজ্ঞা আর নয়
তাহলে কিন্তু খরগোশের
মতোই হারতে হয়।

০৫/০৩/১৯৭৬

পুষ্পপ্রেমিক সংস্থা নন্দনের স্মৃতিকথা

নন্দনের জন্ম হয়
১৯৮৩ সনে
ধীরে ধীরে বিকশিত
ফুল প্রেমীদের মনে।
প্রথম যেবার করোনেশনে
বসলো ফুলের মেলা
শত শত লোক দেখেছেন
নতুন ফুলের খেলা।
ঁরমেন মোদক , ঁসুমন্ত্র রায়
যখন ফুল বাগান করেন
দর্শকরা আনন্দ পায়
নিজেরাও মন ভরেন।
সকলেই ফুল ভালোবাসি
হয় না তেমন ভালো
জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায়
বাগান করে আলো।
বড় জাতের চন্দ্রমল্লিকা প্রথম
রায় চন্দ্র উদয় আনেন
সদস্যরা সেই কথাটা
সবাই কিন্তু জানেন।
বয়ঃজ্যেষ্ঠ কাকাবাবু
ঁকানাইলাল পাল
ক্যামেলিয়া ফুল করেছেন
সুদীর্ঘকাল।
ঁযুথিকাদি, রানুদিরা
নন্দনে এসে
কষ্ট করে বাগান করেন
ফুলকে ভালোবেসে।
মৃণালকান্তি বিশ্বাস ও
ঁগোপাল বিশ্বাস শ্মশানবাসী
ফুল করে ফুটিয়েছেন
দর্শকদের মুখে হাসি।
নস্করদা ,প্রদীপ সেন প্রথম
'বনসাই' শিল্প এনেছেন
তখন থেকেই বনসাই কী
দর্শকেরা জেনেছেন।

নস্করবাবু দক্ষ ছিলেন
পোষ মানাতেন ফুল
অবষ্টিনেট ভ্যারাইটিতে
চাষে হয়নি ভুল।
প্রদীপ সেনই প্রথম নিলেন
সম্পাদকের ভার
সাংগঠনিক শক্তি এবং
নিষ্ঠা ছিল তাঁর।
আড়াল থেকে সাহায্য দান
করেছেন বার বার
প্রচার বিমুখ স্বনামধন্য
নিমু মজুমদার।
সেই সময় ফুল করতেন
নারায়ণ সরকার
বলেন শরীর সুস্থ রাখতে হলে
ফুল চাষ দরকার।
ঁসান্টুবাবু, পরিতোষ মণ্ডল
ছিলেন ফুলের জাদুকর
ভালো মানের ফুল ফুটিয়ে
আলো করেন নিজের ঘর।
প্রবীর মণ্ডল, ভোলা নন্দী,
বন্ধু বাবুল পাল
পুষ্প চর্চায় মেতে আছেন
সুদীর্ঘকাল।
সবার প্রিয় দীপু ঘোষ
ছিলেন নিষ্ঠাবান
ফুল,ফল, সবজি টবে করে
জুড়িয়ে গেছেন প্রাণ।
ডাঃ বাবলু মিত্র, ঁবাবলু মজুমদার
তাদের হাতের ছোঁয়ায় হত
বাগান চমৎকার।
মালদা থেকে সন্তোষ মল্লিক
এনে দিতেন চারা
নামী, দামি গাছ পেয়ে সব
হতেন আত্মহারা।

চন্দন বক্‌সি মেতে ছিলেন
ক্যাকটাস চাষে
নামী, দামি ক্যাকটাস
ছিল তার কাছে।
প্রদীপ আগরওয়াল ,
প্রদীপ গুপ্তভায়া
মনেপ্রাণে ফুল করেছেন
ফুলেতেই তাদের মায়া।
হারুদা করতেন পরিচ্ছন্ন বাগান
ছাদ ছোট বলে তিনি
কম গাছ লাগান।
ডালিয়া ভালোবাসে
কমলেশ গোস্বামী, রণজিৎ রায়
সাংস্কৃতিক মঞ্চের ভার
রণজিৎ দাই পায়।
দেবু ভট্টাচার্যের অবদান
আজও সবাই মানে
দিলীপ নাগ নিষ্ঠা ভরে
ফুলকে বাগে আনে।
রোগ কাবু, শোকে তাপে
ফুল করেনা আর
সদা হাস্যরসের রাজা
সুভাষ মজুমদার।
লাল, ট্যাম দুইজন
খুবই ভালো ছেলে
মেলাটাকে ওরাই তো
নিয়ে গেছে ঠেলে।
তুষার আর কমলেশ
দুজনেই নন্দী
ভালোবেসে ফুল গাছ
হল তারা বন্দি।
দুঃখিত আমি খুবই
পড়ে যেত বাদ
সবার প্রিয় ফটোগ্রাফার
তরুণ দেবনাথ।

শেষের দিকে ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য
ডাঃ অনুপম সাহা এসে
নন্দনের শ্রীবৃদ্ধি চান
মেলা ভালোবেসে।
জীবন রেখার ডাঃ শান্তনু দাস
সাহায্যের হাত বাড়ান
নন্দনকে ভালোবেসে
পাশে এসে দাঁড়ান।
স্মৃতি কেউ যদি
বাদ পড়ে যান
তাদের কাছে ছড়াকার
ক্ষমা ভিক্ষা চান।
প্রবীণ কিছু ফুল প্রেমিকের
রোষানলের ফলে
হৃদয়ে খুব ব্যথা পেয়ে
বাইরে এলাম চলে।
বাইরে থেকে অনুরোধ
সদস্যদের কাছে
যারা জড়িয়ে ধরে নন্দনকে
বর্তমানে আছে।
এককালে ফুল করতো যারা
সবাই তারা চান
মেলা চলুক শতবর্ষ
বাড়িয়ে ফুলের মান।
বলবো তবু ফুলের মেলা
দীর্ঘজীবী হোক
বছর বছর ফুলের মেলায়
আনন্দে থাক লোক।

২৭/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

যাদের কাছে যা চেয়েছি

মন ভরে তাই পেয়েছি

ছোট্ট স্মৃতি

অর্ণব রায়

দেখ বাইরে কেমন বৃষ্টি হচ্ছে,
কেন যেন পিছনের সব স্মৃতি চেপে ধরেছে
মুখ থুবড়ে পড়েছি

যত পেছনে ফিরছি
মনে পড়ে বেরিয়ে যেতাম
নিষেধ ভাঙার পরে।

কাঁধে ফুটবল, পরণে মাত্র প্যান্ট
কাদা মাখা মাঠে চলত হ্যান্ড টু হ্যান্ড।
বৃষ্টি হলে স্কুলে যাব না, গোমড়া মুখখানি।
খিচুড়িতেই মন ভরতো, লাগতো না বিরিয়ানি।
নিজের হাতে ভাত খাব না, মায়ের হাতেই খাব।
ঘড়ির বাঁধা ছিল না, সে রকম, বাড়ির ছিল বাঁধা
এখান থেকে অতদূর সীমানা ছিল গাঁথা।
বৃষ্টি হলেই জল জমতো, দিতাম জলে ঝাঁপ,
বড়রা সব মাছ ধরতো বিশাল পরিমাপ।
বাজার থেকে আসতো যখন ডিমওয়ালা ইলিশ,
পাঁচ দিন হল মাংস হয়নি। ইলিশই জব্দ করতো
সেই সব নালিশ।

সে সব দিন হারিয়ে ফেলেছি
সবই স্মৃতির ডগায়
"বড় হয়েছি" এ সব তাই ডিপ্রেশনে ভোগায়।

ছন্দ প্রিয় ছড়ার গুরু

কল্লোলদা মাটির মানুষ
মজার মানুষও বটে
কাগজ কলম হাতে পেলেই
দারুণ ছড়া কাটে।
রসিক মানুষ রসের রাজা
সাধু ভাষায় করেন মজা
আমার ছড়ার তিনিই গুরু।
তাঁর আসকাড়াতে ছড়া শুরু।
ছড়া লিখেই দেখাই তাঁকে
যদি কোথাও ভুল থাকে
তিনি ছাড়পত্র করলে দান
আমার ছড়ার বাড়ে মান।
আরও লেখার সাহস পাই
বলেন কোনো চিন্তা নাই।
লিখে যেতে পারো
উৎসাহ দেন আরও।
ছড়ার গুরু আমার তুমি
সদাই তোমার চরণ চুমি।
আ-মৃত্যু আমি যেন
লিখে যেতে পারি
দীর্ঘায়ু আর নীরোগ থেকে
শক্তি জোগাও তারই।

১৩/০৩/২০২০

" আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। "

কামিনী রায়

"সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।"

জীবনানন্দ দাশ

ফুলের গুরু মৃণাল কান্তি বিশ্বাস (সান্টুবাবু)

ফুলের নেশায় ছেলেবেলায়
আমার বাগান গুরু
সান্টুবাবু, সত্যেন ঘোষ
আমার পুষ্প গুরু।
ফুল লাগানো, বাগানের কাজ
তাঁদের কাছেই শেখা
কৃতজ্ঞতা জানাতে তাঁদের
এই ছড়াটা লেখা।
মনে প্রাণে ফুল বাগানে
সময় দিতেন তাঁরা
শিখিয়ে গেছেন গাছ লাগানো
শিখতে গেছেন যারা।
নন্দনকে গঠন করে
ফুলের মেলা শুরু
মেলার দিনেই অন্তিম ঘুম
ঘুমিয়েছিলেন গুরু।
এমন ভাগ্য হয় না কারো
স্যারের হয়েছিল
ফুলের প্রতি ভালোবাসা তাঁর
সেদিন প্রমাণ হল।
ফুলের মেলায় শেষের দিনে
শ্রদ্ধা জানাই সবে
পুষ্পপ্রেমিক এমন মানুষ
আর কি কেউ হবে।

২৪/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

" যে জাতির যত বেশী লোক যত বেশী বই পড়ে সে জাতি যে তত সভ্য এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হবে না।....."

প্রথমনাথ চৌধুরী

মেকাপ গুরু শান্তিগোপাল

যাত্রা শিল্পে দীর্ঘ বছর
কাঁপিয়ে গেছেন যিনি
হিটলার রূপী শান্তিগোপাল
তরুণ অপেরার ইনি।
লেনিন, কার্ল মার্কস, সুভাষ,
বিবেকানন্দ ও ক্রীতদাস
চুটিয়ে করেন অভিনয় তিনি
বাংলার চারপাশ।
সারাভারত ও বাংলাদেশে
যেখানেই তিনি যান
দিকে দিকে তাঁর জয়জয়াকার
বাড়ে যাত্রার মান।
দিকপাল এই যাত্রা শিল্পী
আমার মেকাপ গুরু
তাঁর শিক্ষাতে আধুনিক মেকাপ
হল আমার শুরু।
তিনিই আমার মেকাপ শিল্পে
আগ্রহ দান করে
নিজের মেকাপ নিজেই করেন
আমি দেখি প্রাণ ভরে।

প্রোডাক্টগুলোর নাম কি এবং
কোথায় পাওয়া যাবে
বলে বড়বাজার রবীন্দ্র সরণী
সেখানেই সব পাবে ।
মহবত আলী, দি মেকাপে
সব জিনিসই পাই
সে দিন থেকে মেকাপ করি (১৯৭৬)
আজও ছাড়ি নাই।
রায়গঞ্জেই তাঁর সঙ্গে
প্রথম পরিচয়
সেই সময়েই তিনি আমার
মেকাপ গুরু হয়।
মেকাপ শিল্পে পথের দিশা
তাঁর কাছেতেই পাই
শিখেছি অনেক, গুরু দক্ষিণা
দিতে পারি নাই।

যেদিন তাঁর প্রয়াণ খবর
আসলো আমার কানে
হারালাম এক পরমাত্মীয়
আঘাত লাগলো প্রাণে।

২৪/০৪/২০২০ লক ডাউন অবকাশে

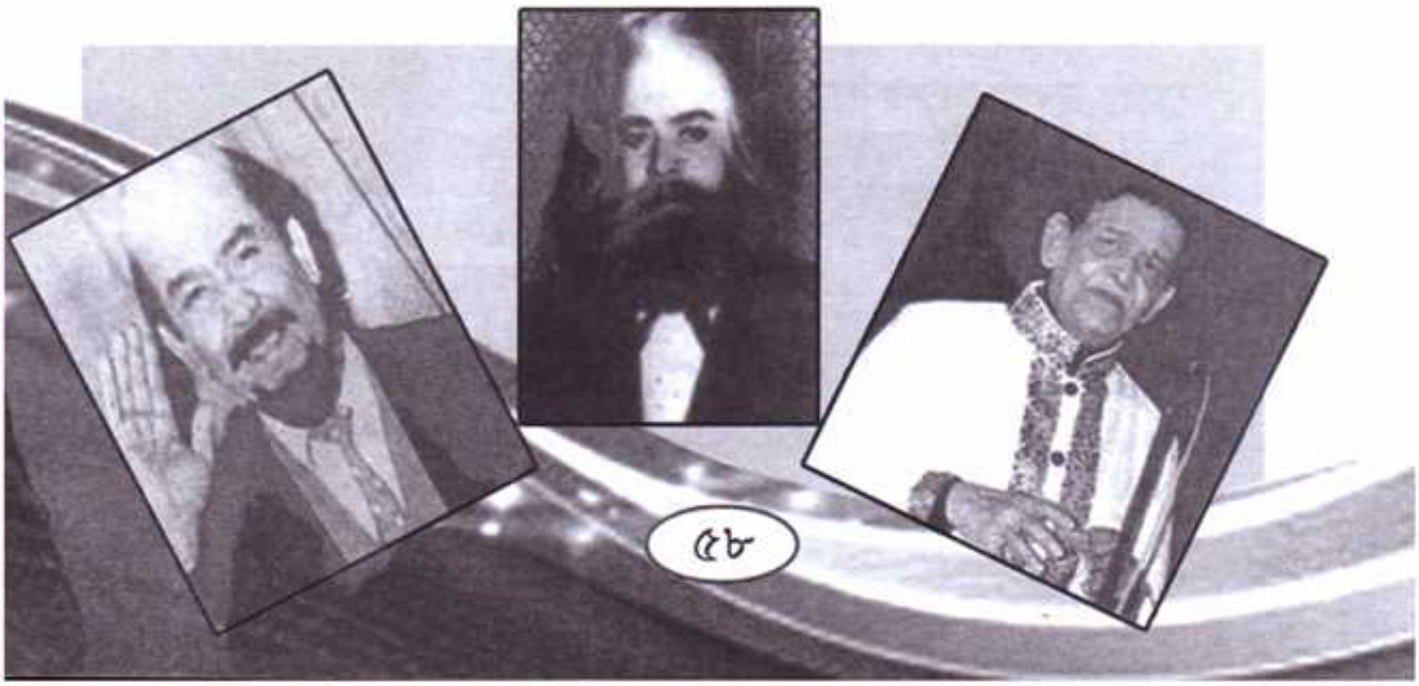

মুছে যাওয়া দিনগুলি

ডাঃ বৃন্দাবন বাগচী আমায়
ডাকতেন স্বভাব কবি
আর বলতেন তুই মনে হয়
ছড়াকারই হবি।
ছড়া যখন আসছে মাথায়
লিখতে শুরু কর
ডাইরি আর এই কলম দিলাম
এটা ছড়ায় ভর।
রবিবারটা কাটত সবার
তাঁর গল্পই শুনে
ডাক্তার হয়েও সাহিত্য জ্ঞান
সংস্কৃতি তার প্রাণে।
তাঁর লেখা বই-এ প্রথম
প্রচ্ছদ এঁকেছিলাম (১৯৭৬)
আড্ডা মেরে খেলার ছলে
সাহিত্য রস পেলাম।
"কবি দাদুর পুতুলগুলি"
নাটক লিখেছিল
ছোটদের সেই নাটকখানা
জনপ্রিয় হলো।
জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনে
প্রথম অভিনয়
সেই নাটকে ছিলাম আমি
লাগছিল খুব ভয়।
আমি সেবার মেকাপ করার
প্রথম সুযোগ পাই
সেই থেকে আর মেকাপ আমার
থেমে থাকে নাই।

ডাক্তার পাখি গেছে উড়ে
শূন্য সে নীড়
নেই যে আর আগের মতো
মানুষজনের ভিড়।
তখন থেকেই লেখা শুরু
খেয়াল খুশির ছড়া
ভালো লাগবে ছড়াগুলি
পায় যদি খুব সাড়া।

লকডাউন অবকাশে ১৪/০৪/২০২০

প্রিয় ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

মাথাতো হয় সব মানুষের
ছোট, বড, সমান
সব মাথারই বুদ্ধি নয় এক
করলে তুমি প্রমাণ।
শব্দ তো হয় লাখো লাখো
ছড়িয়ে চারিপাশে
কার পাশে কে বসলে বোঝ
সবাই মিলে হাসে।
এটা তুমি যেমন বোঝ
আর বোঝে কি কেউ!
তোমার ছড়ায় উপচে পরে
অতল জলের ঢেউ।
হাসি ছড়ায় দক্ষ তুমি
সুকুমারের মতো
তোমার ছড়ায় তৃপ্ত সবাই
পড়ছি যারা যত।
ভবানীবাবু তোমার যদি
ভাবনা কিছু আসে
ছন্দ ছড়ায় মিলিয়ে তাকে
বানাও অনায়াসে।
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
তোমার শব্দ চয়ন
সবার হৃদয় হরণ করে
জুড়ায় সবার নয়ন।
উপেন্দ্র, সুকুমার, সত্যজিতের
লেখা যখন পড়ি
তোমার লেখায় এ তিন রায়ের
কথাই মনে করি।

লকডাউন অবকাশে
২৪/০৪/২০২০

পরপারে প্রভু

পরপারে গিয়েও প্রভু
মরোণোত্তর কালে
যশস্বী তুমি সম্মানিত
লেখা ছিল কপালে।
বিধায়ক মোহিতবাবুর ডাকে
স্মরণসভার ঘর-এ
গুণীজনেরা এসেছিল
শুধুই তোমার তরে।
করোনায় ভীত সব্বাই
তবু এসে তারা ধন্য
কল্লোলিত কল্লোল তুমি
সাধুভাষী অনন্য।
গুণগান আর গুণপনাতে
পেয়েছ উচ্চ আসন
কত বক্তা শ্রদ্ধাবনত
দিলেন কত ভাষণ।
পরপার থেকে শুনেছ কি প্রভু
তাঁদের মধুর বাণী
দেহ নেই তব, রেখে গেছ শুধু
যশের গ্রন্থখানি।
শেষের দিনগুলো ব্যথা, যন্ত্রণা
ভোগ করেছ প্রভু
বিদেহী আত্মা শান্তি পেলে
শোক সামলাবো তবু।

বলে গেছ তুমি, আমি নাকি
তোমার অহংকার
মুদ্রিত বই না দেখেই গেলে
মন ভেঙে চুরমার।
শয়নে, স্বপনে, জাগরণে
তোমায় দেখতে পাই
পরপারে গেলেও তুমি
ভুলতে পারি নাই।

১৩/০৭/২০২০

সদ্য প্রয়াত ঃ-
*কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়
জন্ম-২৫ জানুয়ারি, ১৯৪৫
প্রয়াণ-২৮ জুন, ২০২০
বিধায়ক মাননীয় শ্রীমোহিত সেনগুপ্ত মহাশয়ের আহ্বানে
স্মরণসভা-১২/০৭/২০২০। বিকাল-৩.৩০ মিঃ
স্থান-"গান্ধী ভবন", মোহনবাটী, রায়গঞ্জ

আমার পরিবার

বিশ্বকবি

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশে
জন্ম নিলেন রবি
ছোট থেকেই ছড়া লিখে
হলেন বিশ্বকবি।
কবিতা, নাটক, গল্প লেখেন
আর আঁকেন ছবি
এত গুণে গুণী ছিলেন
ভারত মায়ের রবি।
গান রচনায় তাঁর
জুড়ি পাওয়া ভার
বিজ্ঞান, দর্শনেও
জ্ঞান ছিল তাঁর।
গীতাঞ্জলি লিখে তিনি
নোবেল প্রাইজ পান
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেন
বাংলার সম্মান।
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে
দুঃখ পেয়ে তিনি
নাইট উপাধি ত্যাগ করেছেন
এটা সবাই জানি।
২৫শে বৈশাখ খ্যাত
তাঁর জন্মগ্রহণে
তিরোধান হন তিনি
২২শে শ্রাবণে।

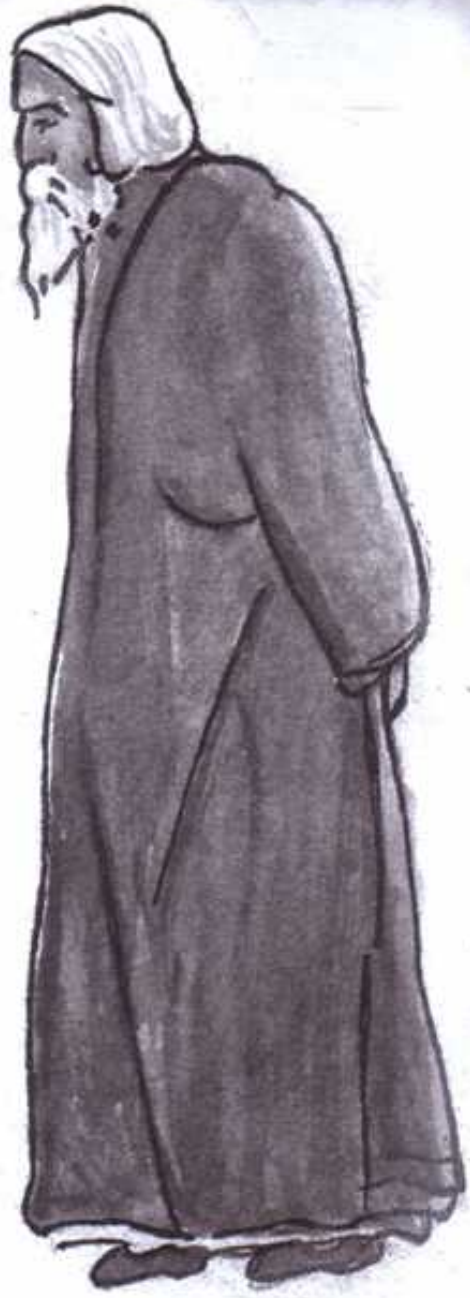

০৬/০৮/২০১৪

"সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন।
ঐ ঐকত্তের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল, সেখানেই নানা ব্যাধির
আকার ধারণ করে দেশকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপসজ্জা

'নন্দন' নামকরণ-১৯৮৩

রূপসজ্জা

রূপসজ্জা

ছোট থেকে আসছি শুনে
যেমন খুশি সাজো
পাড়ায় পাড়ায় কিংবা স্কুলে
হচ্ছে সেটা আজও।
বাচ্চারা সব আমার কাছে
সাজতে যখন বসে
রূপটা নিজের পালটে গেল
দেখেই বেজায় হাসে।
আমারও বেশ ভালো লাগে
রূপ বদলে দিয়ে
সাজা-গোজা হলে ওরা
স্টেজে ওঠে গিয়ে।
ছোট্ট একটা শিশু যখন
বুড়ো হয়ে যায়
মা বাবা আর দর্শকেরা
দারুণ মজা পায়।
গোঁফ, দাড়ি আর পোশাক পরে
আর তো শিশু নয়
সেজে-গুজে দাঁড়ায় যখন
বড়ই মনে হয়।
কেউ আবার টেনেটুনে
সবই খুলে ফেলে
আয়নাতে রূপ দেখে নিজের
ভাসে চোখের জলে।

ছয় কন্যা
সেবায় অনন্যা

কন্যাসন্তান জন্ম যেন
অপরাধ মনে হয়।
প্রথম সন্তান হওয়ার কালে
অধিকাংশের ভয়।
ধারণা সবার প্রথম সন্তান
পুত্র হলে পরে
বংশ রক্ষা হবে এবং
প্রাচুর্যে যাবে ভরে।
আমাদের ভায়েদের
মোট ষষ্ঠ কন্যা আছে
রায় পরিবার ধন্য আমরা
ওই মেয়েদের কাছে।
এরা হল লিখু, সোমা, টুকাই
মুন, রিমা আর চুমকি
ওদের মতো মেয়ে না হলে
শান্তিতে হত ঘুম কি?

এই মেয়েরা কারো কোন
বিপদ হলে পরে
ওরাই সব ঝাঁপিয়ে পড়ে
বিপদ রক্ষা করে।
ওরা সবাই একই মনের
তুলনা তার নাই
আর জনমে যেন ঠাকুর
ওদের আবার পাই।
মেয়েগুলো সবাই যেন
নিবেদিত প্রাণ
হাত বাড়ান থাকেই ওদের
করতে সেবা দান।
সবার প্রিয় আরেক মেয়ে
সে হল মা রিমা
ওরা আমার মেয়ে শুধু নয়
সবার জীবনবীমা।

ফুলের বাগান

ফুলের মেলা দেখে সবার
উৎসাহ খুব লাগে
ভাবেন এবার বাড়িতে তারা
ফুল লাগাবেন আগে।
ফুল ফোটানো সহজ নয়
অনেক নিয়ম জানতে হয়।
হঠাৎ করে লাগিয়ে দিলে
শোভা পায় না টবে
এত সহজ ব্যাপার হলে
ফুল ফোটাত সবে।
ব্যাপার কিছুই নয়
প্রথম প্রথম লাগে ভয়
নিষ্ঠা ভরে লাগালে পরে
থাকবে ওরা বাগান ভরে
ওরা আদর যত্ন চায়
রোদ যেন খুব লাগে গায়
না দিলে জল প্রাণ বাঁচে না
ওরা বর্ষা জল যাচে না।
তখন তুলতে হবে ঘরে
তাড়াহুড়ো করে।
আবার তুলে রাখলে ঘরে
যাবেই ওরা মরে
আবার বাইরে আসবে যখন
শান্তি পাবে তখন।
ওদের কার কী খাবার
জানতে হবে
সঠিক খাবার দিলে ওরা
বাঁচবে তবে।
শুকিয়ে রোদে সারমাটি
ভরতে হবে টবে
জানতে হবে কোন গাছটা
লাগাতে হয় কবে।

লেগে পড়ুন ফুল করুন
পরিচর্যা জেনে
তবেই ফুল দেবেই দারুণ
আনন্দটা এনে।

প্রাণের গাছ

গাছ আমাদের বাঁচিয়ে রাখে
রক্ষা করে প্রাণ
গাছের থেকে ওষুধ পাই
খাবারও করে দান।
প্রকৃতির এই ভারসাম্য
গাছই রক্ষা করে।
গাছ লাগান যত্ন নিয়ে
বাগান ভরে ভরে।
গাছই তো দেয় টক, তেতো, ঝাল
মিষ্টিও দেয় তাঁরা
ধ্বংস কেন করব ওদের
বাঁচিয়ে রাখে যারা।
ফুলের শোভা মুগ্ধ করে
ফল খেয়ে হই ধন্য
পরিবেশ রক্ষা করে
বাঁচায় প্রাণী বন্য।
জেগে থাকি গাছ আছে তাই
ঘুমিয়ে থাকি খাটে
মরেও গাছ কাঠ দিয়ে যায়
থাকি ঠাটে বাটে।
দরজা, জানলা, আসবাব সব
গাছের থেকেই পাই
সকাল থেকেই রাত অবধি
গাছের কাছেই চাই।

খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, পথ্য
পাই যে গাছের কাছে।
তার জন্য আমাদেরও
কিছু করার আছে।
বলছি আবার গাছ লাগাবো
বাঁচতে যদি চাই।
গাছই মূলমন্ত্র
বিকল্প আর নাই।

গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান
একটি গাছ একটি প্রাণ।

০১/০১/১৯৮৫

পাতাবাহার

পাতার বাহার দেখে
মন যেন ভরে যায়
হাজার হাজার পাতা
হাজার রকম হায়।
গাছে গাছে রকমারি
কত পাতা আহারে
ফুলের মতোই শোভা
আছে পাতা বাহারে।
ফুলে আছে রং রূপ
মন কাড়ে গন্ধও
ভালোবাসে না দেখেও
সু-বাসে তার অন্ধও।
পাতা ছাড়া নেই শোভা
কোনো ফুল তোড়াতে
পাতা গোঁজা হয় তাই
আরও শোভা বাড়াতে।

০৫/১২/১৯৮৬

গোলাপ

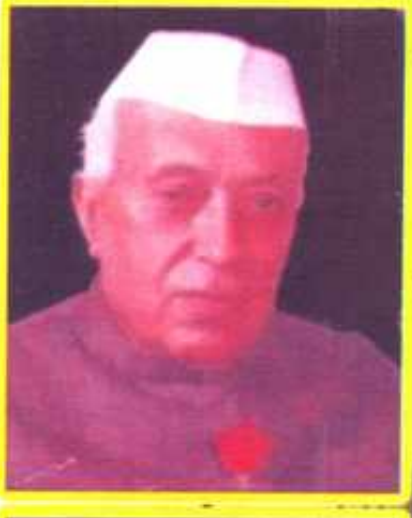

গোলাপ গোলাপ গোলাপ
ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে
জমিয়ে করি আলাপ।
সবাই তোমার গন্ধে রূপে
মুগ্ধ হয়ে যাই
ফুল বাগানে তুমি ছাড়া
কোনো মজা নাই।
নেহেরুজির কোটের বুকে
তুমি পেলে স্থান
খোঁপার কোণে গুঁজলে তোমায়
খোঁপার বাড়ে মান।
রং বেরং- এর বাহার কত
বাগান করো আলো
পুরো ফোটার চাইতে তুমি
আধ ফোটাই ভালো।

০৭/১২/১৯৮৬

গাঁদা

গাঁদা তোমার ডাক নামেতে
সবাই তোমায় চিনি
ইনকা আর ইন্ডিকা নামে
বাজার থেকে কিনি।
ফুল দোকানে ঝুলতে থাকে
সারা বছর ধরে
আসতে আগে শুধু তুমি
শীতের বাগান ভরে।
ইংরাজিতে মেরীগোল্ড
বাংলায় নাম গাঁদা
কমলা, হলুদ রং শুধু নয়
রূপ ধরেছ সাদা।
নানা রূপ আর রং-এর বাহার
তুলনা যে নাই
রক্ত গাঁদা, মাছি গাঁদা
প্রতি বছর চাই।

০৫/১২/১৯৮৬

ডালিয়া ফুল

ফুল চাষিদের মনের কথা
বুঝতে তুমি পারো
ডালিয়া তুমি ফুলের মধ্যে
সব চাইতে বড়।
পমপন বা বড় জাতের
শোভা বাড়ে টবে
চারা কিনেই ভাবতে থাকি
ফুল ফুটবে কবে!
এক ইঞ্চির ছোট্ট খুড়ি
নানান নামে কিনি
বড় হয়ে ফোট যখন
তখন তোমায় চিনি।
যত নামেই হওনা তুমি
স্থান পেয়েছ প্রাণে
নাম না জানা লোকগুলো
ডালিয়া নামেই জানে।

চন্দ্রমল্লিকা

চিন থেকে এসে তুমি
জাপানের রাণি
পৃথিবীর সেরা ফুল
বলছে জাপানি।
জাতীয় ফুলের মান
দিয়েছে জাপান
চন্দ্রমল্লিকা তুমি
ক্রীসেনথিমাম।
পমপন নামে ফোট
থোকা থোকা ফুল
ক্ষমা তুমি করো না যে
চাষে হলে ভুল।
গাছের মাথায় যেন
বড় বড় বল
মাথা মোটা হয়ে গেলে
খাটুনি বিফল।
চন্দ্রমল্লিকা তুমি
ফুলেদের সেরা
চাষে তাই মাতোয়ারা
ফুল রসিকেরা।

মরশুমি ফুল

শীতের বাগান রং খেলাতে
মাতিয়ে রাখে যারা
মরশুমি ফুল শত শত
থাকে বাগান ভরা
নামের বাহার রূপের বাহার
আনন্দ দেয় কী যে
টবে টবে চাষ করে তা
মন ভরেছি নিজে।
তাই তো বলি ফুলগুলো সব
আপনারাও লাগান
ফ্লক্স, প্যান্সি, পিটুনিয়ায়
ভরে ফেলুন বাগান।
সিনেরারিয়া,ডাইনথাস,
ইমপেসেন্ট ও ভারবেনা
কারো সঙ্গে কেউ কখনো
পাল্লা দিতে পারবে না।
ছড়ায় আমার বহু ফুলের
নাম পড়েছে ছাড়া
কারো থেকে কম কেউ নয়
বাদ থাকল যারা।
সবাই যেন রূপকুমারী
নিজ নিজ গুণে
মজার বাগান ভরে ফেলুন
ওদের এনে এনে।

০৫/১২/১৯৮৬

বনসাই

ক্ষুদ্ররূপী মহীরূহ
প্রাচীন মনে হলে
জাপানিরা এ শিল্পকে
বনসাই বলে।
বয়স যতই হোক না কেন
আকারে বামন হবে।
প্রাচীন বৃক্ষের এ ভঙ্গিমা
কদর পাবে তবে।
অগভীর পাত্রে বসে
বেড়ে যায় মান
দেশে দেশে আজকাল
সকলেই চান।
ছোট পাত্রে বেঁচে থাকে
ফুল, ফল সব পাই
বেঁটেখাটো পরিণত
আদরের বনসাই।
বংশ পরম্পরায়
এ শিল্পটা বাঁচে
শত বর্ষ ধরে পোষা
জাপানেই আছে।
ভারতে কদর এর
দিন দিন বাড়ছে
বনসাই শিল্পীর
মন প্রাণ কাড়ছে।

১১/০১/২০২০

"গাছেরও প্রাণ আছে,জন্ম,মৃত্যু আছে।"
- আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস

সবার প্রিয় প্রজাপতি

প্রজাপতি তোমার পাখায়
রং-বেরং- এর আঁকা
সবচে ভালো লাগে তোমায়
ফুলে বসে থাকা।
ফুলে যখন থাকো বসে
চোখ জুড়িয়ে যায়
তখন তোমার ছবি তুলে
সবাই মজা পায়।
ফুলের মধু খেয়ে যখন
বেড়াও উড়ে উড়ে
তোমার শোভা দেখি সবাই
কাছে থেকে দূরে।
এত রং- এ কে গো তোমায়
তৈরি করেছে?
তোমার রূপে মুগ্ধ সবাই
মনটা ভরেছে।
ছোটরা তো ভালোবেসে
তোমার ছবি আঁকে
আঁকা হলে ডানায় তোমার
রং ভরতে থাকে ।
ইংরাজিতে আদর করে
বলে বাটারফ্লাই
তোমার মতো জনপ্রিয়
সবাই হতে চাই।

০৭/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

ফুলেই রোজগার

ফুল ফুল ফুল কতই তো ফুল
বাগ বাগিচায় দেয় দোলা
উচিত তো নয় অকারণে
গাছের থেকে ফুল তোলা।
অন্নপ্রাশন, জন্মদিনে আর
বিয়ের দিনে তোমায় চাই
অন্তিম কালে ফুলের মালায়
সেজেগুজে শ্মশান যাই।
পূজা পার্বণ উৎসবে সব
ফুল ছাড়া তো নাই গতি
জেনে বুঝে করে ফেলি
অবহেলায় খুব ক্ষতি।
নিজে মরেও আনন্দ দাও
সবার হৃদয় মন ভর
তোমায় বেচে জীবন বাঁচে
ফুল ব্যবসায় ত্রাণ করো।

ফুল বেচে অন্ন জোগায়
সারা বিশ্বে বহু লোক
আদর যত্ন করলে তোমায়
মেটাও সবার দুঃখ শোক।
গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান
এ কথা আজ সবার মুখে
সংসার চলে ফুল ব্যবসায়
প্রচুর মানুষ আছে সুখে।

২৫/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

টবে ফল ও সবজি

ফলের বাগান ফলে ভরা
স্বাভবিক তা হবেই
কিন্তু অবাক লাগে যখন
ফলগুলো পাই টবেই।
বাতাবি লেবু , কুল , কমলা
টবে যখন পাই
সংখ্যা তেমন না হলেও
খুশির সীমা নাই।
কপি, কুমড়ো, লংকা, মূলো
লাউ কিংবা বেগুন
বাগানে তার শোভা বটে
টবে হলে দ্বিগুণ।
সেই কারণে সবজি ও ফল
লাগান টবে টবে
মেলায় দেখা সবজি ও ফল
বাড়ির ছাদেই হবে।

০৫/১২/১৯৮৬

ঘর বন্দি থাকলে তবে,করোনা যুদ্ধে জয়ী হবে

লকডাউন লকডাউন
অনির্দিষ্টকাল লকডাউন
ফাঁকা পরে গ্রাম, টাউন
বিশ্বজোড়া লকডাউন।
সামাজিক দূরত্ব না মেনে
বের হলে কেউ না জেনে
করবে না কেউ করুণা
ধরবে চেপে করোনা।
বলে সরকার থাকুন ঘরে
সংক্রমণ না ছড়িয়ে পড়ে।
সুস্থ থাকতে সবাই চাই
রোগ ছড়ালে রক্ষা নাই।
এ রোগে কেউ মরলে পরে
পাড়া-পড়শি ঘেন্না করে।
নিজের মানুষ ভয়েই মরে
সেই কথাটা চিন্তা করে
কষ্টে থাকুন নিজের ঘরে।
রোগটা যেন না বাড়ে
সাবধান করি সব্বারে
আসবে সু-দিন ঠিক ফিরে।

২৮/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

সতর্ক হুঁশিয়ারি,নইলে কিন্তু মহামারি

করোনা সঙ্গে নিয়েই চলবো
দু-হাজার কুড়ি সাল
অসাবধানে চললে কিন্তু
করোনাই হবে কাল।
দরকারি কাজ করবো ঠিকই
বাইরেও যেতে হবে
খুব সতর্কে থাকবো সবাই
রক্ষা পাবো তবে।
স্যানিটাইজার, মাস্ক ঢাকা মুখ
এটাই এখন ঢাল
অবহেলা কিন্তু কোরোনা এগুলো
সাময়িক নয়, চিরকাল।
যতদিন এর প্রতিকার বা
চিকিৎসা বের হবে
সাবধানে যারা থাকবে তারা
নীরোগ হয়েই রবে।
নির্দেশাবলি সরকারি সব
শুনবো ধৈর্য ধরে
অকারণে বাইরে না গিয়ে
থাকবো নিজের ঘরে।
দূরত্ব মেনে চলতে হবে
কারো স্পর্শে থাকা নয়
সংক্রমিত রোগীর স্পর্শে
রোগ ছড়ানোর ভয়।

৩১/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

কোভিড ১৯ -করোনা ভাইরাস

করোনা অনেক করেছ ক্ষতি
এবার বিদায় নাও
এমন ধ্বংসলীলায় তুমি
কীসের মজা পাও?
আর পারি না থাকতে ঘরে
মনটা যেন কেমন করে
এ সব থেকে বিশ্বমানব
মুক্তি পাবে কবে
জন-জীবন কতদিনে
স্বাভাবিক আর হবে?
ভেবে ভেবে চিন্তিত হায়
বিশ্বব্যাপী লোক
হে ভগবান দয়া করে
একটা বিহিত হোক।
সুশ্রুতের কালেও নাকি
এমনই হয়েছিল
প্রতিদিন পত্রিকাতে (১লা এপ্রিল ২০২০)
খবর প্রকাশিল।

সাড়ে তিন হাজার বছর আগে
লকডাউন একুশ দিন
রাস্তাতে বের হয়নি কেউ
ছিল জন-মানবহীন।
সেটা শুধু ভারতবর্ষে
বিশ্বজুড়ে নয়
জনসংখ্যা কম থাকাতে
দ্রুত নিরাময়।
লকডাউনই সমাধান এর
মানতে হবে তাই
গৃহবন্দি থাকা ছাড়া
বিকল্প আর নাই।
কেন্দ্র, রাজ্য লকডাউনকে
গুরুত্ব দিতে বলে
আমিও বলি মান্যতা দিন
সুস্থ থাকতে হলে।

০১/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

অচল লিপস্টিক

মাস্কে ঢাকা মেয়েদের ঠোঁট
লিপস্টিক হারায় কদর
সুন্দরীদের দেখতে লাগে
ঠিক যেন এক ভোঁদড়।
এভাবেই বাঁচতে হবে
সাথে নিয়ে করোনা
মা, বোনদের বলছি আমি
লিপস্টিক ক্রয় কোরনা,
কী হবে আর রং করে ঠোঁট
করোনাই তো চোখ রাঙায়
মাস্কে ঢাকা রং করা ঠোঁট
তরুণীদের মন ভাঙায়।

৩০/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

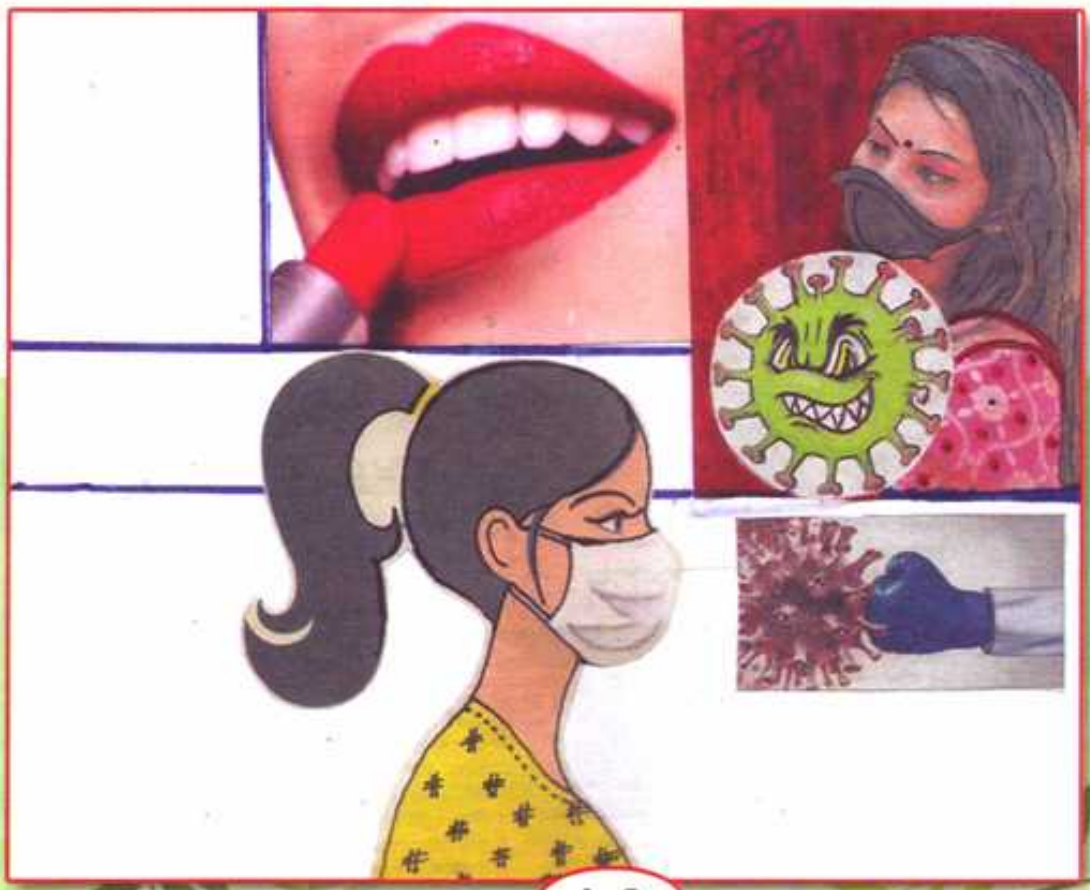

ঠকবো কেন

বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপনে
ঠকার ভয়ই থাকে
বিবেচনা করে কিনুন
সঠিক জিনিসটাকে।
কোনো জিনিস কেনার সময়
রসিদ যদি থাকে
ব্যবসায়ী ঠগ হলেও
ফেরত দেবেন তাকে।
ব্যবসায়ী ফেরত দিতে
নিমরাজি হলে
রসিদ নিয়ে সোজা যাবো
আদালতে চলে।
ক্রেতা সুরক্ষা আদালত
আমাদেরই পাশে
ধনী, গরিব, বর্ণ কিছুই
নেই যে তাদের কাছে।
সুযোগ যখন আছে তবে
ঠকতে যাবো কেন
সাহস করে যাওনা সবাই
আইনগুলো জানো।
চিকিৎসা বিভ্রাটের ফলে
অনেক গেছে প্রাণ
মামলা করে বহু মানুষ
ক্ষতিপূরণ পান।
সোনা, লোহা, খাদ্য, বস্ত্র
সবেতেই আজ নকল
সরকারি সব চিহ্ন আছে
জিনিসগুলোয় সকল।
সঠিক চিহ্ন চিনে যদি
জিনিস করি ক্রয়
সঠিক মানের জিনিস পাবো
থাকবে না আর ভয়।

০৩/০৫/২০২০

বারমাস্যা

গণেশের পুজো দিয়ে
বোশেখের শুরু
এ মাসে জন্ম নেন
রবি কবি গুরু।
জ্যৈষ্ঠের ষষ্ঠীতে
জামাইরা ছোটে
শাশুড়ির আদরে
খায় চেটেপুটে।
আষাঢ়ের ফলগুলো
বছরের সেরা
কাঁঠাল,আম, লিচু, জাম
খায় রসিকেরা।
শ্রাবণের বরিষণ
ঘর কোণে টানে
এ সময় কবিরা
লেখে এক মনে।
ভাদ্রের গরমে
কাঁচা তাল পাকে
ঘাম বেয়ে পড়ে শুধু
চোখ, মুখ, নাকে।
আশ্বিনে কাশফুল
শিউলির ঘ্রাণ
ঢাকের আওয়াজ শুনে
ভরে আছে প্রাণ।
কার্তিকে দীপাবলি
শরতের শেষ
উষ্ণতা কমে আসে
ভালো লাগে বেশ।
অঘ্রাণে ধান ওঠে
কৃষকের ঘরে
পৌষের পিঠে, পুলি
খাই পেট ভরে
মাঘে ভারী ঠান্ডা
করে কনকন
লেপ ছেড়ে উঠতে কি
চায় কারো মন।
ফাল্গুনে হোলি খেলা
মন প্রাণ টানে
চৈত্রের শেষ হয়
গাজনের গানে।

০৭/০৫/১৯৯৯

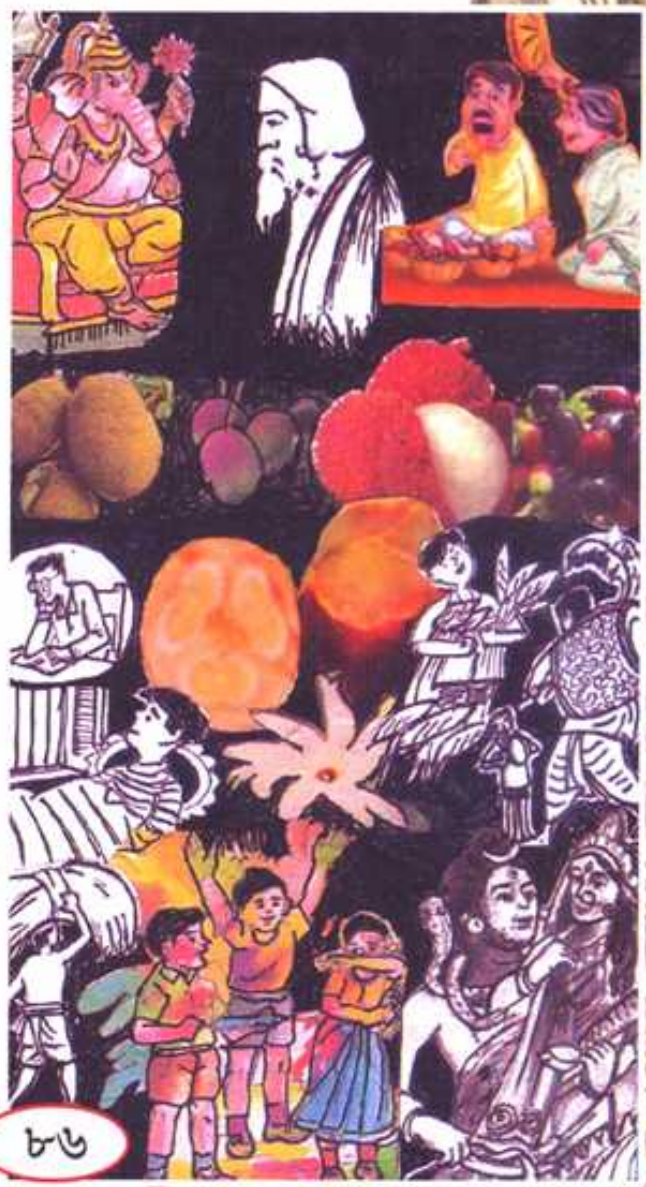

মায়ের হাতের রান্না

মায়ের রান্না

মায়ের হাতের রান্না
কেবা খেতে চান না
প্রবাসে থাকলে কেউ
সুযোগটা পান না।
আমারও মায়ের ছিল
রান্নাতে খুব যশ
যারা যারা খেয়েছেন
হয়েছেন তারা বশ।
ঝাল ছাড়া রান্নাও
কী যে তার ছিল স্বাদ
সব কিছু দিত তাতে
লংকাটা শুধু বাদ।
আবার যারা ঝাল ঝোল
বেশি খেতে ভালোবাসে
ঝালে ঝোলে পদগুলো
করে দিত অনায়াসে।
চাটনিতে দক্ষতা
টম্যাটো কী কাঁচা আম
খাওয়া শেষ হয়ে গেলে
আঙুল চুষতাম।
শনিবারে নিরামিষ
তাও কী যে হত স্বাদ
মনে হত আজ থেকে
মাছ, মাংসও বাদ।
শীতকালে পিঠে,পুলি
পাটিজোড়া,পায়েসে
পেটপুরে সক্কলে
খেয়ে গেছি আয়েসে।
বাড়িতে নয় গো শুধু
ভাগ হত পাড়াতে
খানিক কষ্ট করে
হত শুধু দাঁড়াতে।

২৫/১২/১৯৮০

কাকু, ফুলদা ও আমি

পূর্ববঙ্গ ঢাকা জেলায়
ডাঃ কাকু নৃপেন্দ্র রায়
মহিশাসী গ্রামে খ্যাতনামা তিনি
দীনের দাতব্য চিকিৎসায়।
১৯৫০- এ রায়টের ফলে
১২ ফেব্রুয়ারি
নৃশংস অকাল মৃত্যু খবরে
শোকাচ্ছন্ন বাড়ি।
একমাত্র ছেলে জয়দেব ও
বছর চারের দিদি তাঁর
শৈশবেই পিতৃহারা
পিতার স্নেহ পায়নি আর।
সেই দাদাকেই ফুলদা বলি
ফুলের মতো মন যে তাঁর
ওর ভালোবাসাতে বেড়ে ওঠা
সুযোগ হয়েছে স্নেহ পাবার।
দারিদ্র্যতা খুবই তখন
অভাব আছড়ে পড়ে ঘরে
ফুলদা কখনো হাত পাতেনি
চায়নি কিছুই সুখের তরে।
মানুষ হওয়ার চেষ্টা ছিল
বড়লোক নয়
বহু কষ্ট সহ্য করেছে
প্রতিবেশীরা কয়।
সত্যের জন্য অনেক কিছুই
বর্জন সে করে
কোনো কিছু পাওয়ার জন্য
অসৎ পথ না ধরে।
স্বামীজির বাণী পাথেয় করে
চলছে সারাক্ষণই
সেই কারণে স-সম্মানে
প্রতিষ্ঠিত তিনি।

তাঁর মতো মাতৃভক্ত
আজ যেন অবলুপ্ত
মাতৃসেবায় ব্যস্ত তিনি
প্রকাশ পায় না সুপ্ত।
আমার কাজে উৎসাহ দেন
ছোটবেলা থেকেই
ধৈর্য, সহ্য শিক্ষা পেয়েছি
আমরা তাঁকে দেখেই।
উপযুক্ত সহধর্মিনী
চির সাথী তাঁর
সে কারণে পেছন ফিরে
তাকায়নি সে আর।
সুস্থ থেকে ভালো কাটুক
সেটাই সবাই চায়
সবার প্রিয়, মনের মানুষ
শ্রীজয়দেব রায়।
ফুলদা ও আমি দেখিনি কাকুকে
শুনেছি তাঁর গল্প
তাঁকে নিয়ে ছড়া বাঁধার
চেষ্টা করেছি অল্প।

১৬/০৫/২০২০ লকডাউন অবকাশে

প্রিয় দুই জোড়া
আমার প্রাণ ভরা

উৎপল, উজ্জ্বল দুই ভাই
ওদের কোনো তুলনা নাই।
খুবই উদার মনের ছেলে
ওদের কাছে অন্তর আছে
সেবা করে প্রাণ ঢেলে।
রত্না, রিংকু সহধর্মিনী
দুজন দুজনার ওরা
ভালোবাসা আর অন্তর আছে
সকলের প্রাণ ভরা।
পরের লোককে আপন করা
এটাই ওদের স্বভাব
এ ধরণের ছেলে মেয়ে
আজকাল খুব অভাব।
ওদের জন্য এ বই আমি
ছাপার অক্ষরে পেলাম
ওদের আগ্রহে ছাপাতে এ বই
কলকাতাতে গেলাম।
প্রথম থেকে পাশে আছে ওরা
শক্তি পেলাম তাই
বলে ওরা বই তৈরি কর
ছাপার চিন্তা নাই।
এমন ছেলে-মেয়ে পাশে আছে যার
চিন্তা তো নেই বই ছাপাবার।
বইটা যদি ভালো লাগে তবে
প্রয়াস আমার সার্থক হবে।

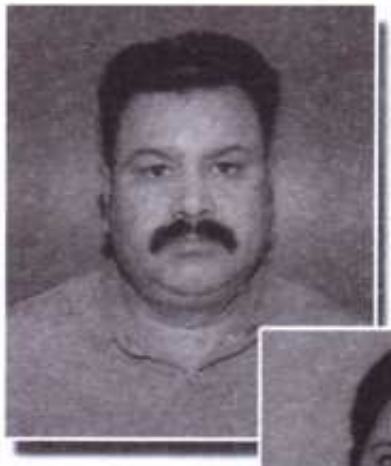

০৬/০৮/২০২০
লকডাউন অবকাশে

রবির আলোয়

রবির আলোয় আলোকিত
ভারতবাসী সবে
তার মতো মানব ঠাকুর
আর কি কেউ হবে?
শত বছর আগে তিনি
লিখেছিলেন যা
আজও বাংলা, ভারতবাসী
জাবর কাটেন তা।
বারো মাসে তেরো ঠাকুর
পূজা সবাই করি
কিন্তু ঠাকুর তোমার পূজার
নেই তো তোমার জুড়ি।
এক জীবনে, কি দাওনি
নেই যে হিসেব তার
তোমার পুজোর ভাবনা ছাড়া
কি বা করি আর।
চন্দ্র, সূর্য আর পৃথিবী
যত দিন ধরে থাকবে
বিশ্ব কবি সৃষ্টি তোমার
সবাই মনে রাখবে।
তোমায় দিয়ে সকাল শুরু
রাত্রে অবসান
রক্ষা যেন করতে পারি
তোমার অবদান।

০৬/০৮/২০২০
লকডাউন অবকাশে

"প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থ্যাৎ মানুষের মনে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতিনিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা।"

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নও কেবলই ছবি

কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা কবি কী করে যে
মন কেড়েছে হাজার
ভাবনা রাশি চিত্তজুড়ে
নাতি তিনি রাজার।
আকাশ জুড়ে দৃষ্টি ছিল
ভাসতো স্রোতে লেখায়
আঁকিবুকি কত রকম
স্বপ্ন রঙিন রেখায়।
কে জানতো সেই ছেলেটাই
বিশ্বকবি হবে
পরপারে গেলেও তবু
বক্ষ জুড়েই রবে।
গল্প কথা, কাব্য গাথায়
সব দিকে যার গতি
বিশ্বজুড়ে অসীমলোকে
কবি কুলের পতি।
দিকে দিকে মূর্তি তোমার
নও কেবলই ছবি
ভুবন ভরা আলোর ছটা
বিশ্বজনের কবি।
কবেই গেছ জগৎ ছেড়ে
রয়েছ হৃদয় মাঝে
তাইতো তোমায় জানাই প্রণাম
আমরা সকাল সাঁঝে।
সূর্য, তারা আছে যদ্দিন
থাকবে হৃদয় জুড়ে
চিরঞ্জীবী তুমি অনন্য
থাকবে গানের সুরে।
অদ্বিতীয় সবার সেরা
তোমার, আমার, কাকুর
থাকবে তুমি চির উজ্জ্বল
প্রণাম রবি ঠাকুর।

আমার ছড়ার গুরু শ্রী কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অপ্রকাশিত ছড়া ছেপে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অনুজ—অর্ধেন্দু রায়

২৫শে বৈশাখ
০৮/০৫/২০২০

মনের মানুষ কল্লোলদা

কল্লোলদা সবসময়ই
সাধু ভাষাই কন
সাহিত্য তাঁর সর্বাঙ্গে
সাহিত্যতেই মন।
এমন মানুষ যায় না দেখা
এতে দক্ষ তিনিই একা।
বাচন ভঙ্গি সরল সোজা
সাধু ভাষাতেই করেন মজা।
সবার সাথেই মিশতে পারে
মান্যতা দেন সবাই তাঁরে।
সহজ ভাষা,কঠিন ছন্দ
আকুল করে প্রাণ
আলাপ করে ধন্য আমি
বাড়লো মনের টান।
সুমন তাঁর মিষ্টি মধুর
একমাত্র ছেলে
ভালোবাসী আমরা সবাই
ওকে কাছ পেলে।
চোখে মুখে চপলতা
আপন করার স্বভাব
এ ধরনের ছেলে পাওয়া
বর্তমানে অভাব।
সুমন ভালো এবং গুণী
সবাই যেন কয়
হে ভগবান বাবার মতন
ছেলেও যেন হয়।
এমন আশা করে আমি
রাখছি কলম তুলে
বাবা এবং ছেলে তোমরা
যেওনা আমায় ভুলে।

১৬/১২/১৯৮৫

শোনা কথা

শোনা যায় জ্যোতিদাদা রবিকে
বলেছিল, নাকি কবে
নিজের ঢাক বাজাও নিজে
লোকে জানবে তবে।
জ্যোতিদাদাকে বলে, রবি
আমায় সহজ লিখতে কহ যে,
সহজ লেখা যায় না অত সহজে।
এই কথাটা মনে করে
দিলাম আমি আবার
জ্যোতিদাদার কথাটাকে
মানতে হবে সবার।
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা--
তোমার কথাই ছড়ায় খোঁজা।

২১/০৭/২০২০
লকডাউন অবকাশে

"জ্ঞানই পুণ্য সুতরাং সকলকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

– সক্রেটিস

রবি শশী

স্বর্ণযুগের গগন ভরালো
রবির কিরণ আসি
নজরুলের আলোর ছটায়
পূর্ণ রবি শশী।
রবির উদয় ছিল যেন
দিনের আলোর মতো
চাঁদনী আকাশ জুড়িয়ে দিল
দুখু মিঞার ক্ষত।
এক হয়ে রবি শশী
ধরলো তরীর হাল
হিন্দু মুসলিম এক হলে
তরী ভাসবে চিরকাল।
হিন্দু আর মুসলিম মতে
তফাত কিছুই নাই
দুখু মিঞার শ্যামাসংগীত
আজান একই তাই।
জাতপাত নিয়ে হানাহানি
কেন করবো আমরা
হে দুই কবি নজরুল রবি
সম্প্রীতি এনেছ তোমরা।
জনগণমন লিখেছেন রবি
সম্প্রীতির টানে
বাংলা তথা ভারতবর্ষ
মুগ্ধ এমন গানে।
একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু মুসলমান
বিদ্রোহী কবি তোমার কলমে
এসেছিল এই গান।
সঠিক শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের
দাঙ্গা হোক বন্ধ
এত সহজ সমাধানে
কি আর আছে মন্দ।

২০/০৮/২০১৪

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মানুষের গ্রাস। যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

- কাজী নজরুল ইসলাম

শুভ জন্মদিন

শুভ জন্মদিন

নবদা তোমার জন্মদিনে
জানাই ভালোবাসা
প্রতিষ্ঠিত মানুষ হবে
এটাই সবার আশা।
জন্মদিন তো সবারই হয়
এটাই স্বাভাবিক
দেশ-বিদেশে এই দিনটা
ছড়াক চারিদিক।
জন্মদিনটা পালন যখন
করবে সারাদেশ
তোমায় নিয়ে গর্ব করতে
ভালো লাগবে বেশ।
সবাই মিলে আশিস করি
বিখ্যাত লোক হবে
সারা দেশই জন্মদিনটা
পালন করবে তবে।
বাবা, কাকার মতো যেন
মানুষ হতে পারো
ছোটোর থেকে কষ্ট করে
পড়তে হবে আরও
অদ্রিজা, সুনেত্রা আর
নবদা সবার প্রিয়
বড় মানের মানুষ হয়ে
শান্তি এনে দিও।

তোমাদের মজার সাথী

অর্ধেন্দু জেঠু

১৩/১০/২০১৯

হ্যাপি বার্থ ডে

টিনটিন টিনটিন আদরের টিনটিন
নাচে খেলে সারাদিন।
লিকপিকে ছিপছিপে
দুষ্টুমি টিপে টিপে টিপে।
যদি কেউ টের পায়
পাছে মার বকা খায়
অকাজটা সাবধানে
কেউ যেন না জানে।
কুটি মাতা লম্বা চুল
বুদ্ধি দারুণ হয় না ভুল।
কথা বলে বুদ্ধি করে
দাদা দিদিকে চড়ও মারে।
দাদা যদি একটা দিল
দমদমাদম বসিয়ে নিল।
মারতে থাকে কিল ও ঘুসি
ঢিসুম, ঢুসুম যত খুশি।
রাগটা যখন কমে
তখন সে যায় দমে।

যদি দাদা দিদি জ্বালায়
মায়ের কাছে পালায়
নালিশ করতে থাকে
সবটা জানায় মাকে।
দাদা খেলে মার
রাগ গলে জল তার।
একা একাই পড়ে
আপন মনে ঘরে
পড়তে বললে তারে
বোঝা চাপে ঘাড়ে।
অদ্রিজা খুব ভালো
জন্মদিনটা তাই তো ঘুরে এলো
হে ভগবান মানুষ করে
ভালো রাখো ওরে
জন্মদিনটা শত বছর
আসুক বারে বারে।

তোমাদের আদরের
অর্ধেন্দুদা জেঠু
০৫/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

জন্মদিনের শুভেচ্ছা

সুনেত্রার ডাগর দু চোখ
সবাই ভালোবাসি
মিষ্টিপনা মুখখানা তার
সবাই ডাকে ঝাঁসি।
নবদা আর ছোট্ট বুনু
খুবই প্রিয় তার
মতের অমিল হলেই পরে
রেগেই দেবে মার।
রাগটা আমার ক্ষণস্থায়ী
চট করে যায় ভুলে
নবদাকে সরি বলে
বোনকে নেবে কোলে।
ঝগড়াঝাঁটি হোক না তবু
একাত্মা তিনজন
তিনজনই তো কচিকাঁচা
তিনজনার এক মন।
খেলার জিনিস, খাবার কিছু
সমান সবার ভাগ
তখন কিন্তু কারও উপর
থাকে না কারও রাগ।
এই একতা ওদের যেন
সারাজীবন থাকে
ঠাকুর ওদের মানুষ করে
সুস্থ সবল রাখে।
জন্মদিনের শুভেচ্ছাটা
জানাই ভালোবেসে
ভালো মনের মানুষ হয়ে
সুনাম ছড়াও দেশে।

অন্তরের এই ইচ্ছা আমার
পূরণ করতে হবে
দেখবে তখন সবাই তোমায়
ভালোবাসবে তবে।

বড় লোক নয়, ভালো মানুষ
যদি হতে পারো
স-সম্মানে কাটবে জীবন
ভালোলাগবে আরও।

তোমাদের বন্ধু জেঠু
০৩/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

অনাহারে মৃত্যু

পরাণ চাষি চাষ করতো
মরা নদীর চরে
দেখলে রোজই মনে হত
আজই যাবে মরে।
পুড়ে যেত কঠিন রোদে
ঘর ভাসতো বানে
আকাশে মেঘ দেখলে ভয়ে
হাত লাগাত কানে।
শীতের দিনে কাঁপিয়ে দিত
পরাণ চাষির হাড়
রোদ, বৃষ্টি, শীত বেশি দিন
সহ্য হল না আর।

এমন জ্বালা সহ্য করে
বছর তিরিশ ধরে
জরাজীর্ণ কঙ্কালসার
মরলো অনাহারে।
নিজে মরে বাঁচলো পরাণ
কিন্তু ছেলে বউ
বিষ পানে আত্মঘাতি
রইলো না আর কেউ।

সত্যি ঘটনার উপর লেখা

০৫/০২/২০০৫

একটু ভুলে শোকের ছায়া

ট্রাফিক নিয়ম মেনেও যদি
দুর্ঘটনা ঘটে
সান্ত্বনা দেওয়া যায় গো তবু
দুর্ঘটনাই বটে।
লঙ্ঘন করে ট্রাফিক আইন
যদি কেউ মরে
অকাল প্রয়াণ কাল হবে তার
সুখের পরিবারে।

১২/০২/২০১৭

জীবন কাড়ে মোবাইল ফোন

পথচলতি যানবাহনে
মোবাইল রিসিভড্ নয়
এমন ভুল করছে যারা
বিপদ তাদের হয়।
বলছি দাদা হচ্ছেটা কী?
হুঁশিয়ার হোন
থামিয়ে গাড়ি পথের পাশে
ধরুন মোবাইল ফোন।

হেলমেট নেই
মোবাইল কানে
চলন্ত গাড়ি
বিপদ আনে।

১২/০২/২০১৭

সাবধান

পোস্টারে লেখা ট্রাফিক আইন
সকলেরই জানা
জেনেও তা ভাঙছে পথিক
হচ্ছে না তা মানা।
প্রতিনিয়ত পড়ছে মানুষ
দুর্ঘটনার কবলে
মৃত্যু ঘণ্টা হাতছানি দেয়
মুহূর্তের এক ছোবলে।

১২/০২/২০১৭

পথ দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন ও পুলিশকে তাঁর কর্তব্য পালনে সহযোগিতা করুন। প্রয়োজনে তাঁদের সাহায্য নিন।

১২/০২/২০১৭

রক্ষাকবচ হেলমেট

হেলমেটটা মাথায় রাখুন
নইলে বিপদ আসবে ঘাড়ে
মস্তিষ্কের ক্ষরণ হলে
প্রাণও যেতে পারে ।
এ কথাটা মাথায় রেখে
ট্রাফিক পুলিশেরা
লক্ষ রাখেন মাথাতে কার
হেলমেট নেই পরা।
সামান্য এই নিয়ম যদি
পালন সবাই করে
একটু ভুলে দুর্ঘটনায়
যাবেন না কেউ মরে।
জেনেশুনে ট্রাফিক পুলিশ
তাই কখনো চান?
ওদের কথা মতো সবাই
হবো যে সাবধান।

২০/০১/২০০৬

সেবায় ব্রতী ট্রাফিক পুলিশ

মূল্যবান এই জীবনটাকে
সুরক্ষিত করে
পথ চলার নিয়ম মেনে
চলুন রাস্তা ধরে।
রোদ বৃষ্টি মাথায় করে
সেবা করছে যারা
আমাদেরই ঘরের ছেলে
সেবায় ব্রতী তারা।
দিন-রাত্রি দাঁড়িয়ে থেকে
যে সাহায্য করে
ওদের কথায় চলা উচিত
চৌরাস্তার ধারে।

২০/০১/২০০৬

পথ চলার সাবধানতা

পথ চলাচল করতে হলে
ট্রাফিক নিয়ম মানবো
চলার নিয়ম না জানলে
নতুন করে জানবো।
থামতে হবে চৌরাস্তায়
জ্বলবে যখন লাল আলো
ঝুঁকি নিয়ে চলার থেকে
সতর্কতাই ভালো।
জ্বলবে যখন সবুজ আলো
আবার তখন চলবো
নিয়ম জানা নেই যাদের
নিয়ম মানতে বলবো।
ডাইনে যখন চলছে গাড়ি
চলবে পথিক বাঁয়ে
গাড়ির মতো চলবে গাড়ি
লাগবে না তা গায়ে।
জেব্রা ক্রসিং দেখে যদি
এপার ওপার যাই
দেখা যাবে দুর্ঘটনার
ঝুঁকিও আর নাই।

২০০৬ সালে শিলিগুড়ি মোড়ে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে লেখা– প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছড়া

ট্রাফিক আইন

মেনে চলুন ট্রাফিক আইন
দুর্ঘটনা এড়াতে
প্রচার করুন সবার কাছে
নিজের নিজের পাড়াতে।
নিয়ম মেনে পথ হবো পার
পথচারীদের উচিত তাই
ট্রাফিক নিয়ম মানবো সবাই
দুর্ঘটনা কেইবা চাই।

১৬/০১/২০০৬

সময়ের চেয়ে জীবন বড়

সময়টা ব্যাপার নয়, সময় আসবে আরও
জীবনটা চলে গেলে ফিরবে না তা কারও।
লেভেল ক্রসিং থাকলে বাঁধা একটু ধৈর্য ধরুন
ঝুঁকি নিয়ে পারাপারে শেষটা হবে করুণ।
এই কারণে ট্রাফিক পুলিশ বাধা দিতে থাকেন
রক্ষা পাবে অমূল্য প্রাণ যদি ওদের কথা রাখেন।

না মানলে ট্রাফিক আইন
জীবনটাকে দেবেন ফাইন।

১২/০২/২০০৭

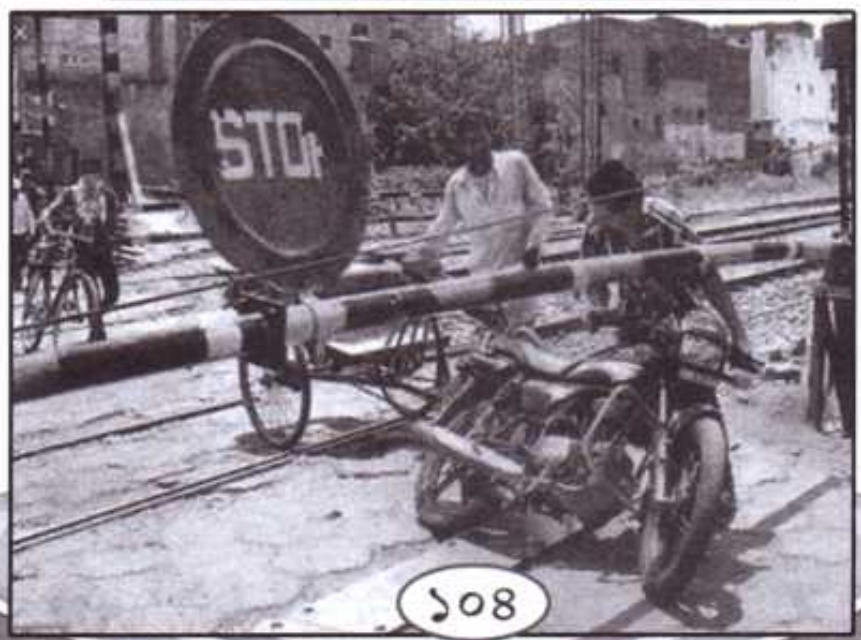

তুলোর আল্পনা

আল্পনাতে বিষয় আমার
হবে এবার তুলো
এক তুলোতেই গড়ি সবাই
জিনিস অনেকগুলো।
বালিশ, তোষক, লেপের কথা
ভোলার তো আর নয়
তুলো দিয়ে ডাক্তারিতে
প্লাস্টার, ব্যান্ডেজ হয়।
একাই এত গুণের তুলো
কেউ কি মনে রাখি
তাই এবারের আল্পনাটা
তুলো দিয়েই আঁকি।

১৭/০১/২০০৫

উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা
২০/০১/১৯৮৮
সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র
রায়গঞ্জ

পাঁপড়ে আল্পনা

ইচ্ছে হল এক জিনিস
আল্পনা নয় বার বার
নতুন কি আর বের করা যায়
চিন্তা নানা ভাবনার।
ভাবতে ভাবতে ভাবছি শুধু
পড়ে গেছি ফাঁপড়ে
এমন সময় মনে হল
নকশা হবে পাঁপড়ে।
নানা রং আর নানান গঠন
পাঁপড় আছে বাজারে
মন বলে দেয় একত্রে সব
আল্পনাতে সাজারে।
মনে মনে যাচ্ছি করে
কল্পনা আর জল্পনা
পাঁপড় দিয়েই করে ফেলি
আমার নতুন আল্পনা।

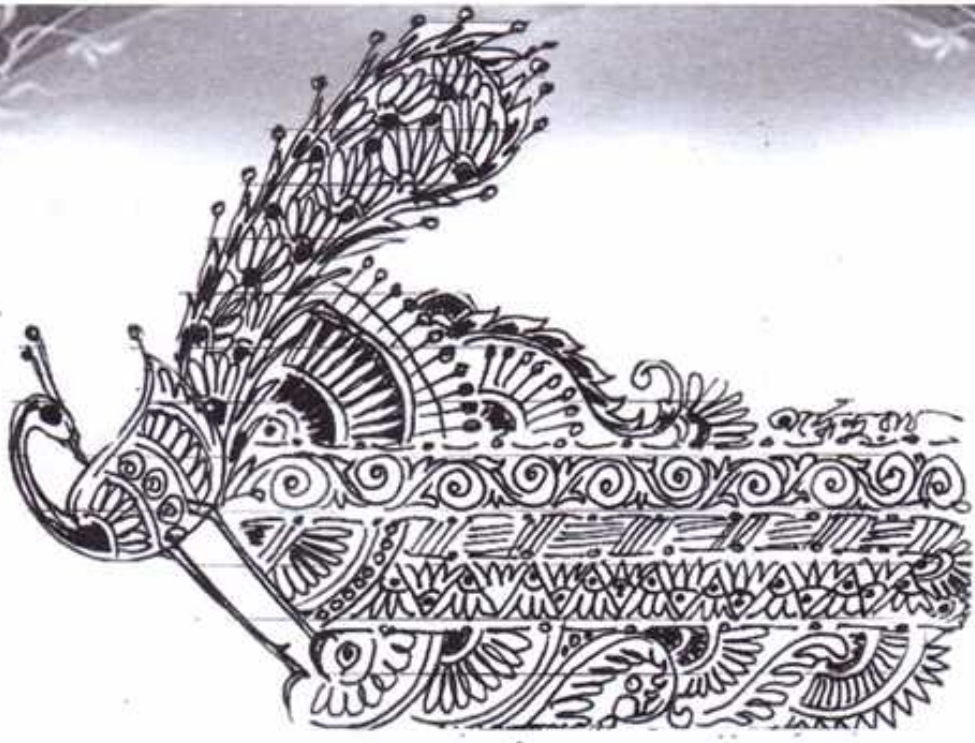

সবজির আল্পনা

নানারকম সবজি যদি
আল্পনাতে সাজাই
মনে হল সবার কাছে
লাগবে ভারি মজাই।
এই না ভেবে শীতের দিনের
সবজি যত পাই
বাজার থেকে দেখেশুনে
কিনে আনি তাই
ভাবি এবার নকশা হবে
শাক-সবজি দিয়ে
সমস্যাটা বাধলো এবার
রং মেলাতে গিয়ে।
বাজার গিয়ে দেখতে পেলাম
সমস্যা নয় মোটে
হাতের কাছে নানা রং- এর
সবজি গেল জুটে।

কমলা করি গাজর কেটে
পাকা লংকায় লাল
সাদা করি কেমন করে
হারিয়ে ফেলি তাল
সাদা হল মূলো কেটে
ফুল কপিও সাদা
রং মেলাতে গিয়ে দেখি
সবজি গাদা গাদা।
কড়াই শুটি, শিম, আলু আর
কাঁচা লংকা, বেগুন
আল্পনাতে বসিয়ে ওদের
বাড়লো শোভা দ্বিগুণ।
আল্পনাতে সবজি দেখে
লাগলো মজা বেশ
সবজি দিয়ে নকশা কাটা
হল আমার শেষ।

নন্দন ফুলমেলাতে
১৬/০১/১৯৮৭

পলিথিন যুগ

প্রস্তব, তাম্র, স্বর্ণ, লৌহ
সব যুগই তো পার
বলতে পারো চলছে যে যুগ
সেই যুগটা কার?
বলবে সবাই জানিনা ভাই
আপনি বলে দিন
উত্তরে তার বলবো আমি
যুগটা পলিথিন।
প্লাসটিক আর পলিথিনে
দুনিয়া গেছে ভরে
এদের দেখা পাবেন সবাই
প্রত্যেকের ঘরে।
তাইতো এবার আলপনাটা
ওদের নিয়েই করি
আলপনাতে নিয়ে এলাম
পলিথিনের দড়ি।

১৫/১২/১৯৯৭

লজেন্স বিস্কুটে আল্পনা

বাচ্চারা ভালোবাসে লজেন্স আর বিস্কুট
এইসব পেলে তারা, খায় শুধু কুট কুট।
কিশলয়ে কচিকাঁচা ভালো কিছু পেতে চায়।
বিস্কুটে আল্পনা দেখে খুব মজা পায়।
ওদের জন্য তাই তো এবার করেছি এ কল্পনা
লজেন্স আর বিস্কুটে করে দেব আল্পনা।

banglabooks.in

কালিয়াগঞ্জ কিশলয় কে.জি স্কুলে
সরস্বতী পূজাতে কৃত আল্পনা ও ছড়া।
২০/০১/১৯৯৭

বহুরূপী ধান

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ আবার
ধানেতে রয়েছে দেখ
কত কি খাবার ।
ধান থেকে চাল হয়
তাই খেয়ে বাঁচি
গরম বালিতে ধান
উঠে নাচি নাচি
খই বলে ডাকি তারে
মজা করে খাই
শুভ কাজে তাই দেখি
এর জুড়ি নাই।
ধান থেকে চিঁড়ে হয়
আর হয় মুড়ি
মজা করে খাই সবে
বাল, বৃদ্ধ, বুড়ি।
একা শুধু দান করে
এত কিছু ধান
তাইতো বাঙালি মনে
ধান হল প্রাণ।

১৯৯৬ সালে কালিয়াগঞ্জ চান্দোল - এ কৃষিমেলায় ধান, চাল, চিঁড়ে, মুড়ি ও খই দিয়ে আল্পনা আর তাদের নিয়ে ছড়া।

২০/০১/১৯৯৬

নেশায় মাতা

আমায় যখন মাতায় নেশা
নেশা নিয়েই থাকি
আঁকার নেশা ওঠে যখন
সারাদিনই আঁকি।
হঠাৎ হল গাছের নেশা
গাছ লাগাতে জীবন সাড়া
ছোট থেকে ছড়ার নেশা
সুযোগ পেলেই লিখি ছড়া।
ক' দিন হলো গানের নেশা
শিখতে গেলাম গান
নেশারুরা কোনো দিনই
পায়নি সম্মান
নেশায় আমি জর্জরিত
যাবে বুঝি প্রাণ।
আবার হল মেকাপ নেশা
বেছে নিলাম এটাই পেশা
বদ নেশা আর সৎ নেশা
কোনোওটাই নয় ঠিক
তাইতো উচিত বেছে নেওয়া
যে কোনো এক দিক।

১৬/০৫/১৯৮০

অবিশ্বাস

ছড়া যদি লেখে ও কেউ
নিজের মনের থেকে
কেউ কেউ ভাবেন এটা
লিখেছে ঠিক দেখে।
শিক্ষা হলেই আসেনা ছন্দ
এটা তাদের নেই জানা
তা হলে তো লিখতো ছড়া
শিক্ষিত লোক সব জনা।
এটা হল মনের ব্যাপার
মনের থেকেই আসে
হঠাৎ করে হয় না এটা
বি.এ এম.এ পাশে।

২০/০১/১৯৯৬

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বন্যপ্রাণী শিকার করে
মারবো কেন আর
এরাই রাখে রক্ষা করে
পরিবেশের ভার।
বন্যপ্রাণী আর পাখিদের
ধ্বংস যদি করি
ভারসাম্যের ক্ষতি হবে
বিশ্ব ধরিত্রীরই।
বন্যপ্রাণী রক্ষা করা
আমাদেরই কাজে
ওদের মেরে লুপ্ত করা
আমাদের কি সাজে!

বন্যা ও ভাঙন রোধে গাছ

ভাঙন রোধে, বন্যা রোধে
গাছের জুরি নাই
এ বোধ নিয়ে সকলেরই
গাছ লাগানো চাই।
গাছ লাগালেই হবে না শুধু
যত্ন নিতে হবে
বড় হবে এ গাছগুলোই
প্রাণ বাঁচাবে তবে।

০৩/০২/২০০৪

অরণ্য

বৃক্ষরাজি অরণ্য আর
সবুজে ভরা বন
চোখ পড়তেই আনন্দ হয়
সুস্থ থাকে মন।
তাইতো উচিত গাছ লাগানো
গাছ লাগাবো তাই
ভরবে ভুবন অক্সিজেনে
যেটা সবার চাই।

০৭/০৩/২০০১

শোভা

বনের শোভা বন্যপ্রাণী
শিশুর শোভা মায়ের কোল
রাতের শোভা চাঁদনি রাত
আকাশে তা খাচ্ছে দোল।
দিনের শোভা ভোরবেলা
রক্তিম রবি উঠলে পর
সন্ধ্যাকালে লাগে শোভা
পাখি যখন ফিরছে ঘর।
পুরুষ শোভা কর্ম করে
নারীর শোভা সংসারে।
দেশের শোভা শান্তি হলে
ক্ষতি আনে সংহারে।

১১১

০৯/০৩/২০০১

ষড়ঋতু

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকাল
তপ্ত পরিবেশ।
আষাঢ়- শ্রাবণ বর্ষাকালে
বৃষ্টির নেই শেষ।
ভাদ্র-আশ্বিন শরৎ আনে
মন ভরে যায় শারদ টানে।
কার্তিক -অঘ্রান হেমন্ত সাজে
চাষি ব্যস্ত ধানের কাজে।
ফাল্গুন-চৈত্র বসন্ত আসে
বসন্ত রোগ ভয়ে মন থাকে ত্রাসে।
ফাগুয়া, গাজন গান
কে না ভালোবাসে। ০৭/০৩/২০০১

গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মকালের প্রখর তাপে
ত্রাহি ত্রাহি প্রাণ
প্রতিবারই ভাবি এবার
বাঁচবে না আর জান।
ঋতুচক্রে গ্রীষ্ম যদি
না আসে বার বার
এ সময়ের সুস্বাদু ফল
ফলবে না যে আর।
তাইতো সবাই সহ্য করি
কঠিন রকম গরম
গ্রীষ্মকালের ফলগুলো সব
আনন্দ দেয় চরম।

০৫/১২/২০০০

বর্ষা

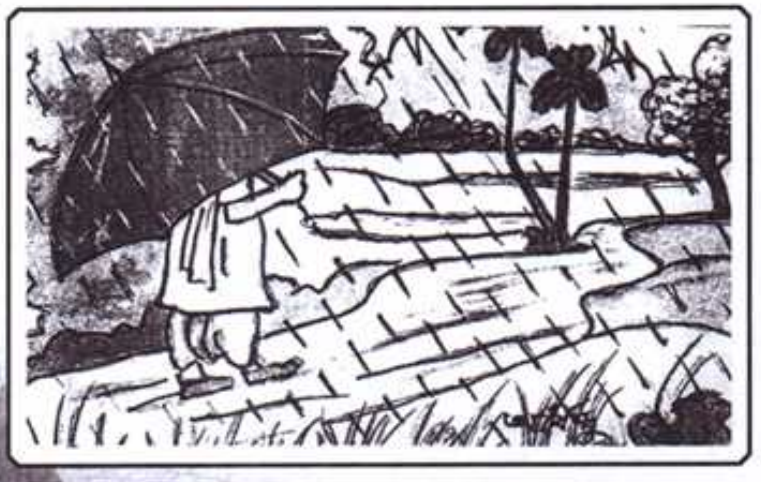

বর্ষাকালের ইলশেগুঁড়ি
ভালোবাসি সবে
গ্রীষ্মকালেই ভাবতে থাকি
বর্ষা আসবে কবে।
বর্ষাকালে অঝোর ঝরে
বৃষ্টি যখন হয়
বন্যা আসতে পারে ভয়ে
প্রাণেতে সংশয়।
বন্যা এলে কষ্ট ভীষণ
বৃষ্টিতে দুর্ভোগ
চারিদিকে ছড়ায় দেখি
বর্ষাকালের রোগ।
তা হলেও চাই যে সবাই
বর্ষাকালের ধারা
বর্ষা না এলে আবার
ধান,পাট হবে না গাড়া।

০৫/১২/২০০০

শরৎ

শরতের তুলো মেঘ
শিউলির খেলা
বায়ু বয়ে নিয়ে আসে
শারদীয় বেলা।
মিঠে লাগে রোদ্দুর
আকাশের ঘন নীল
শালুক আর পদ্মে
ভরে থাকে খাল বিল।
কাশফুল দোলা দেয়
বহুদূর বনেতে
পুজো পুজো গন্ধ
বাঙালির মনেতে।

০৫/১২/২০০০

হেমন্ত

হেমন্ত জোয়ার আনে
কৃষকের হাঁড়িতে
চাষিভাই মাতে চাষে
সুখ ফেরে বাড়িতে।
গ্রামে গ্রামে পার্বণ
নিয়ে থাকে সকলে
যত হোক কষ্ট
দ্বিধা নেই ধকলে।
পালা গানে ভরে ওঠে
বাংলার প্রান্তর
হেমন্ত এলে পরে
ভরে যায় অন্তর।

শীত

গরম জামা চাদর মুড়ি
আগুন তাপার মজা
শীতের পোশাক পরলেই সব
থাকতে পারি তাজা।
পোশাক ছাড়া আদুল গায়ে
থাকা বড় দায়
গরিব মানুষ এমন দিনে
কষ্ট ভীষণ পায়।
তাদের কথা ভাবতে গেলে
শীতের মজা নাই
তাছাড়া সব শীতের দিনে
দারুণ মজা পাই।
ভালো ভালো শাকসবজি
শীতের দিনেই হয়
শীতের সাথে অন্য ঋতুর
তুলনা তাই নয়।

০৫/১২/২০০০

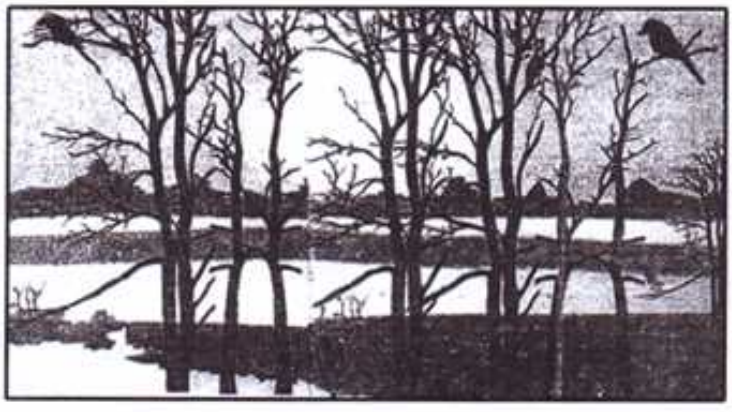

বসন্ত

ভোর হলে ডালে ডালে
কোকিলের গান
ভোরে যারা ওঠে তারা
শুনতে তা পান।
ভোরবেলা লাল রবি
ফুটে ওঠে গগনে
নদী পাড়ে গিয়ে দেখি
এ শোভাটা মগনে।
প্রকৃতির এ ছবিটা
আঁকি যদি তুলিতে
বসন্ত কালের কথা
পারবো না ভুলিতে।
পলাশ বনে ফাগুন হাওয়ায়
মেতে উঠি হোলিতে
আনন্দে রং খেলি
এ গলি ও গলিতে।

০৫/১২/২০০০

ইংরাজীতে কাকে কি বলে শেখা যাবে খেলার ছলে

Teeth মানে দাঁত, Mouth মুখ,
Hair চুল আর Neck গলা
Finger আঙুল Tongue হয়
ইংরাজিতে জিভকে বলা।
Eye চোখ, কান Ear হলে,
Lip ঠোঁট, নাক Nose হয়
হাতের তালু Palm হবে আর
পুরো মুখটাকে Face কয়।

২০/১২/১৯৮০

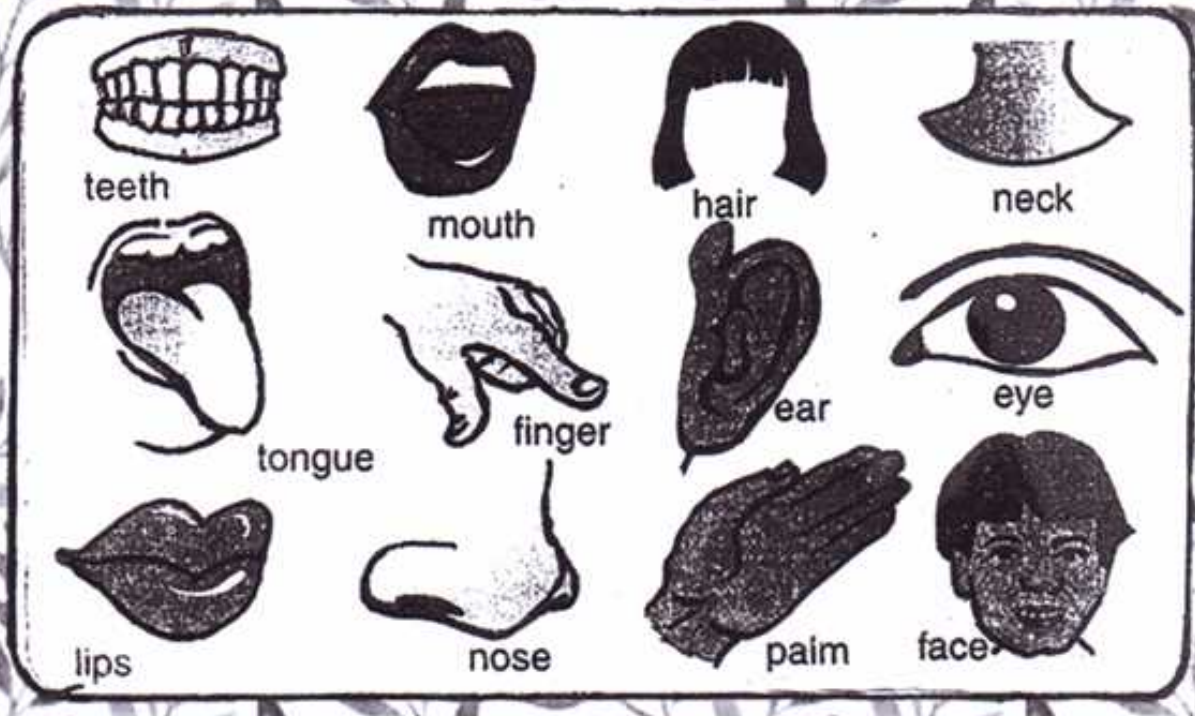

মানুষ

মান আর হুঁশ নেই যার
সে আসলে মানুষ নয়
রক্ত মাংসে শরীর হলেই
মানুষ কি আর মানুষ হয়।
সৃজনী শক্তি, সৎ আচরণ
শিক্ষা কিছু থাকা চাই
মানুষ সংজ্ঞা বলতে গেলে
এ গুণগুলো দেখতে পাই।
জন্ম নিয়ে কুলীন বংশে
কর্ম করার সাধ্য নাই
রাজার ছেলে হলেও আজ
টিকবে না তার কোনো বড়াই।
নিম্ন কুলে জন্ম নিয়েও
যদি যশ প্রতিষ্ঠা যায় করা
মৃত্যু বরণ করলেও সে
জগৎ মাঝে নয় মরা।

১২/০২/১৯৯০

ধর্ম নিরপেক্ষ ভারত

banglabooks.in

থাকবে হিন্দু, মুসলিম, শিখ
ইশাই যেথা আছে
সবাই আমরা ভ্রাতৃপ্রতিম
ভারত মায়ের কাছে।
সবারই হোক একটাই কথা
সাম্প্রদায়িকতা নয়
সবাই আমরা ভারতবাসী
এটাই পরিচয়।

১৫/০৮/১৯৮২

লিমেরিকে না

দু-একজন কেউ বলেছিলেন
লিমেরিক লিখে যাও
সাধারণ ছড়া লিখেই কেবল
কি আর মজা পাও?
উত্তরে বলি তাকে লিমেরিক যে
আসেনা মনেতে তাই
সাধারণ ছড়া গেঁথেই আমি
মনটা ভরাতে চাই।
পাণ্ডিত্য নেই যে আমার
তবু লিখতে ইচ্ছে করে
সহজ সরল শব্দ সাজিয়ে
খাতাখানা যাই ভরে।
এ ছড়াগুলোয় পাই যদি সারা
সুহৃদ কারো মনে
বন ফুল দিয়ে মালিকা আমার
তবু যাবো আমি বুনে।

১৫/০৭/২০২০
লকডাউন অবকাশে

ভূত

ভূতের নামটা শুনি
কিন্তু সে নাই
তবে কেন মিছে মিছে
ভূতে ভয় পাই।
কিন্তু আবার দেখি
লোকে দেখে ভূত
এ আবার হয় নাকি
লাগে অদ্ভুত।
ভূত নাকি ধরে শুধু
নিশি ভোর রাতে
পালিয়ে বেড়ায় তারা
বিকালে প্রভাতে।
ভূত ব্যাটা ধরে যাকে
ওঝা এসে ঝাড়ে
ভূতের বদলে তারা
রোগীকেই মারে।
মার খেয়ে রোগী বলে
ভূত গেছে ভাই
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি
ঝেড়ে কাজ নাই।
দুনিয়াতে ভূত বলে
কোনো কিছু নাই
ভূত ভেবে শুধু শুধু
বৃথা ভয় পাই।
ভবিতে ভূতের ভয়
পেয়ো নাকো ভাই
ভূত নাই ভূত নাই
ভূত-টুত নাই।

১৭/০৭/১৯৯৫

আজব ওঝা

ভূত-পেতনির স্বপন দেখে
খোকা পেল ভয়
সারা রাত রইলো জেগে
আর কি ঘুম হয়!
মাঝ রাতে ওঠে পিসি
দেখে খোকা তাকিয়ে
পিসিকে দেখতে পেয়ে
চোখ আসে পাকিয়ে।
চিৎকার করে পিসি
বলে, খোকা একি হাল
বলে খোকা, খাবো তোকে
ঠিক করেছি গতকাল।
সেই থেকে গোটা রাত
খোকা থাকে জেগে
রক্তিম চোখ করে
যায় খুবই রেগে।

সিওর ওকে ভূত ধরেছে
সবাই ওকে বোঝা
ক্যাওড়া থেকে নিয়ে এলো
বিখ্যাত এক ওঝা
ওঝা এসে শুরু করে
তুকতাক, ঝাড় ফুঁক
এক ঝাড়াতেই উড়ে গেল
চোখ, কান, নাক, মুখ।
খোকা গেল ভ্যানিস হয়ে
যায় না তাকে দেখা
ওঝা শেষে বললো হেসে
ওটা ওর কপালের লেখা।

১০/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

খুকুর ভয়

কড়্ কড়্ কড়্ কড়াত করে
আকাশ যখন চমকালো
ভাবলো খুকু দত্যিদানা
বোধহয় তাকে ধমকালো।
কাঁদতে কাঁদতে কাকুর কাছে
করলো গিয়ে নালিশ
কাকু তখন বুট জুতো তার
করছিলো বেশ পালিশ।
বললো কাকু, দেখছো খুকু
কেমন জুতো চমকালাম
ভয় করোনা আমিই ওদের
একটু আগে ধমকালাম।
যেই না বলা এমন সময়
বৃষ্টি ভীষণ নামলো
দত্যিদানা কাঁদছে ভেবে
খুকুর কান্না থামলো।

০১/০৭/২০১৪

পুষি যাদের

পোষা কুকুর থাকে
লোক দেখলেই হাঁকে।
বেড়াল একটা পুষি
মাছ দেখলেই খুশি ।
একটা আছে টিয়ে
ডাকে শিস দিয়ে।
তোতাটা বেশ ভালো
লোক দেখলেই হ্যালো।
আছে একটা ময়না
মোটে কথা কয়না।
পায়রা আছে ঘরে
বকম্ বকম্ করে।
একটা আছে গাই
ওর দুধ তো খাই।
চারটে আছে ছাগল
জ্বালিয়ে করে পাগল।
হাঁসগুলো ডিম পাড়ে
খাই তা মজা করে।
আরে মুরগিও তো থাকে
ভোরে ককর্ ককর্ ডাকে।

০৩/০২/২০০৬

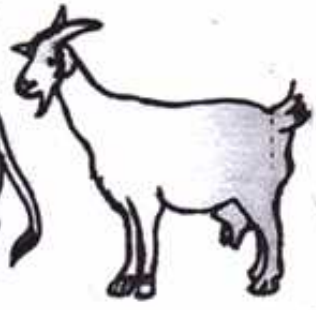

সুমো পালোয়ান

জাপান থেকে দিল্লি এসে
নামলো সুমো পালেয়ান
শীতে তখন কাঁপছে সবাই
ওর গায়ে নেই আলোয়ান।
হাতির মতো বিরাট মোটা
পাঁঠা খায় একটা গোটা।
কুস্তি ওদের দেখে যখন
করছি সবাই মজা
কুস্তি শেষে খাচ্ছে দেখি
ঝুড়িখানেক গজা।

০৫/০৮/২০০৬

সবার মামা

আমার মামা, মায়ের মামা
চাঁদা মামা সবার
এমন কাণ্ড হয় না কি গো
ভেবেই কম্ম কাবার।
মায়ের মামা হেরম্ব পাল
আমার তিনি দাদু
তোমার বেলায় এমন তরো
হয় কেন গো চাঁদু?
মায়ের ভাই বোন সবাই তোমার
তবে বাবা, কাকা কে?
সারা রাত চিন্তা করেও
ভেবে পাই না যে!

২৫/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

বাদলা দিনের মজা

বাদলা দিনে বাচ্চারা সব
দারুণ মজা পায়
যে ছেলেটি যায় না স্কুলে
সেও স্কুলে যায়।
ভাবে ওরা বৃষ্টি যদি
হত সারা বেলা
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি মেখে
করা যেত খেলা।
বৃষ্টির দিনে দেখি ওদের
স্কুলকে ভালো লাগে
অন্য দিন তো পড়ার ভয়ে
দুষ্টুরা সব ভাগে।
সারা বছর পড়ার বেলায়
করে অবহেলা
বৃষ্টি হলে পড়ার ছুতোয়
স্কুলে গিয়ে খেলা।

খাতার কাগজ শ্রাদ্ধ করে
ছোট ছোট নৌকা গড়ে
গড়া হলে জলের স্রোতে
ভাসিয়ে দিয়ে তায়
উৎসাহে সব তাকিয়ে থাকে
কোথায় ওরা যায়!
কেউ কেউ জামা খুলে
মৎস্য শিকার করে
এমন দিনে ওদের কি আর
ভালো লাগে ঘরে!
স্কুলের শেষে ভিজে ভিজে
বাড়ি যখন যায়
বাবা, মায়ের কাছে ওরা
গাল-মন্দ খায়।

১৭/০৩/১৯৮৭

সাধেই শিশুশ্রম

যে শিশুরা পড়বে স্কুলে
তারা সবাই ব্যস্ত
পেপার খুলে দেখি প্রায়ই
খবর ওদের মস্ত।
সাধে কি শিশুশ্রমিক হয়ে
কাজে যোগদান করে
পড়াশোনা দূরের কথা
খাবারই নেই ঘরে।
খাবার সাথে শিশু যদি
বই-পুস্তক পায়
শখ করে কি এই বয়সে
শ্রমিক হতে চায়!

যখন দেখে ওর বয়সি
যাচ্ছে শিশু স্কুলে
টল টল করে তাকিয়ে থাকে
হাতের কাজটি ফেলে।
সর্বশিক্ষা অভিযানই
ভাবছে ওদের নিয়ে
পড়ার কথা বলছে ওদের
বাড়ি বাড়ি গিয়ে।

২৪/০৪/১৯৮২

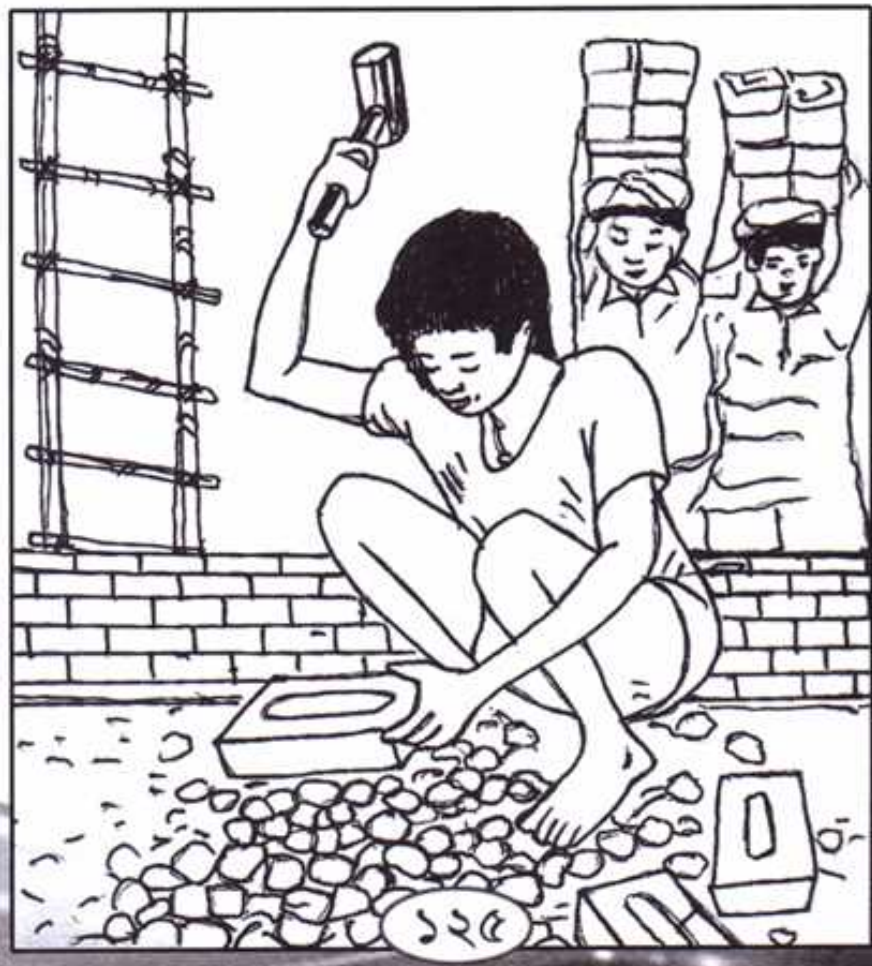

অঙ্ক শেখা

যোগ

১ এর সঙ্গে আর ১টা ১
যুক্ত করলে তবে
দুটো মিলে যে ফল পেলে
সেটাই তো যোগ হবে।

১+১=২

বিয়োগ

৫টা লেবু আছে তোমার
৩টি দিলে ফেলে
অঙ্কতে এই বাদ দেওয়াকে
বিয়োগ অঙ্ক বলে।

৫−৩=২

গুণ

এক লাইনে ৩টি করে
গাছ যদি কেউ বোনে
৩ লাইনে ৯ খানা গাছ
এটা হবে গুণে।

৩ × ৩ = ৯

ভাগ

৮টা বেলুন দেখে তোমার
বোনটা কাঁদে রাগে
৪টা ওকে দিয়ে দিলে
ফলটা পাবে ভাগে।

৮ ÷ ৪ = ২

১২/১২/২০১২

মানে কেন হয়

বিশ আর কুড়ি এক
একই আট অষ্ট
সাধু ভাষা বলে দেখি
কাটবেই কাষ্ঠ।
দিনকে দিবা বলি
রাতকে বলি নিশি
চেয়ার কেদারা হয়
বলে বড় পিসি।
বড় পিসি বলে রোজই
মানেগুলো শেখো
মানে ছাড়া নেই গতি
এটা মনে রেখো।
আমি বলি বড় পিসি
মানে কেন হয়?
একটা ভুলে গেলে যাতে
অন্যটা বয়?
পিসি বলে চুমু খেয়ে
গুডবয় রাণা
তাইতো উচিত সব
মানেগুলো জানা।

২৪/০৪/১৯৮৭

banglabooks.in

কলকাতার মজা

কলকাতার পাতালরেলে
সবাই চড়ে প্রথম গেলে।
এসকেলেটর চড়তে ভয়
প্রথম দিন সবার হয়।
জায়গাটা বেশ মজার ভারি
সারে সারে চলছে গাড়ি।
লোকগুলো সব বাদুড় ঝোলে
ভিড়ের চোটে ওঠে কোলে।
উঁচু উঁচু দালান বাড়ি
দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।
দেখার জিনিস প্রচুর আছে
টাকা যদি থাকে কাছে।

০৫/০৯/১৯৮০

দুরাশা

বুনু পড়ে ক্লাস টুয়ে
আমি পড়ি নাইনে
সারা সপ্তা ব্যস্ত থাকি
পড়ার সময় পাইনে।
রবিবারে আঁকা শেখা
ব্যায়াম করি সোমে
মঙ্গলবার তবলা শিখি
বুধবার যাই জিমে।
বৃহস্পতিবার ক্রিকেট কোচিং
শুক্রতেও তাই
শনিবারে আবৃত্তি ক্লাস
ভারি মজা পাই।
এ তো গেল দিনের পর্ব
রাতে পড়ান স্যার
পড়াটি না পারলে পরে
বেদম পড়ে মার।

বাবা বলেন মাধ্যমিকে
পেতেই হবে স্টার
তা না হলে ইলেভেনে
ভর্তি নেবে না আর।
মা রেগে কন, পারবি হতে
সমীরণের মতো?
সাঁতার শিখে প্রতিবারই
মেডেল পাচ্ছে কত!
সবগুলো ওর সোনার মেডেল
একটিও নয় খেলনা
তাইতো তোকে বলছি বাবা
সাঁতার শিখে ফেলনা।
আমি বলি এত বোঝা
বইবো কেমন করে
মানুষ হতে হবে মাগো
মন দিয়ে খুব পড়ে।

০৭/১২/১৯৮৪

পোষ্য খেতে নাই

বন থেকে নিয়ে এসে
সখারাম রায়রা
শখ করে পুষে ছিল
বেশ কিছু পায়রা।
লোভে পড়ে একদিন
পাঁচখানা কেটে খায়
ওই রাগে ঝাঁক বেঁধে
সবগুলো উড়ে যায়।
বহু খোঁজাখুঁজি করে
আর দেখা পায়না
বকম বকম এনে দাও
ছেলে ধরে বায়না।
বউ বলে তোর দোষে
ছেলে খেতে চায় না
দয়া করে ঝাঁক বেঁধে
ঘরে ফিরে আয়না।
বকা খেয়ে সখারাম
চলে যায় খুঁজতে
পথে দেখা ভায়রার
চায় না সে বুঝতে।
নিষ্ঠুর বলে বসে
তার সেই ভায়রা
সখারাম ঠেলা খেয়ে
পোষা ছাড়ে পায়রা।
কান মোলে, আর বলে
পোষ্যকে খাবোনা
মাথা থেকে চলে যায়
নিষ্ঠুর এ ভাবনা।

লকডাউন অবকাশে ২৭/০৪/২০২০

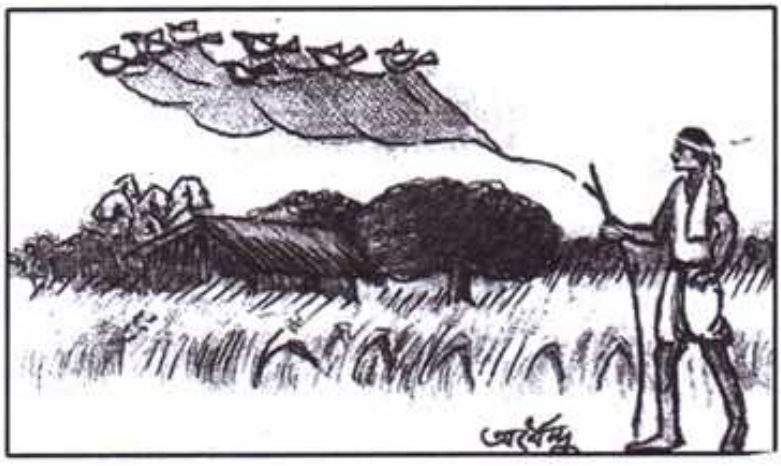

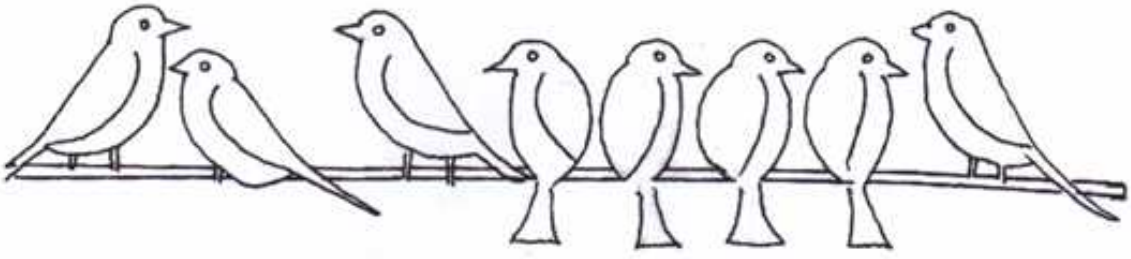

সাধনা

মায়েরা প্রায়ই বলে শুনি
শুধুই করিস খেলা
বড় হলে টেরটি পাবে
বুঝবি কেমন ঠেলা।
পড়াশুনো করে যেমন
সফল হওয়া যায়
খেলাধুলায় ভালো যারা
প্রতিষ্ঠা ঠিক পায়।
পড়ার সাথে খেলা ধুলা
মন দিয়ে যে করে
মান সম্মান টাকা পয়সার
অভাব হয় না ঘরে।

যাই করোনা ছোট থেকে
মনে প্রাণে করো
দেখবে তবে একদিন ঠিক
হবেই হবে বড়।
শচীন, সৌরভ হতে হলে
সাধনা করা চাই
ওঁদের জীবন জানতে গেলে
এটাই দেখতে পাই।

০১/০৮/২০০৫

দাদুর ভাবনা

দাদুর মনে উদয় হল
নানারকম ভাবনা
উত্তর তার পাবে বলে
ছুটলো শেষে পাবনা।
পৌঁছে ভাবে ঠিক করিনি
লাগছে বড়ো ফাঁকা
ইষ্টিশনে পৌঁছে ট্রেনে
রওনা হল ঢাকা।
একজনকে বললো ডেকে
ঢাকার ঢাকনা খোলনা
না খোলাতে রেগে দাদু
পাড়ি দিলেন খুলনা
ঘুরে ঘুরে দাদুর পকেট
শূন্য হল যেই
ভাবছিস কি ছাতা মাথা
আর তা মনে নেই।

০৮/০৮/১৯৮০

শিক্ষার মূল্য

বয়স কালে বোঝে সবাই
মূল্যটা কি পড়ার
বড় হলে কু-ফল হয়
বাল্যে ফাঁকি যাবার।
ছোট বেলার ফাঁকির ফল সব
বড় হলে পায়
কোন খানেই সুখ মেলেনা
যেখানেই সে যায়।
ছোট বেলায় যে শিশুরা
মন দিয়ে খুব পড়ে
বড় হলে প্রয়োজনের
সবই হবে ঘরে।

শিক্ষাই দেয় প্রতিপত্তি
মান-সম্মানও হয়
শিক্ষিত লোক দেখে করে
অনেক লোকেই ভয়।
শিক্ষা লোকের বিনয় আনে
তাইতো তাঁকে সবাই মানে।
টাকা পয়সায় ধনী হয়েও
যদি শিক্ষাটা না থাকে
দুষ্টু লোকে নানান ভাবে
ঠকিয়ে খায় তাকে।

১২/০৩/১৯৮৭

জন শিক্ষা সুদূরপ্রসারী হওয়া দরকার।
যাতে বাংলার শহর কেন গ্রামেও প্রতিটি
লোক যেন ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে।

ছড়ায় চিঠি

তেজপুর---আসাম

সোনামাসি আর সোনামেসো,
তোমরা একবার রায়গঞ্জ এসো।
হঠাৎ করে এলে তোমরা লাগতো দারুণ মজা
সঙ্গে এলে ভালো হত কাজুভাই আর রাজা।
খুবই আমার ভাই দুটোকে দেখতে ইচ্ছে করে
কোথাও আমার হয়না যাওয়া ব্যস্ত থাকি ঘরে।
ফুলের বাগান ছেড়ে যদি বাইরে কোথাও যাই
এসে দেখি বাগানে আর একটিও গাছ নাই।
এছাড়া ব্যস্ত থাকি ছবি আঁকা নিয়ে,
আরও ব্যস্ত হই যখন সাজাতে যাই বিয়ে।
এত লোকের বিয়েতে আমি সাজাই আকুল হয়ে
সময় আমি পাইনা যখন নিজের কারও বিয়ে।
সোমা বোনের বিয়েতে আমার ইচ্ছে ছিল যাওয়ার
হঠাৎ সুযোগ এলো তখন চাকরিখানা পাওয়ার।
ইচ্ছে থেকেও তখন আমি পারলাম না যেতে
অসুবিধা হত তবে চাকরিখানা পেতে।
সময় করে একবার আমি শিলিগুড়িই যাবো
ওখানেই তো সোমা বোনকে দেখতে আমি পাবো।
ইচ্ছে করে সোমার কাছে চিঠিপত্র দেই
চিঠি আমার হয়না দেওয়া ঠিকানা ওর নেই।
ঠিকানা ওর পাঠিয়ে দিও,তোমরা আমার প্রণাম নিও
রাজা, কাজুকে জানিও আমার স্নেহ, ভালোবাসা
জবাব তোমরা দেবে চিঠির এটাই আমার আশা।

২২/০১/১৯৮৭

ইতি তোমাদের
ঝোটন

শুভেচ্ছা পত্র

টাপু, লিখু, মুন তোমরা তিন জনে
নতুন বছরে পাঠিয়েছ কার্ড আমায় রেখে মনে।
কার্ডখানা পেয়ে আমার খুশির অন্ত নাই
খুশি তোমাদের পিসিরা এবং পিকলু সোনা ভাই।
এমন করে সুযোগ বুঝে চিঠিপত্র দিও
কাকু-পিসিদের খবরা-খবর মাঝে মধ্যে নিও।
আমি ভীষণ ব্যস্ত থাকি লেখার সময় নাই
তোমরা কেউ চিঠি দিলে খুবই মজা পাই।
তোমাদের এই শ্রদ্ধা যেন সারাজীবন থাকে
আমার প্রণাম জানিও তোমরা বাবা এবং মাকে।
ছোট পিসি, পিকলু ভাই তেজপুরে গেছে
বাড়ি কেমন নিঝুম লাগে, পিকলুটা নেই কাছে।
হপ্তা তিনেক থেকে ওরা ফিরবে আবার বাড়ি
নতুন ক্লাসে উঠবে বলে ফিরবে তাড়াতাড়ি।
মিশ্রীকাকু, কাকিমণি, ছোট কাকু আর সানি
কে কেমন আছে ওরা চিঠিতে যেন জানি।
ওদের খবরসহ তোমরা চিঠি আবার দিও
তোমরা আমার শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা নিও।
টুটুলটাকে জানিও আমার শুভেচ্ছা আর প্রীতি
চিঠি এখানেও শেষ করছি, আজ এখানেই ইতি --

১২/০১/১৯৮৫
ময়ূর বিহার -দিল্লি

তোমাদের সোনাকাকু
রায়গঞ্জ

এক থেকে একশো

১ থেকে ১০ (দশ)
পঞ্চানন্দপুরে ধস।
১১ থেকে ২০ (কুড়ি)
খাই গুড়-মুড়ি
২১ থেকে ৩০ (ত্রিশ)
ছবি আঁকতে পারিস?
৩১ থেকে ৪০ (চল্লিশ)
খোকা খায় হরলিক্স।
৪১ থেকে ৫০ (পঞ্চাশ)
চাষি করে ধান চাষ।
৫১ থেকে ৬০ (ষাট)
জলে ভরে গেছে মাঠ।
৬১ থেকে ৭০ (সত্তর)
আন বই পত্তর।
৭১ থেকে ৮০(আশি)
কৃষ্ণ বাজায় বাঁশি।
৮১ থেকে ৯০ (নব্বই)
পড়ে গেল সব বই
৯১ থেকে ১০০ (একশো)
টাকা ভরা বাক্স।

২০/০৭/২০০৫

মনভার

দশটা বাজলে মনটা আমার
পড়ে থাকে স্কুলে
ও পথ আর মাড়াই না যে
পথ গেছি যেন ভুলে।
অবসরকাল, এখন তো আর
স্কুলে যাওয়া নেই
মনটা যেন কেমন করে
দশটা বাজে যেই।
নেই কোলাহল, ছোটাছুটি
মনটা লাগে ভার
ছাত্রদের কোনও দিনই
কাছে পাবো না আর।

বকেছি কত, দিয়েছি স্নেহ
আজ আর ওরা নাই
মনে পড়লে মনটা ওদের
উদাস লাগে তাই।
এটা কোরোনা ,ওটা কোরোনা
মারবো বেতের বাড়ি
শেষ বয়সে শাস্তি বোধ হয়
ভোগ করছি তারই।

২৬/০৪/২০২০
লকডাউন অবকাশে

মায়ের শিক্ষা

ছোটবেলায় ১, ২, ৩
সংখ্যা পরিচয়
মা বলেন এখন থেকেই
নামতা শিখতে হয়।
সংখ্যা শেখা হলে পরে
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ
অভ্যাস না করলে পরে
মার হয়ে যায় রাগ।
রোজই বলে অঙ্ক শেখো
হিসেব শিখতে হলে
বড় যখন হলাম দেখি
ঠিকই তো মা বলে।

৩১/০৭/১৯৮০

দশে দিক

ভোরের বেলায় যে দিকটাতে
সূর্য দেখা যাবে
বুঝতে দেরি হয় না কারো
পূর্ব এটাই হবে।
গোধূলিতে যে দিকটাতে
সূর্য অস্ত যায়
ওই দিকটা পশ্চিম হয়
মনে রাখবে তায়।
পূর্ব-পশ্চিম কোনটা তবে
জানা হয়ে গেল
এবার নিজের হাত দুটোকে
সমান মাপে তোল।
মুখটা রেখে পূর্ব দিকে
পশ্চিম পিছে ফেলে
ডানদিকটা দক্ষিণ হয়
উত্তর বামে মেলে।
উত্তর-পূর্ব কোনটা সবাই
ঈশান কোণই ডাকে
উত্তর পশ্চিম কোণটাকে
বায়ু বলে থাকে।
দক্ষিণ-পশ্চিম অগ্নি হলে
থাকলো বাকি যে
বাকি কোণটা পুব-দক্ষিণে
নৈঋত কোণ সে।
ঊর্ধ্ব বলে উপরটাকে
অধঃ পায়ের তলে
ধারণা না থাকলে দিকের
কেমন করে চলে !

২৩/০৮/২০২০

পাখি

পাখিরা ভীষণ সুখী
ওরা আকাশপানে উড়ে
কোনো বাধা নেই ওদের
দূর থেকে যায় দূরে।
যখন খুশি যেখানে যায়
সেখানেই ওরা সুখ খুঁজে পায়
নেই কোনো ভাবনা, না আছে চিন্তা
সাত সকালে উঠে ওরা নাচে ধিন-ধিন তা।
সন্ধ্যা হলে দল বেঁধে সব
ছোট নীড়ের পানে
ফেরার সময় চঞ্চুতে সব
খাবার তুলে আনে।
সব পাখিরাই শান্তিপ্রিয়
শান্তি ওরা চায়
শূন্যে বোধ হয় অশান্তি নেই
তাই সেখানে ধায়।
বাবুই যদিও ছোট্ট পাখি
তবু সদাই ব্যস্ত
নিজের বাসা গড়তে ওরা
শিল্পী যেন মস্ত।
কুট্টি মাথার বুদ্ধি আর
ঠোঁট দিয়ে ঘর বোনে
পাখি হয়েও শিল্পী কেমন
অবাক লাগে মনে।
শুধু ঘর বানানোই নয়
আবার আলোর জোগাড় করে
গোবর দিয়ে গেঁথে রাখে
জোনাকিকে ঘরে।

২৪/০৪/১৯৮৭

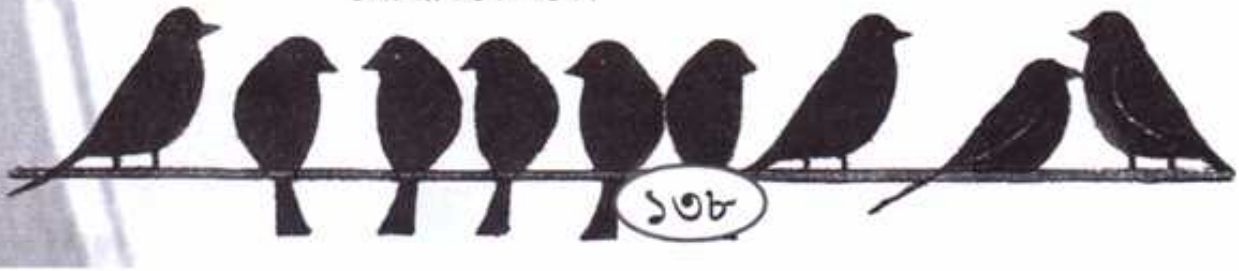

কুলিক পক্ষীনিবাস

সুদূর সাইবেরিয়া থেকে
আকাশ পথে পরিযায়ী পাখি আসে
প্রাক্ শীতকালে এসে
আসর জমায়, জুলাই আগস্ট মাসে।
সরকারি এই পাখিরালয়
বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে
বহু দূর দূর থেকে দর্শক আসে
এই পাখিদের টানে।
রায়গঞ্জের নাম ছড়ালো
কুলিক পাখিরালয়
ওদের কারণে উত্তরবঙ্গের
সুনাম বিশ্বে হয়।
এই পাখিরাই এনে দিয়েছে
রায়গঞ্জের মান
বাইরে থেকে পর্যটক এসে
ওদের দেখতে পান।
ওদের দেখে খুশি হয় তারা
উচিত তো নয় পাখিগুলো মারা
ওদের জন্য বহু মানুষের
রুজি রুটিও হয়
সেই কারণে পাখিগুলোর
ক্ষতি উচিত নয়।
ওদের যত্নে রাখলে তবে
পর্যটকের ভিড়ও হবে।

বিশিষ্ট সাংবাদিক ও প্রকৃতি প্রেমী, সমাজকর্মী
শ্রীসুব্রত সরকার মহাশয়ের অনুরোধে

সৌজন্য প্রকাশ
১৬/০৮/২০২০

হোলি

প্রতি বছর হোলি খেলায়
কত ঘটনা ঘটে
কেউ খেলে খুব আনন্দ পায়
রং দিলে কেউ চটে।
কেষ্ট ঠাকুর শুরু করেন
রং খেলার এই ঢং
কত চোখ নষ্ট হচ্ছে
ঢুকে চোখে রং।
এইতো সেবার হোলি খেলায়
সোনা যেত মরে
ডাক্তারেরা বাঁচিয়েছেন
বহু চেষ্টা করে।
সবাই মিলে জড়িয়ে ধরে
নাকে দিল রং
সোনা যদি যেত মরে
বেরিয়ে যেত ঢং।
নাকের ভেতর রং গিয়ে ওর
কঠিন দশা হল
ভাবলো সবাই সোনা বুঝি
রং খেলাতেই ম'ল।
রং দিলো ওর বোন আর মাসি
অন্য কেউ দিলে আসি
কি অবস্থা হত, বেচারি
শুনতো কথা কত।
আমার মতে ইচ্ছে করে
রং যদি কেউ চায়
একটুখানি আবির নিয়ে
দিয়ে এসো পায়।
যাদের দেওয়া যায় না পায়ে
রং মাখিয়ে দাওনা গায়ে
চোখে মুখে কেন?
হঠাৎ বিপদ হতে পারে
এই কথাটা যেন।

এই খেলাকে কেন্দ্র করে
ঝগড়া লাগে কত ঘরে
মারপিটও তো হয়
তবু কি আর ছেলেপুলে
ঘরে বসে রয়।

২৭/০৩/১৯৯৭
সত্য ঘটনার উপর লেখা

দিয়েছি যা, পেয়েছি অনেক বেশি

সারা জীবন যা দিয়েছি
পেয়েছি অনেক বেশি
চাওয়া পাওয়া নয় গো শুধু
দিলেও লাগে খুশি।
খাওয়ানোতেই খাওয়ার মজা
এটা যারা বুঝতে পারে
কোনো অভাব হয় না তাদের
ঈশ্বরই দেন উজাড় করে।
দুঃখী জনে অন্ন দিলে
শূন্য তাদের হয় না ঘর
খুশি হয়ে ভগবানই
দিতে থাকেন অনেক বর।

যারা নিজেই কেবল বাঁচতে চায়
স্বার্থপরের মতো
অশান্তি তার লেগেই থাকে
দুঃখ আসে শত।
নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত না থেকে
সাহায্যের হাত বাড়াও
হিংসা বিভেদ যা আছে তা
মনের থেকে তাড়াও।

১৪/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

কীর্তির মরণ নেই

নবীন আসে, প্রবীণ যায়
এটাই ছাত্রধারা
আজ যাদের করছি বরণ
ভবিষ্যতের প্রবীণ তারা।
তোমরা চাকরি, ব্যবসা করে
প্রতিষ্ঠিত হবে
সেই দিনটা চাই যে সবাই
খুশি হব তবে।
কালের স্রোতে স্মৃতি থেকে
হারিয়ে যদি যাও
তবু আশা করব
যেন প্রতিষ্ঠা ঠিক পাও।
জন্ম যখন হয়েছে
মৃত্যুও তো হবে
কীর্তির কিন্তু মরণ নেই
সে চিরজীবীই রবে।
সব কিছুরই মরণ আছে
কীর্তির নেই মরণ
যশস্বীদের চিরকালই
সবাই করি স্মরণ।

৩০/০২/২০১৬

আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রদের
নবীন বরণ উৎসবের জন্য লেখা

"জ্ঞানই পুণ্য সুতরাং সকলকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

- সক্রেটিস

প্যারাটিচার

প্যারাটিচার প্যারাটিচার
সবাই তাদের জানে
কেমন টিচার এ কথাটার
কী যে সঠিক মানে
এদের কথা ভাবতে গেলে
মনে আসে বার বার
এ যেন ঠিক গ্রামগঞ্জের
কোয়াক ডাক্তার।
কোয়াক কোয়াক যতই বলি
বিপদে ভরসা ওঁরাই
কাছে পেলে বড় ডাক্তার সব
কোয়াক ভরসা হারাই।
প্যারাটিচারও ওদের মতো
করেন শিক্ষা দান
তবু কেন যে কম মনে হয়
পান না সঠিক মান।
ধনে দুর্বল, মনে আসে তার
কম কম যেন মান
তবুও সহ্য করেও তারা
করছে শিক্ষা দান।

তকমা লাগান যে শিক্ষকের
মনে করে বড় তারা
শিক্ষা থেকেও হায় প্যারাদের
ঝুলছে কেমন খাঁড়া।
হঠাৎ করে প্রয়াণ হলে
পাবে না পাওনা গন্ডা
পরিবার অতল জলে যাবে
হৃদস্পন্দন হবে ঠান্ডা।

২৭/০৫/২০০৪

"সবচেয়ে অন্ধকার রাত্রি সবচেয়ে উজ্জ্বল ভোর নিয়ে আসে।"

--- শ্রী অরবিন্দ

আদর্শ গ্রামীণ শিক্ষা নিকেতন

ষাট বছরের নবীন আলোয়
আলোকিত বাহিন স্কুল
সুসজ্জিত বাগান ভরে
উঠলো ফুটে সহস্র ফুল।
সু-শিক্ষক আর শিক্ষিকারা
নিবেদিত করেন প্রাণ
সমবেত চেষ্টা করে
বাড়তে থাকে স্কুলের মান।
প্রত্যন্ত গ্রামের মাঝে
সাজিয়ে তোলা প্রতিষ্ঠান
ছাত্র/ ছাত্রী, অভিভাবক,
শিক্ষকেরা তার প্রমাণ।
একই সূত্রে গাঁথা মালা
আজকের দিনে মূল্যবান
স্কুলে এসে দেখবে যারা
জুড়িয়ে যাবে তাদের প্রাণ।
সব স্কুলেই ফুলের বাগান
এটা কোনো নতুন নয়
সবার যদি নিষ্ঠা থাকে
তবেই এমন বাগান হয়।
গুটিকতক গাছ লাগিয়ে
বাগান করা যেতেই পারে
পরম যত্ন দেখা শোনায়
ক-জন এমন রাখবে ধরে।
শোভাই শুধু নয় যে মোটে
সুস্থ থাকে পরিবেশ
শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন হলে
পড়তে ভালো লাগবে বেশ।

০৪/০৯/২০১৬

আমার বিদ্যালয়

জানুয়ারি সতেরোতে
স্থাপিত বিদ্যালয়
করোনেশন নামে
এর পরিচয়।
১৯১১ থেকে চলছে প্রতিষ্ঠান
গড়ে তোলে বছর বছর
হাজারো বিদ্বান।
পুরোনো এই বটের ছায়ায়
শিক্ষা পেলেন যারা
বিশ্ব থেকে অনেকে আজ
পরপারে তাঁরা।
এ বিদ্যালয় চলছে গড়ে
হাজার হাজার গুণী
তার উপমা শেষ হবে না
এক, দুই, তিন গুনি।
বরাবরই নাম আছে এর
ভিন্ন দিক থেকে
খেলাধুলা, শিক্ষা এবং
শৃঙ্খলা এর দেখে।
আমরা যারা ছাত্র ছিলাম
আছি এবং হব
বিদ্যালয়ের উন্নতিতে
হাত বাড়িয়ে দেব।
এই প্রতিজ্ঞা করে আমি
প্রণাম জানাই সবে
এ বিদ্যালয় চিরদিনই
সবার সেরা হবে।

১৬/০১/১৯৮৩

সবাই সমান

জাতির বিচার নেই এখন
সবাই এখন সমান
চারদিকে যাচ্ছে পাওয়া
নানা রকম প্রমাণ।
ব্রাহ্মণ শুধু নয় পূজারি
চাকুরি ব্যাবসা করে
হরিজন আজ অশুচি নয়
যাচ্ছে সবার দ্বারে।
গোড়ায় ছিল খুব গোঁড়ামি
ভেঙে গেছে আজ
শিক্ষা নিয়ে সব জাতিরাই
করছে সকল কাজ।
হরিজন আর ধোপা, মুচি
শিক্ষা হলে সবাই শুচি।
এখন ব্রাহ্মণের ছেলেও যদি
অশিক্ষিত হয়
কেউ তারে মাথায় করে
রাখতে রাজি নয়।
হরিজনের ছেলে যদি
সুনাম অর্জন করে
ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধা ভরে
বসায় এনে ঘরে।
সেই কারণেই বলুন সবাই
জাতির বিচার নয়
সবাই আমরা ভারতবাসী
এটাই পরিচয়।

০৫/০২/২০১৬

সে কালে যাহারাই বি.এ, এম.এ হইয়াছে, এমনকি ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে তাহারা দেশ, সমাজ লইয়া ভাবিত-- কাজ করিত।.....কিন্তু আজ যখন লেখাপড়ায় এত কৃতী লোকের সৃষ্টি হইয়াছে- তখন দেখিতেছি ধারাটা শুকাইয়া যাইতেছে।

--- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সেকাল-একাল

ছেলেবেলায় সকাল সন্ধ্যাকালে
বড়রা সব একসাথে পড়তে বসতে বলে।
রাখতো খেয়াল পড়ছি কিনা বাবা নইলে কাকা
দম ছিল না পড়ার সময় অনুপস্থিত থাকা।
একটাই হ্যারিকেন, একটাই লম্ফ
শীতকালে সব্বার হত হৃদকম্প।
জেঠু, বাবা, কাকাদের রেষারেষি দেখি নাই
মিলেমিশে থাকতেন একসাথে সব ভাই।
আমাদের মতো ওঁরা একসাথে পড়তেন
পড়া শেষ করে ওঁরা সংসার গড়তেন।
কারো ঘরে ছিল না যে বিদ্যুৎ বাতি
তবু সুখে কাটতো সারাদিন রাতই।
গরমে ফ্যানের হাওয়া স্বপ্ন সে সময়ে
ছেলেবেলা কাটতো ধুলো বালি গোময়ে।
কেউ যদি ভুল করে অন্যায় করতাম
বড়দের ধমকে কানদুটো ধরতাম।
সেই সব দিন গেছে চলে এখন নেই আর
গর্হিত অপরাধে আজ সাজা নেই তার।
একান্ন পরিবার আজ অবলুপ্ত
একা থেকে, একা খেয়ে পায় যেন সুখ তো
বিপদে নেই পাশে আপনার আপনজন
টাকাই মেটায় আজ, যার যেটা প্রয়োজন।
সব ভাই এক সাথে আর দেখা যায় না
আপদে বিপদে কেউ নিজ লোক চায়না।

০৫/০৫/২০২০
লকডাউন অবকাশে

মেনু

আসুন সবাই বসুন পাতে
লবণ, লেবু আছে তাতে।
দেবো পরে স্যালাড এবং
তুলাই ভাতে ফিস রোল
আছে ডাল, চিংড়ি, এঁচোড়
কাতলা মাছের ঝোল।
ফ্রাইড রাইস মাংস দিয়ে
খেতে লাগবে জেল্লা
হাওয়া হলে পাতে পড়বে
কাজু বরফি, গোল্লা।
ফলের চাটনি বেজায় দারুণ
একটুখানি ধৈর্য ধরুন।
রসমালাই, আইসক্রিম
এটাই পদের ইতি
জানাই আমরা নত শিরে
শুভেচ্ছা আর প্রীতি।
এবার হল শেষের পালা
হাতে দেব পান মশলা।

banglabooks.in

১৪/০২/২০০০

আতঙ্ক

চারিদিকে নাশকতা
ধ্বংস করার নেশায়
আততায়ী মেতেছে আজ
নিষ্ঠুর এই পেশায়।
আত্মঘাতী মানব বোমায়
ধ্বংস হচ্ছে নিজে
বুঝিনা ঠিক এমন পেশায়
লাভ হচ্ছে কী যে।
আতঙ্ক আজ বিশ্বজুড়ে
কখন কী যে হয়
শান্তিতে নেই কোনো দেশই
সবার মনেই ভয়।
এ সন্ত্রাসের শেষ যে কোথায়
শান্তি কি আর পাবো?
আতঙ্ক আর অশান্তিতে
দিন কাটিয়ে যাবো।

১৯/০৮/২০০৫

ভয়

রাতভর লাগে ডর
ফাঁকা পড়ে আছে ঘর।
ঘরে যদি ঢোকে চোর
ভেঙে বুঝি ফেলে দোর
আছে শুধু সম্বল
থালা, বাটি, কম্বল
এও যদি যায়
মনে ভয় লাগে তায়
তাই ঘর ছাড়ি না।
কোথা যেতে পারি না।

০৪/০২/১৯৮০

ইচ্ছে ডানা

প্রবল ইচ্ছা আছে যাদের
ইচ্ছা পূরণ হবে
ইচ্ছে ডানায় ভর করে সব
এগিয়ে যাও তবে।
ইচ্ছা শক্তি আছে যাদের
লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে
অসাধ্য কাজ সাধন হবে
চেষ্টা করলে তবে।
ইচ্ছা হলে হয় না শুধু
চেষ্টাও থাকা চাই
চেষ্টা ইচ্ছা সমন্বয়ে
অভীষ্ট ফল পাই।

কার্যেই সিদ্ধি

উদ্যম হলেই হয় না শুধু
কার্য করতে হবে
সিংহমশাই অলস হলে
হরিণ কোথায় পাবে?
হরিণ কি আর ধরা দিয়ে
সিংহের পেট ভরে
হন্যি হয়ে ঘুরতে হবে
শিকার ধরার তরে।

আমার উৎসাহের উৎস

সোম, গোবিন্দ থেকো পাশে
উৎসাহিত করলে তোমরা
ছড়া আমার এমনি আসে।
লকডাউন অবকাশে
সময় দিলে দূরভাষে
বললে ঘরেই থাকতে হবে
ছবি এঁকে, ছড়া লিখে
সময় ঠিকই কাটবে তবে।
স্কুলে যখন ছিলাম তখনও
তোমরা ছিলে পাশে
ভাবনাগুলো ছড়ায় গাঁথি
তাইতো অনায়াসে।
সহকর্মী সবাই আমায়
উৎসাহ দান করে।
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাই
ছড়া দিতেম গড়ে।
ওদের ভালোবাসায় আমি
উৎসাহিত হই যে
কবে যে ওদের পারবো দিতে
মুদ্রিত ছড়ার বইযে।

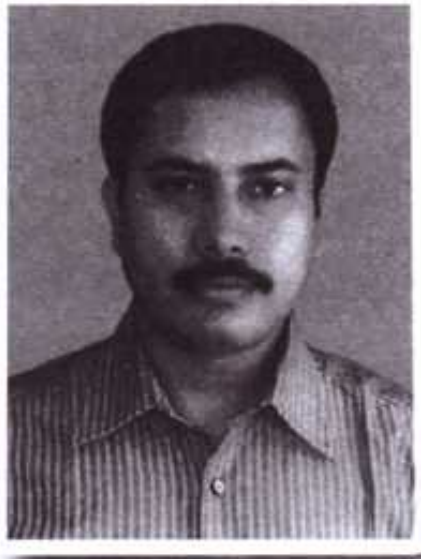

লকডাউন অবকাশে ৩০/০৫/২০২০

ছবি সংগ্রহে যাদের সাহায্য পেয়েছি

১. পলাশ দত্ত

২. সুধীর পণ্ডিত (ডাবলিউ)

৩. তরুণ দেবনাথ

এই বইয়ে একদিকে যেমন বহু মানুষের কথা, অন্য দিকে বহু বিষয়ের উপর লেখকের সামাজিক আবেদন হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

রায়গঞ্জ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে এই বই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সন্দেহ নাই।

সদা শ্রদ্ধেয় অর্ধেন্দুদাকে অকৃত্রিম শুভেচ্ছা সহ "খেয়াল খুশির ছড়া" বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে-
ডঃ উত্তমকুমার মিত্র
সহশিক্ষক
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভবন
(উঃ মাঃ)
রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর।

Click Here For
More Books>